নাট্যোল্লিখিত পাত্র পাত্রীগণ।

দেবগণ।

ও ... আদিদেব।

দেব ... মহাকাল।

া ... সৃষ্টিকর্ত্তা।

দেব ... দিক্পাল।

... দেবরাজ।

লী ... ইন্দ্রের সারথী।

কর ... তীর্থরাজ।

নি ... গ্রহপতি।

র্ম্মরাজ ... যম।

ন্দী ... শিবানুচর।

ঙ্গী ... ঐ

রদ ... দেবর্ষি।

স্পতি ... সুর-পুরোহিত।

ালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ, ঋষিকুমার-শী শ্রীকৃষ্ণ, সন্ন্যাসীবেশী মহা-ব। মায়ার পঞ্চ কুমার, বদূতদ্বয়, যমদূতদ্বয়, দেবগণ ত্যাদি।

দেবীগণ।

লক্ষ্মী ... বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

ভগবতী ... কৈলাসেশ্বরী।

ছায়া ... সূর্য্যপত্নী।

মরীচিকা ... শনিপত্নী।

মায়া ... কুহকিনী।

মেঘাবতী ... পুষ্করপত্নী।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, মুক্তি, ছদ্মবেশী মরীচিকা, দৈববাণী ইত্যাদি।

ঋষিগণ।

কৌণ্ডিল্য, ... মুনিবিশেষ।

মার্কণ্ডেয় ... মহাভক্ত।

ঋষিকুমারগণ, ডাকাতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সনকা ... কৌণ্ডিল্যপত্নী।

মার্কণ্ডের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি।

গীতাভিনয়।

প্রথম-অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

ইন্দ্রালয়।

ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও মাতলী আসীন।

গীত।

অনিত্য সংসারে জীব ভ্রম কি কারণ।
না ভাবি শ্রীহরিপদ হতেছ পাপেতে মগন।
সংসার বিষয় বন্ধনে, বন্দী হ'চ্ছ দিনে দিনে,
দেখেও দেখনা নয়নে, যেতে হবে কাল নিকেতন।
আস্‌বার কালে কিবা বলে এলে সে সময়,
উর্দ্ধপদে অধোমুণ্ডে ছিলে যে সময়,
বলেছিলে অবিশ্রাম, গাব হরির মধুর নাম,
মার্কণ্ড পূর্ণ মনস্কাম, যে নাম করি উচ্চারণ॥

ইন্দ্র। গুরুদেব! বল্‌বো কি, এ ইন্দ্রের জীবন ঘৃণাময় হয়েছে। আর আমার স্বর্গ-সিংহাসন বা স্বর্গের যাবতীয় সুখকে

অতি তুচ্ছ, অতি ছার, নিতান্ত যন্ত্রণার আকর বলে জ্ঞান হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি গুরুদেব, মায়াবিনী মরীচিকা যেমন ক্লান্ত পথিককে সুশীতল বারি প্রলোভনে ভুলিয়ে কালের করাল গ্রাসরূপ মরুভূ-মাঝে লয়ে আসে ও প্রাণ নাশে, কুহকিনী স্বর্গসুখ ইচ্ছা অবিকল আমাকেও তদ্রূপ, বার-বার মায়াতে মুগ্ধ করে, বার-বার মৃত্যুযন্ত্রণা হতেও অধিক যন্ত্রণায় ব্যথিত করছে। আর না—আর ভুলিনা, ঠেকেই শিক্ষা লাভ, ঠেকেই জ্ঞানোদয়, এইবার ইন্দ্র ভিখারী—বনচারী। বনের ফল, নির্ঝরের জল, এই-বার ইন্দ্রের সুভ'ক্ষ্য—সুপেয়।

বৃহস্পতি। বৎস! আর তুমি বৃথা আক্ষেপ করোনা। দুঃখ-যামিনী প্রভাত হয়ে অবিলম্বেই তোমার ভাগ্য আকাশে সুখসূর্য্য সমুদিত হবে।

ইন্দ্র। না গুরুদেব তা আর হবে না, আমি বেশ বুঝেছি, বেশ জেনেছি, এ পামর বাসবের জন্ম গ্রহণ শুদ্ধ পরিতাপের, মনস্তাপের চরম সীমা অতিক্রমণের জন্য।

বৃহস্পতি। তবে কি সুর-হিতকারী বৃহস্পতি তোমায় মিথ্যা বল্‌ছে?

ইন্দ্র। আজ্ঞা না, মিথ্যা কেন, স্তোপবাক্য—প্রবোধ-বাক্য। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগী মৃত্যুযাতনায় কাতর হয়ে উঠ্‌লে ভিষক্‌-গণ যেমন তাকে নানারূপ অভয় প্রদান করে থাকেন, এ দেবা-ধম ইন্দ্রকেও তদ্রূপ আপনার আশ্বাস দান করা হচ্ছে।

বৃহস্পতি। হা-হা-হা, বার-বার দৈত্যহস্তে অপমানিত হয়ে ইন্দ্র এককালে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। বৎস বাসব! অধৈর্য্য হ'ওনা। ভেবে দেখ, বিনা ক্লেশে কেউ কি কখন সৌভাগ্য শ্রী লাভ করতে সক্ষম হয়, না হয়েছে? খনি হতে মণি উত্তোলন

করতে হলেই কষ্ট পেতে হয়। দেখ তুমি যে পদে অধিষ্ঠিত, ঐ ইন্দ্রপদ লাভ করবার জন্য, বলী, নহুষ, পৃথু প্রভৃতি মহারথগণ—দান, যজ্ঞ, মহাব্রতে ব্রতী হয়েছেন, ঘোর তপস্যায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক, অনাহারে, অনিদ্রায়, জলে, অনলে, ঊর্দ্ধপদে অধোমুণ্ডে, শত সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেছেন, এমন কি জ্বলন্ত বহ্নিতে নিজ মস্তক নিজেই ছেদন করে আহুতি অর্পণ করেছেন। কই তাতেও কি তারা পূর্ণকাম? তাই বলি, শান্ত হও, সুখকে কামনা করতে হলেই, দুঃখকে আলিঙ্গন অগ্রে করতে হয়। এই জগৎ পদ্ধতি বা বিশ্বস্রষ্টার রীতি।

ইন্দ্র। কত সহ্য হয় প্রভু, শত্রুশরের বিষমাঘাতে যে অন্তরস্থল ব্যথিত হলো।

বৃহস্পতি। বৎস! এইবার তোমারও তো শান্তির পথ সৃজন হলো, নির্ব্বিবাদে এইবার বিশ্রাম লাভ কর না কেন।

ইন্দ্র। হা ভাগ্য,—প্রভু! সে আশা অতি কম।

বৃহস্পতি। সে আশা কম নহে, সে আশা সুদীর্ঘ। ভগবান হরি যেমন কপিলরূপে পাতালতলে অবস্থান করতঃ মহাবল সম্পন্ন ষষ্ঠী সহস্র সগরসন্তানকে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভস্মীভূত করেছিলেন, এও তদ্রূপ—হরি অংশে, হর অংশে ও শক্তি অংশে যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তার বহ্নি সম তপোঃতেজে পৃথ্বী ও পাতালতলে নাগ, মানব, দৈত, দানব, কেহই বলশালী হয়ে উঠতে পারবেনা, যে বলশালী হবে, সেই লয় প্রাপ্ত হবে। বৎস ইন্দ্র! এই মঙ্গময় কার্য্যের প্রস্তাব, এ শুদ্ধ তোমারই দুর্দ্দশা মোচনের জন্য, তুমি যে নিরুদ্বেগে স্বর্গে বাস করবে তারই জন্য।

ইন্দ্র। বিশ্বাস হয় না প্রভু বিশ্বাস হয়না, কত আশালতা হৃদয়ে শ্রীমতী হলো, আবার পলক মধ্যে বিশুষ্ক হয়ে বুকভরা

দুঃখে বুক পূর্ণ হয়ে গেল। সুরারি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু নিহত হলো, ভাবলেম—এইবার নিশ্চিন্ত হলেম, কিন্তু প্রভু দশ দিন যেতে না যেতে সেই বংশে বলী মহাবলী হয়ে উঠ্‌লো, সে যতদূর যন্ত্রণা দিতে হয় তা দিলে, পরে ভগবান হরির ইচ্ছায় তার যদি বলের হ্রাস হলো, অমনি সেই সঙ্গে সঙ্গেই বলীপুত্র বাণ বলবান হয়ে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিলে, তার অত্যাচারে চরাচরে কোথাও স্থান না পেয়ে সূর্য্যলোকে লুক্কায়িত থাক্‌লেম, পরে বিষ্ণুহস্তে তার মহাগর্ব্ব খর্ব্ব হলো, তখন ভাবলেম—এইবার বুঝি নিষ্কণ্টক হলেম। কিন্তু গুরুদেব, দুর্ভাগ্যের ভাগ্যে যে এত বিড়ম্বনা তা জানিনে, আজ তারক দৈত্য, কাল বৃত্রাসুর, ক্রমান্বয়ে দৈত্যগণের ভীষণ আক্রমণে, দুদিন বা স্বর্গে, দুদিন বা বনে, এইরূপেই সত্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হয়েছি। আর বাকি কি, যা হবার হয়েছে, আরও হবে যা বাকি আছে।

গীত।

দুঃখের নাহিক মোচন।
অহর্নিশি দুঃখানলে দহিছে আমার জীবন॥
আমা হতে ভিক্ষাজীবি, তারা হয় সুখের ভাগী,
ইচ্ছা হয় স্বর্গ ত্যজি, ভিক্ষাপাত্র করি করে ধারণ॥

বৃহস্পতি। বৎস! পরিতাপ করোনা। আমি যথার্থ বল্‌ছি আর তোমাকে কোন যন্ত্রণা পেতে হবে না। এক্ষণে বিশুদ্ধ মনে অমরলোকে প্রেমময় হরিনাম বিতরণ কর, মঙ্গলময় হরিনামে সকল ভাবনা, সকল চিন্তা দূরে যাবে, (মাতুলীর প্রতি) মাতুলি!

মাতলী। দেব! আজ্ঞা করুন্।

বৃহস্পতি। তুমি বাসবের রথ সুসজ্জিত করগে, বাসব সঙ্গে অবিলম্বে আমি কৈলাসে গমন করবো, কৈলাসপুরে বৈকুণ্ঠবিহারী হরি পদার্পণ করেছেন, আজ হরি অংশে হর অংশে ও শক্তি অংশে মার্কণ্ড নামে মহাপুরুষের জন্মদিন, যাও মাতলি! শীঘ্র রথসজ্জায় প্রবৃত্ত হওগে।

মাতুলি। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বৃহস্পতি। বৎস! তুমিও গমনোপযোগী সাজ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দেবগণ সঙ্গে প্রস্তুত হওগে, আমি মহর্ষিগণকে সত্বর হতে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০—

কৌণ্ডিল্য মুনির আশ্রম সন্নিকটস্থ তপোবন।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। এই—তো মহর্ষি কৌণ্ডিল্যের তপোবন, ঐ অদূরে আশ্রমও দেখা যাচ্ছে। এক্ষণে কি করি? কিরূপে সঙ্গোপনে কৌণ্ডিল্যতনয় শিশু মার্কণ্ডের সাক্ষাৎ পাই, দেবদেব চিন্তামণি আদেশ করেছেন, গোপনে তাকে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করতে, কিন্তু কিরূপে সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়—আর সুসম্পন্ন না করলেও নয়, হরি হরের সঙ্গে, গ্রহ-

পতি শনৈশ্চরের বিষম বাদানুবাদ, এমন কি ঘোর বিবাদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। যে দিন কৈলাসে তিন অংশে মার্কণ্ড উদ্ভূত হয়, সেই দিন গ্রহপতি শনি তথায় উপস্থিত ছিলেন, মার্কণ্ড জন্ম গ্রহণ করেই কুটিল দৃষ্টিতে শনির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। তদ্দর্শনে উগ্র স্বভাব শনি মহাকোপে কুপিত হয়ে বল্লেন, রে দুরাত্মন্! তোমার এত বড় অহঙ্কার, এতদুর মদগর্ব্বিতা যে আমার উপর কুটিল দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত কর্‌লে? ভাল এর সমুচিত শাস্তি বিধান কর্‌ছি, যে কার্য্যের জন্য হরি ও হর গৌরী তোমায় সৃজন কর্‌লেন, সে কার্য্য কখনই তোমার দ্বারায় সুসম্পন্ন হবেনা, ধরায় জন্ম গ্রহণ কল্লে পর দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তুমি কালের করাল কবলে পতিত হবে। গ্রহপতির অকস্মাৎ এই অভিশাপ-বাক্য শ্রবণ করে মহাযোগী ভূতনাথ ক্রোধিত হয়ে বল্লেন, দেখ শনৈশ্চর! তুমি না বুঝে কাকে অভিশাপ দিয়ে জিহ্বা কলঙ্কিত কর্‌লে, তুমি কি মনে ভেবেছ, তোমার অভিশাপে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মার্কণ্ড সর্ব্বান্তক কৃতান্তের অধিকারভুক্ত হবে, কখনই নয়, যে হরিনামে মর জীব অমর হয়, যে নামের বলে স্বয়ং আমি মৃত্যুঞ্জয়, সেই হরিনাম বলে মার্কণ্ড অবহেলে তোমার অভিশাপকে নিষ্ফল কর্‌বেই কর্‌বে। মার্কণ্ডের জীবন কোন ক্রমেই কৃতান্ত হস্তগত হবেনা। ব্যোমকেশের সেই কথা শুনে শনৈশ্চর তথা হতে প্রস্থান কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন, দেখবো—দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে মার্কণ্ডের জীবন কৃতান্ত-হস্তগত হয় কি না। মহারুদ্রও মহাকোপে বল্লেন, ভাল দুরাত্মন্! যথা সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি কর্‌তে ক্ষান্ত থাকিস্‌নে। এক্ষণে সেই মার্কণ্ড ভূতলে এসে মহর্ষি কৌণ্ডিল্যের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছে এখন তার বয়ঃক্রম ষষ্ঠম বর্ষ মাত্র, শনির শাপ পূর্ণ হতে অবশিষ্ট আর

ষষ্ঠম বৎসর বাকি। এই সময়ে তাকে হরি সাধনায় ব্রতী কর্‌তে হবে—ভগবান বিষ্ণুর ইহাই আদেশ, নইলে দুরন্ত কৃতান্তের করাল কর হতে নিস্তার লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। যাই হোক এক্ষণে সে অমূল্য রত্নটিকে কিরূপে লাভ কর্‌বো, সেই চিন্তায় যে আকুল হলেম। হে অকুলকাণ্ডারি! তোমার আজ্ঞায় তোমারই কার্য্য সাধন কর্‌তে এসে কি কৃতকার্য্য হতে পার্‌বো না? ভাল, একটু অপেক্ষা করি, এই স্থানেই আশা পূর্ণ হবে।

(গান গাহিতে গাহিতে ঋষিবালকগণের সঙ্গে
মার্কণ্ডের প্রবেশ।)

গীত।

ডাক ডাক ডাক রে মন সেই রাধারমণে।
বল এস এস হৃষীকেশ এস যুগল মিলনে॥
মরি মরি কিবা রূপ মনোহর,
ঘন বর জিনি শ্যাম সুন্দর,
রাই কিশোরী বিজলী তাহে ঝলকে বিমল কিরণে।
ঈষৎ ঈষৎ বামেতে বাঁকা,
ঈষৎ হেলা মাথে শিখি পাখা,
শতেক চন্দ্রমা আছে রে গাঁথা, দোঁহার যুগল চরণে।
বিনোদ বাঁশী করেতে ধারণ,
কৌস্তভ মণি বক্ষে সুশোভন,
জয় শ্রীরাধা জয় শ্রীহরি, বল রে বল বদনে॥

প্রথম বালক। ভাই—ভাই, আজকে কি খেলা খেল্‌বে ভাই?

দ্বিতীয় বালক। গম্ গমাটি।

প্রথম বালক। না ভাই, ও খেলা কাল খেলেছি।

দ্বিতীয় বালক। তবে চোক্ টেপাটিপি।

প্রথম বালক। হেঁ ভাই, হেঁ ভাই, বেশ খেলা ভাই, বেশ খেলা।

দ্বিতীয় বালক। কে ভাই বুড়ি হবে?

তৃতীয় বালক। কেন ভাই আমি হবো।

দ্বিতীয় বালক। না ভাই, তুই নয়, মার্কণ্ড হবে। কেমন মার্কণ্ড? বুড়ি হবিনে ভাই?

মার্কণ্ড। ভাই, তোমরা যে খেলা খেল্‌তে চাচ্ছ, ও খেলাতে আমোদ নাই, ও খেলা খেল্‌তে আমার ইচ্ছা নাই।

দ্বিতীয় বালক। তবে কি খেলা খেল্‌বি ভাই?

মার্কণ্ড। দয়া খেলা।

দ্বিতীয় বালক। দয়া খেলা কি ভাই?

মার্কণ্ড। দয়া খেলা কেমন জান না? তোমরা কেউ রাজা হবে, কেউ রাজমন্ত্রী হবে, কেউ রাজসেনাপতি হবে, কেউ বা প্রহরী হবে, আর আমি ভিখারী হয়ে ভিক্ষাপাত্র লয়ে রাজার কাছে ভিক্ষা চাইবো। রাজা দয়া করে ভিক্ষা দেবে, তারই নাম দয়া খেলা।

প্রথম বালক। সে কি ভাই, তুমি ভিখারী হবে! না—না, ও খেলা ভাল খেলা নয়।

নারদ। (অন্তরাল হইতে) অহো ধন্য হরিলীলা! শিশু মার্কণ্ডের মনে এরই মধ্যে দয়া ধর্ম্ম স্থান পেয়েছে। যাইহোক, আর কালক্ষেপ করা উচিত নহে। এই মহা সুযোগ উপস্থিত, কিন্তু এক্ষণে মার্কণ্ডের সঙ্গী মুনিবালকগণকে স্থানান্তরিত করতে হবে, নইলে কার্য্য সিদ্ধির সুবিধা হবেনা। (উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া) কে রে—কে রে বেটারা, খাবো, খাবো, মুণ্ডুগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবো। দাঁড়া—দাঁড়া, বেটারা দাঁড়া।

বালকগণ। (সমস্বরে) ওরে বাবা—রে, ধল্লে রে—ধল্লে রে, খেয়ে ফেল্লে—রে, পালা, পালা, পালা।

[মার্কণ্ড ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।

নারদ। তুমি যে বড় দাঁড়িয়ে রইলে? তোমার কি ভয় হয়নি?

মার্কণ্ড। মহাশয়! কিসের ভয়, ভয় কাকে বলে তা তো জানিনি।

নারদ। ভয় কাকে বলে জাননা? যাকে প্রাণের ভয় বলে।

মার্কণ্ড। প্রাণের ভয় কাকে বলে, তার আকারই বা কিরূপ?

নারদ। তার আকার অতি ভীষণ, যাকে দেখে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে।

মার্কণ্ড। ব্যাকুল হয়ে উঠে কেন? তার অর্থ কি?

নারদ। পাছে প্রাণকে বিনাশ করে।

মার্কণ্ড। হাঁ মহাশয়! প্রাণ তবে কে?

নারদ। প্রাণ জগৎ প্রাণ, স্বয়ং হরি।

মার্কণ্ড। প্রাণ যদি জগৎ প্রাণ স্বয়ং হরি, তবে প্রাণের বিনাশ কেমন করে হবে মহাশয়?

নারদ। অহো, ধন্য ধন্য, তুমি শিশু! তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে হৃদয়কে জ্যোতির্ম্ময় করেছে। আমি আজ তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলেম।

মার্কণ্ড। মহাশয়! ক্ষমা করুন্, আমি জ্ঞানহীন শিশু, হয় তো আপনার কাছে কত অপরাধী হলাম।

নারদ। না বৎস, আমার কাছে তুমি বিন্দু মাত্র অপরাধেও অপরাধী হওনি, বরং অত্যল্প বয়সে তুমি এই অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে আমার নিকট প্রশংশিত হলে। আমি নিশ্চয়

জানুলেম, ভগবান হরির কৃপায় তোমার দ্বারায় জগতের বহুবিধ উপকার সাধিত হবে, তাতে আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মুনিকুমার—বল দেখি, তুমি কোন মহাত্মার পুত্র এবং কি নামে জন সাধারণের কাছে অভিহীত হয়ে থাক?

মার্কণ্ড। মহাশয়! আমি এই তপোবন-স্বামী মহামুনি কৌণ্ডিল্যের তনয়। আমার জননীর নাম সনকা, আর এই জ্ঞান-হীন বালকের নাম মার্কণ্ড। দেব! দয়া করে এইবার আপনার পরিচয় প্রদান করুন্, আপনার পরিচয় জান্‌তে আমার মন বড় অস্থির হয়েছে।

নারদ। বৎস! আমার পরিচয় দিতে হলে সে অনেক কথার কথা, তবে সংক্ষেপে আমার পরিচয় এই, আমার পিতার নাম মহর্ষি চতুরাস্য, এবং আমার নিজের নাম হরিকিঙ্কর শর্ম্মা।

মার্কণ্ড। আপনার আশ্রম কোথা?

নারদ। যেথা সেথা।

মার্কণ্ড। যেথা সেথাই কি তবে আপনার বিশ্রাম লাভ হয়?

নারদ। বৎস! আমার আশ্রমও নাই বিশ্রামও নাই। বিশ্রাম লাভ কর্‌বো বলে অনেক চেষ্টায় ফির্‌ছি বটে, কিন্তু বিশ্রামকে পাচ্ছিনে, কাজেই আশ্রম নিয়ে কি কর্‌বো বল?

মার্কণ্ড। মহাশয়! আগে আশ্রম তবে তো বিশ্রাম, আগে আশ্রম না হলে বিশ্রাম লাভ কেমন করে হবে। ক্ষুধা পেলে তবে তো খাদ্যের আবশ্যক হয়।

নারদ। বৎস! সাধারণের মতে ও কথা সত্য বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যই হচ্ছে বিপরীত, কাজেই আমি বিপরীত, আমার কথাও বিপরীত। তার প্রমাণ দেখ, লোকে বলে হরিনাম সুধা, কিন্তু আমি বলি হরিনাম হলাহল সিন্ধু, কাজেই আমার বিপ-

রীত বলা হলো। লোকে কি এ কথা প্রত্যয় করে যে হরিনাম সুধা নয়—বিষ? আর তুমিই কি বিশ্বাস কর্‌ছো হরিনাম—বিষ?

মার্কণ্ড। মহাশয়! কেমন করে বল্‌বো যে হরিনাম—বিষ, হরিনাম যদি বিষময় নাম হলো তবে সুধাময় নাম কি?

নারদ। ভাল মুনিকুমার, এমন যদি কোন বিশিষ্টরূপ প্রমাণ পাও যে, হরিনামের তুল্য বিষাক্ত দ্রব্য জগতে আর দ্বিতীয় নাই, তা হলে—প্রত্যয় যাও কি না যে হরিনাম সুধাময় নয় বিষময়।

মার্কণ্ড। আজ্ঞা হাঁ, তা হলে অবশ্যই বিশ্বাস কর্‌বো—যে হরিনাম বিষময়।

নারদ। ভাল এ তো জান যে, বিসূচিকা রোগের তুল্য বিষাক্ত রোগ আর নাই?

মার্কণ্ড। আজ্ঞা হাঁ তা জানি।

নারদ। আচ্ছা সে রোগ কি অন্য কোন ঔষধে দমন হয়?

মার্কণ্ড। না।

নারদ। সে রোগের দমন হয় কিসে—না হরিনামে। যে নগরে যে গ্রামে সেই মহামারী ব্যাধির অবতারণা হয়, সেখানকার লোকে যখন অবিরাম হরিনাম বিষ ঢেলে সেই বিসূচিকাবিনকে নষ্ট করে ফেলে, তখন হরিনাম বিষ ব্যতিত অন্য আর কি হতে পারে? আরও দেখ, সমুদ্র মন্থনে পর্ব্বত প্রমাণ কালকূট উত্থিত হয়, সেই কালকূটের তেজে দেশ, গ্রাম, দগ্ধ হয়ে যেতে লাগ্‌লো, তদ্দর্শনে দেবদেব ত্রিলোচন সৃষ্টি রক্ষার জন্য কল্লেন কি, না হরিবোল বলে সেই তীব্র হলাহলকে পান করে ফেল্লেন, কিন্তু হরিবোল বলে তার বিষ পান কর্‌বার অর্থ কি? না—হরিনামে বিষ জীর্ণ হবে বলে। তবেই বল দেখি

বৎস, দারুণ বিষ যখন হরিনামে জীর্ণ হলো, তখন হরিনাম বিষ, বিষ অপেক্ষা কতগুণে অধিক বিষাক্ত,—

মার্কণ্ড। দেব! দেব! আপনি সামান্য ব্যক্তি নন্, আমি নিশ্চয় জান্‌লেম, আপনি সেই গোলকবিহারী হরির এক জন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত, আমাকে মহাপাপী দেখে আমার পাপ তাপ মোচন কর্‌তে নিজ গুণে এ স্থানে উদয় হয়েছেন। প্রভু! যদি সদয় হয়েছেন, তবে এ দীন হীন বালককে শ্রীপাদপদ্ম ছাড়া কর্‌বেন না। আমি আপনার সঙ্গে যাব, শিষ্য হয়ে নিত্য চরণ সেবা কর্‌বো, আর অহর্নিশি আপনার শ্রীমুখেতে শ্রীহরির মহিমা গান শুন্‌বো, আর হরি সাধনার উপদেশ লাভ কর্‌বো।

নারদ। মনে করোনা বৎস মনে করোনা। আমার সঙ্গে যাবে কি আমার নিকট থেকে হরি সাধনার উপদেশ লাভ করবে এমন বাসনাকে মনে স্থান দিও না। দেখ আমিই তো না বুঝে না বুঝে আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করে চুকেছি, কিন্তু তুমি আবার কেন সর্ব্বনেশে ফাঁদে পা দেবে, দিওনা—দিওনা, বার-বার নিষেধ কর্‌ছি।

মার্কণ্ড। দেব! ছলনা কর্‌বেন না, আপনি আমার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করে দেখুন, আমার মন প্রাণ হরিনামে উন্মত্ত হয়ে উল্লাসে নৃত্য কর্‌ছে কি না? আমি এতদিন নিদ্রা ঘোরে অচেতন ছিলাম, আজ আপনার দ্বারায় চৈতন্য পেলাম। প্রভু! দীন বলে ঘৃণা কর্‌বেন না, পাপী বলে পদে ঠেলবেন না। আমি এই আপনার চরণ ধর্‌লেম, আমায় চরণে রাখুন।

গীত।

ঘৃণা করোনা দীনে রাখ চরণে।
(আমায় চরণ সেবক মনেতে জেনে)

পাপী তাপী দেখে আমায় উদ্ধারিতে এসে,
কি দোষ দেখে এখন দাসে ঠেলিছ বল শ্রীচরণে ॥
প্রভু তুমি, দাস আমি, বিকানু পদেতে,
(পদ ছাড়বোনা আর কোন মতে)
(আমায় সেবক বলি লও হে সাথে)
আমায় দেছেন হরি, পারের তরী, তরিতে ভবতুফাণে ॥

নারদ। বৎস! ওঠ, ওঠ, পদ ধারণ কর্‌বার তাৎপর্য্য কি? তুমি কি আমার নিকট কোন দোষে দোষী হয়েছ যে, তার জন্য পদ ধারণ করে আমাকে প্রসন্ন কর্‌ছ?

মার্কণ্ড। প্রভু, আমি আপনার চরণে বহু দোষে দোষী হয়েছি, আমি দোষী না হলে, আপনি এ হতভাগ্যের প্রতি বাম হবেন কেন?

নারদ। না বৎস, আমি বাম নই, আমি যদি বাম হতেম, তা হলে তোমার প্রতি কি বাম হতে পার্‌তেম? আমার প্রতি বিধি বাম, তাই তুমি আমাকে বাম বাম বলে অবিরাম উল্লেখ কর্‌ছো। তা যা হোক্ বৎস! এক্ষণে তুমি আশ্রমে যাও, আমিও গন্তব্য স্থানে গমন করি। অনেকক্ষণ হলো তুমি আমার নিকট আছ, হয় তো তোমার জনক জননী কত চিন্তা কর্‌ছেন। যাও—আর বিলম্ব করোনা।

মার্কণ্ড। আপনি আমাক কোথায় যেতে বল্‌ছেন, আমি কোথায় যাব?

নারদ। আমি তোমাকে আশ্রমে যেতে বল্‌ছি, তোমার পিতা মাতার নিকট যেতে বল্‌ছি, তুমি তাঁদের কাছে যাও।

মার্কণ্ড। আর আমি পিতা মাতার কাছে যাবনা।

নারদ। (কৃত্রিম রোষে) কি নিষ্ঠুর! তুমি এমন কথা বল্লে?

যে পিতা মাতা তোমার, তোমার প্রত্যাশায় বার্দ্ধক্য কালের দারুণ চিন্তায় নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, যাঁরা তোমাকে হৃদয়ের শোণিত দিয়ে পরিবর্দ্ধিত করে আসছেন, যে জনক জননী ঈশ্বর চেয়েও পূজনীয়, তুমি কি না সেই পিতা মাতাকে পরিত্যাগে ইচ্ছুক হয়েছ? তুমি কি না সাকার ঈশ্বর ঈশ্বরীকে দুঃখের অকুল জলে বিসর্জ্জন দিতে মনস্থ করেছ? রে মন্দবুদ্ধি শিশো! এখন ক্ষান্ত হ, এখনও বল্‌ছি ও পাপ কামনাকে পরিবর্জ্জন কর্, যা এই দণ্ডে—এইমুহূর্ত্তেই নিজ জনক জননীর নিকট গমন কর্।

মার্কণ্ড। (স্বগতঃ) যাব—যাব—না—না, যেতে তো পার্‌ছি না, পা যে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছে না, কে যেন আমার কাণে কাণে বল্‌ছে, মার্কণ্ড! আর তুই আশ্রমে যাস্‌নে। আশ্রম মায়ার মন্দির, সেখানে গেলে আর তোর সাধনার সিদ্ধি লাভ হবেনা, হরি তোর প্রতি করুণাবারি দান করবেন না, তবে আর যাবোনা, হরি! হরি! তুমিই পিতা মাতাকে রক্ষা করো, তোমার করেই পিতা মাতার সকল ভার অর্পণ করলেম।

নারদ। হাঁরে ও পাষাণ হৃদয়! বলি মুখ নামিয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে, তোর মনের ভাব কি? পিতা মাতার কাছে কি যাবিনে?

মার্কণ্ড। প্রভু! আমার মন যে আর যেতে চায় না।

নারদ। হুঁ, তা চাবে কেন? কুসন্তান নামের সার্থকতা সম্পাদন করা চাই তো, হা-পুত্র, হা-পুত্র বলে জনক জননী উচ্চরোদনে গগন বিদীর্ণ করবে, সেই রোদন-ধ্বনি না শুনলেই বা তোর মত নিষ্ঠুর সন্তানের আনন্দ উৎপাদন হবে কিরূপে? ওরে দুরন্ত বালক! ভাল একবার তুই মনে ভাব দেখি, যখন তোর পিতা মাতা তোকে বহু অন্বেষণ করে দেখ্‌তে না পাবে, সে সময় বল্

দেখি, বল্ দেখি নিষ্ঠুর, শত-সহস্র বজ্রাঘাত তাঁদের মস্তকোপরি পতিত হবে কি না? আর তুই বল্‌ছিস্, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন, আমি কি তা নিয়ে যেতে পারি, আমার কি মরণের ভয় নাই. তুই জানিস্ এ কার্য্য করলে চৌর্য্য করা হবে, আমি যদি দেবেন্দ্রকুমার জয়ন্তকে অপহরণ করি, কিম্বা ফণী শিরঃস্থিত মণি অপহরণ করি, তাতেও বরং পরিত্রাণ আশা সম্ভবে, কিন্তু তোকে অপহরণ কল্লে আমার আর কোনরূপে রক্ষা নাই। আমি জানি বিশ্ব-সংহারক ব্রহ্মকোপানল প্রজ্জ্বলিত হলে—কি বিধি, কি বিষ্ণু, কি মহাদেব, কেউ আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন না, বল দেখি, তুই কি আমাকে বধ করতে চাস্?

মার্কণ্ড। দেব! আপনি যতই রুষ্ট হোন্, যতই ভৎর্সনা করুন্, আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গ ছাড়বোনা, দৈবযোগে সাধু-সঙ্গ লাভ হয়েছে, এ যোগ হেলায় নষ্ট করলে ভাগ্যে আর যে শুভযোগ ঘট্‌বে এমন বিশ্বাস হয় না। আপনি বল্‌ছেন, আমি আপনার সঙ্গে গেলে আমার পিতা মাতা আপনার উপর রুষ্ট হবেন, কেন প্রভু, তাঁরা কি যোগ-চক্ষে দর্শন করবেন না যে আমার পুত্র সৎসঙ্গ লাভ করে উচ্চ গতি লাভেচ্ছুক হয়েছে কি না?

নারদ। (স্বগতঃ) আর-না, যথেষ্ট হয়েছে। যতদূর পরীক্ষা করা উচিত তা করল্লেম। এক্ষণে আশা দানে শিশু মার্কণ্ডকে সুস্থ করি। (প্রকাশ্যে) বৎস! তুমি তবে একান্তই আমার সঙ্গে যাবে?

মার্কণ্ড। আজ্ঞা হাঁ, আমি একান্তই আপনার সঙ্গে যাবো।

নারদ। তবে এক কার্য্য কর, তোমার পিতা মাতার সহিত

সাক্ষাৎ করে তাঁদের অনুমতি লয়ে এই স্থানে এসোগে, আমি নয় তোমার অপেক্ষায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর্ছি।

মার্কণ্ড। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে হলে আর আমার মনের সাধ মিট্‌বেনা, তাঁদিকে আমি যদি বলি, সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করে হরিপদ সাধনার জন্য আমি বনে যাবো, তা হলে তখনই তাঁরা মৃতবৎ হবেন। তাঁরা যে এক লহমাও আমার অদর্শন-যাতনা সহ্য কর্‌তে পার্‌বেন না।

নারদ। তাই-তো, পিতা মাতা প্রসন্নমনে বিদায় না কর্‌লেই বা প্রসন্নময়ের প্রসন্নতা লাভ কর্‌বে কিরূপে? সন্তান জনক জননীর পদধূলি মাথায় লয়ে যে কোন অসাধ্য কার্য্যে গমন করুক না কেন, পিতৃ মাতৃ পদরেণুর এমনি গুণ যে, কার্য্য যেমন অনায়াসেই সুসাধ্য হয়। এক্ষণে তবে কি অসাধ্য হোক্ না কেন করি, (চিন্তা করিয়া) ওহো, ঠিক হয়েছে—প্রকারান্তরে প্রসন্ন করাতে হবে। (মার্কণ্ডের প্রতি) দেখ বৎস! তুমি তোমার পিতা মাতার কাছে যাও, গিয়ে কিয়ৎকাল তাঁদের আনন্দবর্দ্ধন করে, পরে ছলনাপূর্ব্বক তাঁদিকে বল্‌বে যে আমি হরি ঠাকুর দেখ্‌তে যাবো, তা হলেই তাঁরা তখনই সরলমনে তোমায় বল্‌বেন, যাও—বিষ্ণুমন্দিরে শালগ্রাম-শিলারূপী হরি আছেন দেখে এসোগে। সেই সময় তুমিও অমনি তাঁদের উভয়কে প্রণাম করে, উভয়ের পদধূলি মাথায় লয়ে দ্রুতপদে এই স্থানে এসে উপস্থিত হবে, বুঝেছ?

মার্কণ্ড। যে আজ্ঞা।

নারদ। আচ্ছা বল দেখি, তোমার পিতা মাতাকে কি বল্‌বে?

মার্কণ্ড। বল্‌বো, হরি ঠাকুর কেমন, কখন তাঁকে দেখিনি, আমি হরি ঠাকুরকে দেখ্‌তে যাবো।

নারদ। হাঁ ঠিক, যাও তবে।

মার্কণ্ড। যে আজ্ঞা, আমি চল্লেম, আপনি তো বঞ্চনা করে চলে যাবেন না ?

নারদ। (স্বগতঃ) আরে অবোধ ! বঞ্চনা করে আমি চলে যাব কি, তোকে লয়ে যাব বলেই তো আমি এসেছি। তোর তরে শিবলোকে ভব ভবানী, বৈকুণ্ঠেতে উপেন্দ্র উপেন্দ্রাণী অস্থির হয়ে পড়েছেন।

মার্কণ্ড। দেব ! আপনি তো কিছু বল্লেন না ? তবে কি ফাঁকি দিয়ে যাবেন বলে আমায় কৌশল করে পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে যেতে বল্‌ছেন ?

নারদ। আরে পাগল, না-না। দেব কিম্বা ঋষির কথা কি অন্যথা হয়, যখন বলেছি সঙ্গে করে লয়ে যাব, হরি-সাধনের উপদেশ দান কর্‌বো, তখন সঙ্গে লয়ে যাবই যাব, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে গমন কর।

মার্কণ্ড। যে আজ্ঞা। (গমনোদ্যোগ)

নারদ। আচ্ছা মার্কণ্ড ! ঐ দেখ দেখি, তোমার জনক জননী এ দিকে আস্‌ছেন নয় ?

মার্কণ্ড। আজ্ঞা হাঁ, তাঁরাই বটেন।

নারদ। তবে আর আমার এ স্থানে থাকা নয়, বৎস ! আমি ঐ প্রান্তরে তোমার তরে অপেক্ষা কর্‌বো, তুমি তৎপর উপস্থিত হয়ো, দেখো বৎস, যা শিখিয়ে দিয়েছি মনে রেখো, কদাচ ভুলোনা, আমি চল্লেম।

[নারদের প্রস্থান।

মার্কণ্ড। তাই তো, কি করি, পিতা মাতা তো এলেন বলে, মহর্ষি যা ব'লে, ছলে বিদায় নিতে বলে দিয়ে গেলেন, সে কথাটি

কি? ওই—যা! ভুলে গেলেম না কি? অ্যা—সেকি? ভুলে গেলেম। তিনি কি বল্লেন? পিতা মাতার কাছে বল্‌বো যে, হরিপদ পূজা করতে বনে যাবো। না—না, সে তো অমন সরল কথাটি নয়, একটু যেন বাঁকা বাঁকা,—তবে কি? এঁ্যা কি কল্লেম, এরই মধ্যে ভুলে গেলেম! আচ্ছা একটু ভাবি। (ভাবনা করণ)

(কৌণ্ডিল্য ও সনকার প্রবেশ।)

কৌণ্ডিল্য। পত্নি! অধীরা হ'ওনা, ঐ যে আমাদের জীবন ধন।

সনকা। কই মহর্ষি কই? আমার জীবন ধনকে শীঘ্র দেখিয়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচাও।

কৌণ্ডিল্য। ঐ দেখ, বৎস দাঁড়িয়ে অনন্য মনে কি চিন্তা কর্‌ছে।

সনকা। তাই তো, প্রাণধন আমার মলিনমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেই তো বটে, যা হোক্ বাঁচলেম, প্রাণ পেলেম। ঋষিবালকেরা ছুটে গিয়ে বল্লে কি, তোমাদের মার্কণ্ডকে কিসে ধরেছে, ও—মা কি সর্ব্বনাশের কথা—গো, বালাই—বালাই, (মার্কণ্ডের নিকটে গিয়া) বাবা,—বাবা মার্কণ্ড! ভয় পেয়েছে? ভয় কি বাবা—ভয় কি, আয় কোলে করি। (ক্রোড়ে লওন)

মার্কণ্ড। (গভীর চিন্তার ঘোরে আচ্ছন্ন হওতঃ আপনমনে) হেঁ—হেঁ, এইবার ঠিক মনে পড়েছে, হরি ঠাকুর, হরি ঠাকুর।

সনকা। মার্কণ্ড! বাবা! কাকে কি বল্‌ছিস্?

মার্কণ্ড। (আপন মনে) কিন্তু—আর একটু কি কথা আছে, সে টুকু মনে হচ্ছে না, হরি ঠাকুর—তাঁকে কখনও দেখিনি তাই তাঁকে দেখ্‌তে যাবো—হেঁ—হেঁ, ঠিক কথা, ঠিক কথা, এতক্ষণে

ঠিক্ মনে পড়েছে। এইবার পিতা মাতা এলে যে হয়, এই তাঁরা আস্‌ছিলেন, আস্‌তে আস্‌তে তবে কোথা গেলেন?

সনকা। এ কি রে মার্কণ্ড, এমন কথা কেন বল্‌ছিস্ বাপ্, হাঁরে, তোর মা যে তোকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোর পিতাও তো তোর নিকটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মার্কণ্ড। (স্বগতঃ) তাই তো, আমি এমনি একমনে মহর্ষির শিক্ষিত কথাটিকে ভাবছিলেম যে, মা কখন এসে আমায় কোলে করেছেন তা আমি কিছুই অনুভব করতে পারি নাই, পিতা মহাশয়ও যে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাও দেখ্‌তে পাইনি। তবে কি এঁরা আমার গুপ্ত কথার মর্ম্ম কিছু বুঝেছেন, না—তা বুঝতে পারেননি।

সনকা। মার্কণ্ড! বাবা আমার মুখটি নামিয়ে নীরব হয়ে কি ভাবচো?

মার্কণ্ড। মা! মা! কখন এলে মা, বাবা কখন এলেন? আমি তো কিছুই জানি না, আমার বড্ড ভয় পেয়েছেলো।

সনকা। কিসের ভয় বাবা, কি দেখে ভয় পেয়েছিলে?

মার্কণ্ড। দেখো মা, একটা কালো করে খুব মস্ত যমদূতের মতন চেহারা, গলাতে তার কতকগুলো কিসের মালা জড়ানো, হাতেতে আবার একটা মস্ত লাঠি, সেই লাঠিটে নিয়ে তেড়ে দৌড়ে এলো, এসে বল্লে কি, সব বেটাকে মার্‌বো, মেরে খেয়ে ফেলাব। ওগো-মা, তাকে না দেখে, সবাই ছুট্‌লো, আমিও ছুট্‌নু, আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে খানিকটে যেয়ে এইখান্‌টায় এসে পড়ে গেনু, আর উঠ্‌তে পারিনি। খানিক বাদে উঠে দেখ্‌নু কেউ কোথাও নেই। তার পর আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিনু, তোমরা কখন এসেচ তা কিছুই জান্‌তে পারিনি।

কৌণ্ডিল্য। (স্বগতঃ) আজ এই তপোবনে যে কোন মহাপুরুষের পদার্পণ হয়েছিলো তাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যেহেতু এই তপোবনস্থিত কুসুমিত বৃক্ষগণের কুসুমমুখে প্রফুল্লতার রেখা ও এই স্থানের পবিত্রতা তার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান কর্‌ছে। কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি সৎসঙ্গ লাভে বঞ্চিত হলেম। যাই হোক্ যিনিই এসে থাকুন, উদ্দেশে আমি তাঁকে নমস্কার কল্লেম।

মার্কণ্ড। দেখুন বাবা, আপনারা যে সদা সর্ব্বদা হরি হরি বলে ডাকেন, হেঁ বাবা, সে হরি ঠাকুর কে বাবা?

কৌণ্ডিল্য। তিনিই ত্রিজগতের রাজা, আমাদের উপাস্থ দেবতা—স্বয়ং ভগবান।

মার্কণ্ড। আচ্ছা বাবা, তাঁর ঘর কোথা? তিনি কোথায় থাকেন বাবা?

কৌণ্ডিল্য। সর্ব্বত্রেই তাঁর গৃহ, সকল স্থানেই থাকেন। তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান বলে একটি পৃথক্ সর্ব্বশক্তিমান নাম ধারণ করেছেন। তিনি জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, আকাশে, সাগরে, বৃক্ষে, লতায়, পাতায়, জীবদেহে, এমন কি প্রতি ধূলিকণাতেও বিরাজ কচ্ছেন।

মার্কণ্ড। বাবা, বাবা, আমি সেই হরি ঠাকুরকে দেখ্‌বো বাবা।

কৌণ্ডিল্য। হা-হা-হা, পত্নি! অবোধ ছেলের কথা শোন, কথা শোন।

সনকা। হাঁরে পাগল! হরিকে দেখবো বল্লেই কি দেখা যায়, কত সাদ্ধি সাধনা কর্‌তে হয়, কত কান্তে হয়, কত দুঃখভোগ কর্‌তে হয় তবে হরি ঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায়।

তোর পিতার দুর্গতি দেখছিস্‌নে বাপ? আজীবন কাল কঠোর তপস্যাসাগরে ঝাঁপ দিয়ে, দারুণ কষ্টকে অঙ্গের ভূষণ বলে জ্ঞান করেছেন, কিন্তু তাতেও কি সেই যোগীর যোগারাধ্য ধনকে যোগচক্ষে দেখ্‌তে পেয়েছেন, তাও পান্‌নি। তাই বলি বাপ— তিনি যে সে ব্যক্তি নন্‌ যে ইচ্ছা কর্‌লেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মার্কণ্ড। না মা, তোমার পায়ে পড়ি মা, আমি হরি ঠাকুরকে দেখ্‌তে যাবো।

মনকা। খেপা ছেলে, খেপামি রাখ্‌, হরি ঠাকুর কোথায় তা দেখ্‌বি?

মার্কণ্ড। (ক্রন্দন-স্বরে) হেঁ—কো—থা—বই কি, আমি দেখ্‌বো।

মনকা। মহর্ষি! কি কর্‌বে এখন কর, ওর কোট্‌ থামাবে কি করে থামাও।

কৌণ্ডিল্য। (জনান্তিকে) পত্নি! এক কার্য্য কর, ওকে ভুলিয়ে বিষ্ণুমন্দিরে নিয়ে যাও, গিয়ে শিলারূপী শালগ্রামকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দাওগে যে ইনিই হরি ঠাকুর। বুঝেছ।

মনকা। তা হলেই কি ভুল্‌বে?

কৌণ্ডিল্য। ভুল্‌বে বই কি, হাজার হোক্‌ শিশুর মন, নবনী হতেও কোমল, যে দিকে ফিরান যাবে সেই দিকেই ফির্‌বে।

মনকা। ভাল তাই যাই। (মার্কণ্ড প্রতি) আয় বাছা আয়, তোকে হরি ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে আসিগে আয়।

মার্কণ্ড। কোথা দেখাতে নিয়ে যাবে মা?

মনকা। কেন, হরি ঠাকুরের ঘরে, সে দিনে যেখানে তোকে প্রণাম করিয়ে আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিনু।

মার্কণ্ড। বটে মা সেইটি হরি ঠাকুরের ঘর?

সনকা। হেঁ বাছা।

মার্কণ্ড। সেইখানে হরি ঠাকুর আছেন—কি বল মা?

সনকা। হেঁ।

মার্কণ্ড। তবে আমি যাই মা, হরি ঠাকুরকে বেশ করে, ভাল করে দেখিগে।

সনকা। চ—আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি।

মার্কণ্ড। তুমি আবার কি কত্তে যাবে, আমি একলাই যাচ্ছি।

সনকা। একলা যেতে পারবি?

মার্কণ্ড। খুব পারবো, তোমাদের আশীর্ব্বাদে না পারবো, কি মা?

সনকা। দেখিস্, আবার ভয় টয় খাবিনে তো?

মার্কণ্ড। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আর ভয় খাব কি মা?

সনকা। তবে যা।

মার্কণ্ড। বাবা! আমি তবে হরি ঠাকুরকে দেখ্‌তে যাবো?

কৌণ্ডিল্য। যাও, দেখে শীঘ্র আশ্রমে ফিরে এসো, বেশী যেন বিলম্ব না হয়, তুমি এলে কাল্‌কের সেই গল্পটা বল্‌বো বুঝেছ?

মার্কণ্ড। সেই গল্পটা? নারায়ণ দশ রূপ হয়েছিলেন কেন, সেইটে—হেঁ বাবা?

কৌণ্ডিল্য। হাঁ।

মার্কণ্ড। তবে আমি যাই?

কৌণ্ডিল্য। হেঁ—যাও—কিন্তু বাবা—দেখো—তৎপর ফিরে এসো।

মার্কণ্ড। হরি ঠাকুর কেমন, তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে—এক দৌড়ে ফিরে আস্‌বো।

কৌণ্ডিল্য। হা-হা-হা, ভাল ভাল, তাই যেন হোক্, স্বয়ং বৈকুণ্ঠবিহারী হরি যেন সত্য সত্যই তোমাকে দেখা দিন্।

মার্কণ্ড। (স্বগতঃ) আর আমার অভাব কি, পিতা আমাকে সরল মনে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কল্লেন,—বৈকুণ্ঠবিহারী যেন সত্য সত্যই তোমাকে দেখা দেন; এইবার আমি রণে; বনে, দুর্গমে, সর্ব্বত্রেই নিরাপদ, আমার বিঘ্নোৎপাদনে কে সাহসী হবে, কার এতদূর ক্ষমতা? গুরুর গুরু পরম দেবতা পিতা যখন প্রসন্ন-মনে আশীর্ব্বাদ করেছেন। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে চল্লেম, যাই-যাই, যাবো—তাই-তো। (নতমুখে ভাবনা করণ)

(ইত্যবসরে শনির প্রবেশ।)

শনি। (অন্তরাল হইতে) কি সর্ব্বনাশ! এঁ্যা! কল্লেম কি? কালবিলম্ব করে সর্ব্বনাশ কল্লেম! হায়-হায়-হায়! শিশু মার্কণ্ডেয় কি পিতা মাতার কোল পরিত্যাগ করে হরি-তপে বনে গমন কল্লে না কি? কই দেখ্‌তেও তো পাচ্ছিনে, অ্যাঁ, কি হলো—গেলো—না-না-না, যায়নি—যায়নি, ঐ না দাঁড়িয়ে, হেঁ ঠিক—ঠিক, তবে আর যায় কোথা, ঠিক ঘুরিয়ে দিচ্ছি। (আনন্দে) শম্ভু! তোমার গর্ব্বিত বাক্য এখনও পর্য্যন্ত এই শনির মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হচ্ছে, বড় অহঙ্কারে বলেছিলে, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মার্কণ্ডেয়কে কৃতান্ত গ্রহণ কর্‌তে সমর্থ হবেন না, কিন্তু এইবার? নারদের দ্বারায় নয় শিশু মার্কণ্ডের মন লইয়েছিলে, তাকে নয় কৃতান্তের গ্রাস হতে রক্ষা কর্‌বার জন্য হরি-তপে ব্রতী কর্‌তে চেষ্টিত হয়েছিলে, কিন্তু শূলপাণি! পাছু কে আছে তা জান, শনি—শনি শনি। তোমার মত শঙ্করের শত সহস্র বৎসরের যুক্তি, শনির এক দিনের যুক্তির কাছে দাঁড়াতে পারেনা। এইবার পাপ শিশুকে বন গমনও করাবো, হরি-তপেও ব্রতী হওয়াবো, আর মৃত্যুঞ্জয় কিরূপে হয়

তাও বুঝ্‌বো, তাও—দেখ্‌বো! হা-হা-হা, কি পরিতাপের বিষয়! পাগ্‌লা শিব, সেটাও আবার কিনা নবগ্রহের শ্রেষ্ঠ যিনি শনি, তারই শাপবাক্যকে অন্যথা কর্‌বে। যাই হোক্‌ আর বিলম্ব বিধি নয়, এখনই হয়তো মার্কণ্ডেয় চলে যেতে পারে, আমি অন্তরাল থেকে মহর্ষি কৌণ্ডিল্যকে ছল যোগে সত্য ঘটনা খুলে বলি।

কৌণ্ডিল্য। বৎস মার্কণ্ডেয়! নীরবে আপন মনে কি ভাবছো? হরি ঠাকুর দেখতে যাও।

অন্তরাল হইতে শনি। সাবধান! সাবধান!

পুত্রে নাহি দেহ বিসর্জ্জন,
রাক্ষসের মায়াজালে পতিত নন্দন তব!
নির্জ্জন তপোবনে, অতি সঙ্গোপনে
মায়া করি হরি-কথায় ভুলাইয়ে মন
ছলে যায় হ'রে লয়ে তব আঁখি-তারা।

কৌণ্ডিল্য। (সবিস্ময়ে) এঁ্যা! এঁ্যা! কি? কি? সে কি কথা?

পুনর্ব্বার অন্তরাল হইতে শনি।—

জাগ জাগ ঋষিবর!
ছাড় মোহ ঘুম,
পুত্রে না দাও আঁখি আড়ে যেতে,
ছল করি পুত্র তব যায় পলাইয়ে।

কৌণ্ডিল্য। (সবিস্ময়ে) আবার—আবার! কি আশ্চর্য্য! কি চমৎকার!

মার্কণ্ড। বাবা! বাবা! আমি তবে যাব বাবা?

কৌণ্ডিল্য। যাও—যাও। কে—কি বল্‌ছে আমি শুনি।

মার্কণ্ড। যে আজ্ঞে।

[উভয়কে প্রণামানন্তর বেগে প্রস্থান।

পুনর্ব্বার অন্তরাল হইতে শনি।—

হায় হায়!

কি করিলে—কি করিলে ঋষি!

পুত্র ধনে ভাসাইলে অতল সলিলে?

কৌণ্ডিল্য। (উদ্‌ভ্রান্তে) অ্যাঁ! পত্নি! পত্নি! কোথা হতে কে কি বল্‌ছে? মার্কণ্ড কই? সে কোথা গেল?

সনকা। ঋষি! ঋষি! এঁ্যা! আমার কি হলো ঋষি! মার্কণ্ড যে চলে গেছে, মার্কণ্ড! ওরে মার্কণ্ড! কতদূর গেলি বাবা! দাঁড়া-দাঁড়া, আমি যাই।

কৌণ্ডিল্য। আর যাবে, পুত্র রে! হা—প্রাণাধিক ধন!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

সনকা। একি হলোগো, ঋষি এমন হয়ে পড়ে গেল কেন, ওগো আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনা। আমার কি হলোগো?

পুনর্ব্বার নেপথ্য হইতে শনি। দুর্ভাগিনি!

কেন করিস্ মিছে শোক আর,

জেনে শুনে পুত্রে দিয়ে কৃতান্তের গ্রাসে,—

এখন কাঁদিলে বল ফলিবে কি ফল?

শোন্ শোন্ তবে কথা,

এখনও যায়নি পুত্র পথ বহুদূর

ছুটে যা—ছুটে যা ত্বরা—ওরে পুত্রপ্রাণা।

সনকা। (ব্যস্তে) ঋষি! ঋষি! ওঠ—ওঠ, ছুটে চল—ছুটে চল, দুজনে দুদিকে যাই, মার্কণ্ড এখন বেশী দূর যায়নি বল্‌ছে, দেখা পাবনা কি, খুব পাব, ওঠনা ঋষি! এ কি! ঋষির মুখে যে কথা নাই, এঁ্যা—ওগো, কি করি গো, কোন দিকে যাই গো, আমার কি সর্ব্বনাশ; কে—বাবা তুমি আড়ালে

দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছ? যেই হও, হতভাগিনীর এমন বিপদে মুখ তুলে চাও, ছুটে যাও বাবা—ছুটে যাও, দেহ পিঞ্জর শূন্য করে আমার মার্কণ্ড পাখী উড়ে যায়—তাকে গিয়ে ধর—মার্কণ্ডরে! কোথা গেলি বাপ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

গীত।

কোথা গেলি আয় রে মা—মা বলে অঞ্চলের ধন।
কেন কি দোষ দেখে—পিতা মাতার,
কল্লি—হৃদয় ভবন আঁধার,
প্রাণপণে তোমা ধনে, প্রাণাধিক মনে জেনে,
পুষেছিলাম বলে কি এই ফল রে—ফল রে,
(ভাসালি নয়ন-জলে) (পিতা মাতায় বৃদ্ধকালে)।
আগে যদি জান্‌তেম এমন, করবি রে বাপ তুই পলায়ন,
জন্মের তরে বৃদ্ধ বৃদ্ধার বুকে শেল হানি,—
তা হলে কি যতন করে, বুকের শোণিত দিয়ে তোরে,
বুকে ধরে পালন করতাম ছিছি, দুঃখে বুক ফেটে যায়,
(এমনি কুসন্তান জন্মেছিলি)।

শনি। কি আশ্চর্য্য! এমন ল'ক্ষ্যও ভ্রষ্ট হয়ে গেল! দুরন্ত বালকের গতি পথে কণ্টক বিস্তার করতে পার্‌লেম না? কি করি, উপায় কি—শিবের প্রতিজ্ঞাই কি অটুট থাক্‌বে? অহো-হো, না-না-না, কখনই তা থাক্‌তে দেবনা।

ঈর্ষানল! ঈর্ষানল!
জ্বলো,—জ্বলো তুমি হৃদে।

শিব কিনা—লোহিত চ'ক্ষে গ্রহপতিকে শাসন করে! ছি ছি-ছি, কি মর্ম্মান্তিক ব্যথা,—

কোথা—কোথারে জ্বলন্ত রোষ!
উজলিয়া দশ-দিশি আয়রে উরসদেশে।
উঃ—
জ্বলে গেল, জ্বলে গেল মর্ম্মস্থান,
ফেটে গেল হিয়া।
যার নাম শুনি, চরাচর কাঁপে থর—থর,—
মহা গিরি রেণুবৎ
উড়ে নভে, যার দৃষ্টিপাতে;
যার কোপে,
পলকে প্রলয় হয় বিশাল মেদিনী।
কেরে—কেরে হেন ত্রৈলক্য ভিতরে?
শনির প্রতাপে যেবা রহে স্থিরমতি।
গোলকে কেঁদেছে হরি,
ব্রহ্মলোকে বিধি,
স্বর্গধামে পুরন্দর—
ভূতলে শ্রীবৎস।
অন্য পরে কিবা,
শক্তিপুত্র গজানন করে দৃষ্টিপাতে?
উপেক্ষিতে কে পারে রে মোরে?
দেখিব—দেখিব শম্ভু!
কত শক্তি ধর তুমি শক্তিপতি হয়ে,
কেমনে করহ রক্ষা দেখিব মার্কণ্ডে,
খণ্ডে-খণ্ডে মিশাইব সে দুষ্ট বর্ব্বরে।
চলিনু আমি,
চলিল সঙ্গেতে মোর ঘোর ঈর্ষানল,

কালের গ্রাসে পাঠাব তারে
নিশ্চয়—সুনিশ্চয়।

[বেগে প্রস্থান।

মনকা। (মূর্চ্ছান্তে) উঃ—কি নিদ্রার ঘোর; আমি কত-ক্ষণ ঘুমিয়েছি? বেলা তো অবেলা দেখ্‌ছি, এমন অসময়ে এখানে পড়ে ঘুমাচ্ছিলেম! আবার ঘুমাতে ঘুমাতে কি একটি স্বপ্নও দেখছিলেম, সেটি—এখন বেশ মনে পড়ছেনা; এর অৰ্দ্ধেক্ তার অৰ্দ্ধেক এমনি রকম মনে আস্‌ছে; আহা—দেখ্‌লাম যেন একটি বৃক্ষের তলায় একটি স্ত্রীলোক বসে রয়েছে, স্ত্রীলোটি যেন ঠিক আমারই অনুরূপ। তার কোলে একটি দিব্যি সুশ্রী ছেলে, ছেলেটি আপন মনে কত রকম খেলা করছে; কখনও একটু অন্তরে ছুটে যাচ্ছে; আবার তখনই মুক্তা-পংক্তির ন্যায় চিক্‌চিকে ছোট—ছোট দাঁতগুলি বার করে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে ছুটে এসে জননীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আবার কখন বা কোমল হাত দুটি তুলে জননীর মুখে পুনঃপুন আঘাত করছে, আবার কখন বা কচি কচি মুখখানিকেভার-ভার ক'রে মায়ের কাছে কত আব্‌দার কচ্ছে, এমনি কত রকম সুধাময় স্নেহের খেলা দেখ্‌ছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেন অকস্মাৎ তথায় এক জন বিকটাকৃতি পুরুষ এলো, তার দেহ হতে শত শত সূর্য্যের তেজ বাহির হচ্ছে। সেই আগন্তুক পুরুষ, বজ্রনাদে স্ত্রীলোকটিকে বল্লে, তাপসি! তোমার পুত্রের আয়ুস্কাল পূর্ণ, অতএব আমাকে তোমার পুত্র রত্ন দান কর। সেই কথা শুনে স্ত্রীলোকটি ভীতা হয়ে পুত্রটিকে বুকের ভিতর করে পশ্চাৎ ফিরে বস্‌লো। তাই দেখে আগন্তুক সেই ভীষণ পুরুষ, সুদীর্ঘ দুই বাহু বিস্তার করে রমণী-বক্ষঃস্থিত পুত্ররত্নকে সতেজে আকর্ষণ করতে লাগ্‌লো, স্ত্রীলোকটি আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লো, অমনি

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আহা যদি আর একটু সময় ঘুমিয়ে থাক্‌তেম, তাহলে সেই অভাগিনীর শেষ পর্য্যন্ত কি দশা ঘট্‌তো তা দেখ্‌তে পেতেম—কিন্তু সেই হতভাগিনীর কোলের মাণিকটি যেন অবিকল আমার মার্কণ্ড! ওই—যা! আমার মার্কণ্ড কই? ওগো—কি হলোগো; সে সর্ব্বনাশ যে আমারই, হায়—হায় আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে দেখে অন্যের ব'লে ভাবছি, মার্কণ্ডরে! বাছারে আমার, আমি মা হয়ে তোকে কালের গ্রাসে স'পে দিনু।

কৌণ্ডিল্য। (মোহাবস্থায় থাকিয়া) সনকে! সনকে! পত্নি! পত্নি! ধর—ধর, জীবনধন মার্কণ্ডেয়কে শীঘ্র ধর, নিলে, নিলে, চোর কৃতান্ত অমূল্য নিধিকে চুরি কর্‌লে, চুরি কর্‌লে।

সনকা। কই ঋষি কই? আমার মার্কণ্ড ধন কই, আর—সে ধন অপহারক দুরন্ত দস্যু কৃতান্তই বা কই?

কৌণ্ডিল্য। (মোহাবস্থায় থাকিয়া পুনর্ব্বার) শুন্‌লেনা,—শুন্‌লে না সনকে? আর যে আমি একা পারিনে, অনেক যুদ্ধ করেছি—সহজে বৎসকে ছিনিয়ে নিতে দিই নাই—কিন্তু আর হলোনা, আর পার্‌লেমনা সনকে, এইবার—গেল, হৃদয় সর্ব্বস্বকে হারালেম—

সনকা। স্বামিন্! হারিয়েছি, সে ধনকে আগে বিদায় দিয়েছি—আর পাবনা, সে ধন আর নাই।

কৌণ্ডিল্য। (মোহাবস্থায় থাকিয়া পুনর্ব্বার) সনকে! সনকে! আর তুমি কেঁদনা। ঐ দেখ! ঐ দেখ! ধবল গিরির ন্যায় দেবাদিদেব চন্দ্রচূড় স্বয়ং এসে দুরন্ত কৃতান্তের গতি-পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছেন, ঐ—ঐ—ঐ—মেলে—মেলে, ঘোর শব্দে মহাশূল কৃতান্তবক্ষে পড়লো—গেল—গেল, যম এইবার যমালয় দর্শন কর্‌লে—

সনকা। ঋষি! ঋষি! ওঠ—ওঠ, সর্ব্বনাশের উপর আবার কি সর্ব্বনাশ হবে—গো, আমার ভাঙ্গা কপাল কি আরও ভেঙ্গে যাবে, পুত্র গেল, পতিরও এই দশা, মহর্ষি! ও মহর্ষি! (ধীরে ধীরে ধাক্কা দেওন)

কৌণ্ডিল্য। (চৈতন্য প্রাপ্তে) অ্যাঁঃ—অ্যাঁঃ—অ্যাঁঃ, ছি-ছি-ছি, কি কল্লে, কে—তুমি?

সনকা। এত ভ্রম কেন মহর্ষি, চরণ-প্রান্তের চিরসেবিকা দাসীকে কি চিন্‌তে পারছোনা?

কৌণ্ডিল্য। (উঠিয়া) কে—সনকে! পত্নি! পত্নি! কেন আমার মোহ শান্তি করলে, আর একটু পরেই যে আমি আমার জীবনধনকে পেতেম, আর একটু পরেই যে তোমার পুত্র-শোকানল ঘুচে যেতো, আর একটু পরেই যে তোমার হৃদাকাশে আমার অকলঙ্ক মার্কণ্ড চাঁদের পূর্ণোদয় হতো। অহো—হো, কি হলো রে—সে ধন কোথায় গেল।

গীত।

কোথায় গেল, গেল রে আমার অমূল্য সে রতন।
দিয়ে নিধি, দারুণ বিধি, কেন এ বিড়ম্বন, সুধু কাঁদালে অকারণ।
মরি মরি বুক ফেটে যায়, এ দুঃখ আর বল্‌বো কায়,
বুকের ভিতর আগুণ জ্বলে যায়;—
হুহুরবে সর্ব্বক্ষণ, মরণ হলে পাই যে জীবন॥
জানিনা কি মহাপাপে, পেলাম দারুণ মনস্তাপে,
উহু মরি নারি আর সহিতে,
মনে পড়ে রে চাঁদবদন, ভুল্‌তে পারি কি রে সে ধন॥

সনকা। হাঁ ঋষি! যথার্থই কি মার্কণ্ড ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে? যথার্থই কি আমরা তাকে হারিয়েছি, আর কি সে পর্ণ-

কুটীরে আস্‌বেনা, আরকি এ হতভাগিনীকে মা বলেও ডাক্‌বেনা?

কৌণ্ডিল্য। পত্নি! সে আশা আর কোথায়, দৈববাণীতে শুন্‌লেতো, জীবনসর্ব্বস্ব রাক্ষসের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে ছল করে আমাদের কাছে চির-বিদায় ল'য়ে গেছে।

সনকা। ওমা আমি কি কল্লাম গো, দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরে যন্ত্রণা সয়ে, যে ধনকে প্রসব করেছিলেম, সেকি কেবল রাক্ষসের উদর পূরতির তরে; ওরে রাক্ষস! তুই আমার জীবন-সর্ব্বস্বকে ভক্ষণ করেছিস্, এইবার এসে আমাদিকেও ভক্ষণ কর, সামান্য শিশুকে আহার করে তোর কি দারুণ ক্ষুধার শান্তি হবে, তাতো হবেনা, শীঘ্র এসে এই ঋষি দম্পতিকে গ্রাস কর। এখন আমাদের গ্রাস করলে ধর্ম্মতঃ বল্‌ছি তুই এক জন আমা-দের মহা উপকারী বলে গণ্য হবি, কেননা তো হতে আমাদের পুত্রশোকানল নিভে যাবে। কই, এলিনা? বুঝেছি, তা তুই আস্‌বিনে। বাছার আমার কোমল মাংস ভক্ষণ করে, এ বৃদ্ধ বৃদ্ধার কঠিন মাংসে কি তোর রসনা তৃপ্তি হবে? তা হবেনা, সেই জন্যই তুই আস্‌বিনা, না আসিস্, ধর্ম্ম তোকে দেখ্‌বেন, ধর্ম্ম তোকে এর প্রতিফল দেবেন, তুই নয় আমাদের চক্ষে ধূলা দিয়ে এই সর্ব্বনাশ কর্‌লি, কিন্তু ধর্ম্মের চক্ষে তো ধুলা দিতে পার্‌বি না, ধর্ম্ম তোর এই নিরাশ্রয় কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীদের প্রতি অত্যাচার সব দেখেছেন, তাঁর কাছে তোকে সমুচিত শাস্তি, ভোগ কর্‌তে হবেই হবে।

কৌণ্ডিল্য। আহা—আহা, সেই মুখখানি—রে সেই মুখখানি, ননীমাখা কচি কচি মুখখানি, আধ-আধ ভাষে পিতা পিতা বলে ডাক্‌তো, সেই মুখখানি। যে মুখ চ'খে চ'খে ঠেক্‌ছে, যে মুখ

প্রাণের ভিতর হাস্‌ছে, সেই মুখখানি। সেকি ভোল্‌বার, সে যে ভোল্‌বার নয়।

সনকা। (উদ্‌ভ্রান্তে) মার্কণ্ড কি পালিয়েছে! না—না, সে তো মা বাপকে কাঁদাবার ছেলে নয়, তাকে আমি বেশ জানি। হয় তো সঙ্গীদের সঙ্গে কোথাও খেলা কর্‌ছে, তাই ঘরে আসা বলে তার মনে নাই, হেঁ ঐ কথাই বটে, জীবনধন আমার খেলাতেই ভুলে আছে সত্য কথা।

কৌণ্ডিল্য। না—না প্রিয়ে, প্রাণাধিক খেলাতে ভুলে নাই, জীবনাধিক ধন খেলা সাঙ্গ করে হয় তো এতক্ষণ আপন গৃহে উপস্থিত হয়েছে।

সনকা। তবে চলনা ঋষি কুটীরে যাই, তা হলেই তো প্রাণ-পুত্রকে দেখ্‌তে পাব।

কৌণ্ডিল্য। কোন কুটীরে যাবে?

সনকা। কেন ঋষি, আমাদের পর্ণকুটীরে।

কৌণ্ডিল্য। আরে—দুর্ভাগিনি! এ পর্ণকুটীরে নয়, পুত্রধন ভবের খেলা সাঙ্গ করে কালের কুটীরে উপনীত হয়েছে,—পত্নি! সেই কুটীরে গেলে স্নেহময় ধনকে দেখ্‌তে পাবে।

সনকা। দেখ্‌তে পাব ঋষি? চলনা তবে আর বিলম্ব কিসের।

কৌণ্ডিল্য। যাব পত্নি—যাব, কিন্তু একটু পরে। যে দুর্ম্মতি আমার পুত্রহন্তা, যে পামর আমার হৃদয়রত্নাপহারক; যে দুষ্ট ব্যাধ আমার হৃদয়-কাননের পোষা মৃগটির সংহারক, তাকে—সেই পিশাচ দুষ্ট দুরাচারকে ব্রহ্ম-কোপানলে ভস্মীভূত ক’রে—তবে যাব, পুত্রঘাতীর প্রাণ বাতাসে মিশিয়ে তবে যাব; এই দারুণ কোপানলে নন্দনঘাতী যখন হু-হু রবে জ্বল্‌বে—দেখ্‌তে পাব,

তবে যাব। সনকে! বল্‌বো কি—ব'ক্ষ বিদীর্ণ করে দেখাবার হলে দেখাতেম, তুষানল—তুষানল—মৃদু দহনে বুক দগ্ধ হলো, উঃ—কি যন্ত্রণা রে—কাকে বলি? কেউ নাই, শোন্‌বার লোক কেউ নাই, না—না আছে,—এক জন আছে,—অহো সেই যে এ মর্ম্মান্তিক জ্বালা দিয়েছে রে—হা-জগদীশ! কতনা আমি মহাপাপে পাপী, তাই বৃদ্ধ বয়সে এই দারুণ মনস্তাপ দিলে—হা-পুত্র! হা-প্রাণাধিক!

(নেপথ্য হইতে ঋষিবালকগণের গীত।)

আর কেঁদনা মা নন্দরাণী নীলমণি তোর এলো।
দাও নবনী বদনে, সুখময়-প্রাণে, নাও মা, কোলে তোলো॥
(ধর—ধর মা) (গিরিধরে ত্বরা করে)
বহু যাতনা সহিয়ে, মথুরাতে গিয়ে, এনেছি চিকণ কালো,
(দশা দেখে গো) (তোর মৃত্যুদশা) (পাপ মথুরায় গিয়েছিনু)
আজ—বিষাদ চন্দ্রমা মথুরা গগনে পূর্ণ উদয় হলো॥

সনকা। ঋষি! ঋষি! আর আমাদের শোক তাপে ফল কি? ঐ—বুঝি তারাগণ সঙ্গে আমাদের হৃদয়-চাঁদ এদিকে আস্‌ছে।

কৌণ্ডিল্য। কই পত্নি কই?

সনকা। ঐ যে ঋষি।

(ঋষিকুমারগণের প্রবেশ।)

কৌণ্ডিল্য। কই সনকে! আমাদের হৃদয়-চাঁদ কই, ও যে কেবল তারাগণ। হা—অদৃষ্ট!

প্র, ঋ, কু। একি ভাই, আমাদের প্রাণের ভাই কাণাই কই? এখনি যে আমাদের কাছে ছিলো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথা লুকালো, কাণাই,—কাণাই, প্রাণের ভাই কোথা লুকালি?

দ্বি, ঋ, কু। ভাইরে! আর কি কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছে, আমাদের চক্ষে ধূলা দিয়ে যে দুষ্ট অক্রূর আমাদের জীবন হরিকে হ'রে নিয়ে গেছে। ভাই আমরা যদি দুষ্টের ছলনা বুঝতে পারতেম, তাহলে কি আর জীবন-রত্নকে হারাতেম।

তৃতীয় ঋ, কু। কোন পথে নিয়ে গেছে ভাই?

দ্বি, ঋ, কু। মথুরার পথে নিয়ে গেছে।

চতুর্থ ঋ, কু। হাঁ ভাই, আর কি কাণাই আমাদের কাছে আস্‌বেনা?

দ্বি, ঋ, কু। আস্‌বার আশা আর কই ভাই; যে রত্ন একবার হারায়—আর তাকে পাওয়া যায়না।

চ, ঋ, কু। তবে আর আমাদের জীবন রাখায় ফল কি, যখন পিতা নন্দ, মা যশোদা শুধাবেন্, আমার জীবন গোপাল কই, তখন কি বলে বল্‌বো—যে, প্রাণের ভাইকে জনমের মত হারিয়েছি।

কৌণ্ডিল্য। পত্নি! পত্নি! শুন্‌ছো, শুন্‌ছো? বৎসগণ আমাদের জীবনধনকে ব্রজের জীবন ব'লে উল্লেখ ক'রে মর্ম্মভেদী বিলাপ কর্‌ছে। উঃ—প্রাণাধিক মার্কণ্ডেয় যে মিষ্ট কথায় যথার্থই কৃষ্ণ তুল্য ছিল।

সনকা। স্বামিন্! ভাল আমি একবার ওদের শুধাই, একবার ওদের জিজ্ঞাসা করি। ওরা দুলালকে আমার পেয়েছে, বাছাকে আমার লুকিয়ে হয় তো রেখে এসেছে। ওরে—আমার আদরের—ধন বাপ সকল! তোরা এলি, আমার নীলমণি কই?

প্র, ঋ, কু। কে—তুমি গা, মার্কণ্ড-জননি? না—না, তুমি কৃষ্ণ-প্রসবিনী—যশোদা রাণী। মা যশোমতি! হাঁ মা কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছো মা?

সনকা। বাপরে! তোরা এলি, আমার নীলকান্তমণি কই?

(ঋষিবালকগণের গীত।)

শোন্ শোন্ মা সে দুঃখের কাহিনী, পিয়াসা বড় শুনিতে।
ও—তোর প্রাণ গোবিন্দ, নিত্যানন্দ, গেছে চলি মধুপুরেতে॥
হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে,
মা—মা বলে ডাকিতে ডাকিতে, (ননী দে—মা, ননী দে—মা ব'লে)
(দুটী করেতে অঞ্জলি ধ'রে)
আর আস্‌বেনাগো ওগো নন্দরাণী, (তোর স্নেহ-শৃঙ্খল ছিঁড়েছে মা)
ও—তুই তোল গো নবনী, সিকাতে জননী,
ননীভাণ্ড ভাসা গো জলেতে॥

সনকা। হাঁরে বৎসগণ! তোদের ছেড়ে প্রাণকুমার আমার কেমন করে গেল, তোরা কি তাকে ফিরাতে পাল্লিনা?

গীত।

যখন যে যায়, ফিরে নাহি চায়,
ডেকেছিনু কত, বলে আয়-আয়-আয়, (ভাই যাবি—কোথা সঙ্গী ফেলে) (খেলবি কোথা—কারে ল'য়ে)
কথা শুন্‌লে মা তোর নিঠুর কাণাই,
(হেসে হেসে চ'লে গেল গো)
আমরা এখন, শবের মতন, প্রাণ নাই মা এ দেহেতে॥

কৌণ্ডিল্য। ভাল বৎসগণ! সে নিষ্ঠুরকে কি তোরা শুধালিনে—যে, তোর বৃদ্ধ পিতা মাতার দশা কি হবে?

গীত।

বিনয় করিয়ে বলিনু তারে,
জনক জননী উভয়ে রে, (কি বলে প্রবোধি এলে)
(তারা মরবে শোকানলে পুড়ে)

কথা শুন্‌লেনা মা সে কঠিন হৃদয়,
(হাসিমাখা মুখে চলে গেল গো)
ওমা আর কি কহিব, দারুণ কেশব, রেখে গেল সবে দহিতে ॥

কৌণ্ডিল্য। পত্নি! এইতো হলো, তোমার আশাতো মিট্‌লো।

সনকা। স্বামিন্! আশা মিট্‌লো সত্য, কিন্তু পিয়াসা তো গেলনা।

কৌণ্ডিল্য। এখানে কি আর পিয়াসা মিট্‌বে, পরলোকে চল, প্রাণ পুত্রধন যেখানে—সেখানে চল, আশা মিট্‌বে, পিয়াসাও যাবে।

সনকা। তবে চল ঋষি, যাবার পথ প্রস্তুত করিগে।

কৌণ্ডিল্য। পত্নি! আর কোথায় যাবে, এই স্থানেই ভবের লীলা—সাঙ্গ ক'রে লীলাময়ের কার্য্য হতে অবসর গ্রহণ করবো। বাপ ঋষিকুমারগণ! আমাদের মার্কণ্ডেয় ধনতো নাই, এক্ষণে সে ধনের স্থলে তোমরাই আমাদের পুত্র, সুতরাং তোমরাই আমাদের পুত্রোচিত কার্য্য কর।

প্র, ঋ, কু। কি কর্‌তে হবে আজ্ঞা করুন্।

কৌণ্ডিল্য। বাপ্ ত্বরাপর হয়ে এ পুত্রহারা ঋষি দম্পতির পুত্র-শোকানল নির্ব্বাণের উপায় করে—দে, শীঘ্র একটি চিতানল সাজিয়ে—দে।

প্র, ঋ, কু। যে আজ্ঞা। আজ সাধের বৃন্দাবন শ্মশান হয়ে যাক্, নন্দ যাবে, যশোদা যাবে, ব্রজের রাখাল তারাও যাবে। চল ভাই চল, মহানন্দে চল, আজ আমাদেরও এ কৃষ্ণ হারা প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

[সকলের প্রস্থান।

সনকা। ভাল ঋষি, ম'লে সে ধনকে কোলে পাব,' কি বল?

কৌণ্ডিল্য। তার আর সন্দেহ কি পত্নি, আমাদের সে ধন সেথা আমাদেরই আছে।

সনকা। তবে আর দুঃখই বা কি, শোক করাই বা কেন, একটু ম'রে যেতে পার্‌লেই তো হারানো জিনিষ পাওয়া যায়।

কৌণ্ডিল্য। পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সংসারীগণ কি মায়া-বন্ধন সহজে ছিন্ন করে যেতে পারে।

সনকা। তাই যদি না পারে, তবে আর তাদের শোক কি, দুঃখই বা কি? পুত্র গেলে সংসার সুখাস্বাদই বা কি? দেহেতেই বা থাকে কি? এ দেহ তো শব ব'ল্লেই হ'লো।

কৌণ্ডিল্য। তা আর বল্‌তে পত্নি, ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া বন্ধ হলেই পঞ্চভূতাত্মামর দেহ পঞ্চভুতে মিশে যায়। আমাদেরও তো তাই হয়েছে, দেখ নয়নতারা গিয়েছে ব'লে নয়নতারাও নাই, দর্শনশক্তির লোপ পেয়েছে, চ'ক্ষে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, এইরূপ চলৎশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শনশক্তি সবই অন্তর্হিত হয়েছে; বাক্‌-শক্তিও রোধ হ'য়ে এলো।

সনকা। ঋষি! তবেতো আর জীবনধনকে ডাক্‌তে পাব-না, এই সময় তবে একবার প্রাণ-ভ'রে প্রাণের প্রাণ, প্রাণ-পুত্রকে ডাকি। মার্কণ্ডেয়! জীবনধন! হৃদয় রতন! একবার আয় বাপ, দুখিনী মাকে তোর একবার দেখা দিয়ে যা।

(ইত্যবসরে ব্রাহ্মণকুমার বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। যাই মা, যাই।

সনকা। এ কি! যাই মা যাই ব'লে কে উত্তর দিলে, ঠিক যেন আমার মার্কণ্ডের মত কণ্ঠস্বর, কই তবে? ঐ—যে একটি নবীন বালক এ দিকে আস্‌ছে।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। হেঁ—মা, তুমি কেন আমাকে ডাক্‌ছিলে?

সনকা। কে—বাবা তুমি, আমিতো কই তোমাকে ডাকি নাই।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। ডাক্‌ছিলে বই কি, না ডাক্‌লেই বা আমি আস্‌বো কেন? তোমাদের ডাক্ শুনেই তো আমি বহুদূর হতে ছুটে ছুটে আস্‌ছি, এই দেখ মা তোমাদের ডাকে ছুটোছুটি ক'রে আস্‌তে আস্‌তে আমার পা-ফুটে রক্ত পড়েছে।

সনকা। আহা—মরে—যাই বাবা—মরে যাই, কোমল পা-দুটিতে কত ব্যথাই লেগেছে, কেন বাবা এত ছুটোছুটি করে আসা?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। কেন মা তোমাদের অমন করে ডাকা।

সনকা। আমরাতো তোমায় ডাকিনি বাবা। আমরা আপন পুত্রকে ডেকেছি।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। আমিও তো তাই এসেছি।

সনকা। তুমিতো আমাদের পুত্র নয়।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। মনে ক'ল্লেই হয়।

সনকা। তাই কি হয় বাবা, যে—যার—সে—তার, তোমার পিতা মাতার কাছে তুমি যেমন অমূল্য নিধি, অন্যের কাছে কি তেমন,—

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। অন্যের কাছে তেমন নাই বা হলেম, তোমাদের কাছে তো অমূল্য নিধি।

সনকা। তা কেমন ক'রে হবে, তোমার মর্ম্ম আমরা কি বুঝি?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। সে কি মা, এই যে তুমি ব'ল্লে, যে যাদের পুত্র, সে তাদের অমূল্য নিধি।

সনকা। হাঁ বাবা সে কথা তো আমি ব'লেছি।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। তবে আর কি মা, তা হলেই যে হলো, মি আমার মাতা, উনিই আমার পিতা। আমিই তোমাদের াই অমূল্য নিধি।

সনকা। আ-মরি মরি—কি মধুমাখা কথা, এমন কথা তো জীবনে শুনি নাই, কথা শুনে প্রাণের ব্যথা বুক হ'তে যেন স'রে রে যাচ্ছে, পুত্রশোকানলও যেন নিভে-নিভে আস্‌ছে? আহা ধন কোন্ ধনীর ধনাগারকে উজ্জ্বল করেছে? ঋষি! ঋষি! মি কি এই বালকটীর কথা শুন্‌ছো?

কৌণ্ডিল্য! শুন্‌ছি বইকি পত্নি, শুন্‌ছি ব'লেইতো পুত্র- াকানলের জ্বালা কতকটা নিভে আস্‌ছে। এখন যেন একটু সুস্থ য়েছি, শান্তিও পেয়েছি।

সনকা। বল্‌বো কি ঋষি, এই মধুর মূর্ত্তি বালকটি দেখে বধি, আর এর অমিয় পূরিত কথা শুনে অবধি, জীবনধন মার্ক- ণ্ডয়কে যেন আমি পর ব'লে মনে ভাব্‌ছি, সে যেন আমার াপনার কেহ ছিলনা—এমনি জ্ঞান হচ্ছে, কেন ঋষি কেন, আমার নের ভাব এমন হলো কেন? তুমি কি এর মর্ম্ম বুঝতে াচ্ছ না?

কৌণ্ডিল্য। পত্নি! বুঝ্‌তে বুঝ্‌তে—বুঝ্‌তে পারছিনা, বিদ্যুৎ কাশের ন্যায় জ্ঞানযোগ—যোগ হয়ে তখনি বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে।

(ইত্যবসরে চিতাকাষ্ঠ লইয়া ঋষিবালকগণের
গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

সাঙ্গ হলো ব্রজের খেলা শূন্য হলো বৃন্দাবন।
ব্রজের জীবন, রাখাল রতন, হয়েছে রে অদর্শন॥

হু-হু রবে, জ্বল্‌বে চিতা, তাহে—দিব পাপ জীবন,
কৃষ্ণশোকানল, হইবে শীতল, জ্বালা হবে নিবারণ ॥

ব্রাহ্মণকুমারবেশী কৃষ্ণের উত্তর—গীত।

কেন ভাব বিষাদ—সবে, আমি কি ছাড়া বৃন্দাবন।
ভাই, ভাই, ভাই, ভাই-ভাই-ভাই, খেলা কি হই রে বিস্মরণ ॥

ঋষিকুমারগণের গীত।

তুই কি মোদের সেই প্রাণের ভাই, মা যশোদার জীবনধন।
কালীয় দমন, করিয়ে যে জন, বাঁচাইল সব রাখালগণ ॥

ব্রাহ্মণকুমারবেশী কৃষ্ণের উত্তর—গীত।

সেই রে আমি তোদের সখা, স্কন্ধে বহিল যে জন।
মিষ্টফল পেড়ে, উচ্ছিষ্ট করিয়ে, দিতিস্ তুলে যার বদন ॥

ঋষিকুমারগণের গীত।

তবে কেন দাঁড়িয়ে দূরে, আয় রে হৃদয়-মন্দিরে।
হৃদি পুড়ে যায়, আয়-আয়-আয়, ব'ক্ষ শীতল করি রে ॥

প্র, ঋ, কু। ভাই! এতক্ষণ আমাদের ফেলে কোথায় ছিলি, অক্রূর কি তোকে মথুরাতে নিয়ে যেতে পারেনি?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। না ভাই সে আমাকে ধরতে পারেনি।

দ্বি, ঋ, কু। তবে তুই তখন আমাদের সঙ্গে এলিনে কেন?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। আস্‌বো কি ভাই, তোরা আমায় নিয়ে এলি কই? তোরা আমাকে ফেলে পালিয়ে এলি ব'লে আমি রাগ করে লুকিয়ে ছিনু।

তৃ, ঋ, কু। বটে—ভাই! তাই আমাদিকে জব্দ করেছিস্—নয়?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। হেঁ।

চ, ঋ; কু। আর আমরা কখনও তোকে ছেড়ে কোথাও যাবনা, চ—ভাই এখন তোর পিতা মাতার কাছে—চ, ঐ দেখ তোকে দেখ্‌তে না পেয়ে তোর পিতা মাতা কাঁদ্‌ছে।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। আমি যে ভাই পিতা মাতার কাছে গিয়েছিনু।

প্র, ঋ; কু। তবে কেন ওঁরা কাঁদ্‌ছেন?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। ওঁরা ভাই আমাকে চিন্‌তে পারেননি, আমাকে দেখে ব'ল্লেন, তুমি আমাদের পুত্র নও।

দ্বি, ঋ, কু। একি কথা ভাই! পিতা মাতা কি আপনার ছেলেকে চিন্‌তে পারেন্‌না?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। কই পাচ্ছেন, আমি কত ক'রে বলনু, আমি তোমাদের ছেলে, তা কিছুতেই শুন্‌লেন্‌না, আমাকেও নিলেননা।

তৃ, ঋ; কু। আচ্ছা ভাই, তুমি আমাদের সঙ্গে এস, চিন্‌তে পারেন কিনা দেখি।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। আচ্ছা ভাই, তোমাদের হাতে ও সব কি?

চ, ঋ, কু। কেন ভাই, আগে ছিল চিতাকাষ্ঠ, এখন হয়েছে পাঁচন বাড়ী!

ব্রা, বা; কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) ঋষিকুমারগণ আমার সংসর্গ লাভ ক'রে আমাকে মার্কণ্ডরূপে স্বয়ং ব্রহ্ম ব'লে জ্ঞান করেছে, কিন্তু ওদের এ জ্ঞান আমি শীঘ্রই নষ্ট ক'র্‌বো, মায়া-দেবীকে আদেশ ক'ল্লে তিনি ওদের দিব্যজ্ঞান হরণ ক'র্‌বেন। তাহলে ওরা আমাকে নিজ সহচর মার্কণ্ডেয় বলেই জান্‌বে। কিন্তু সম্প্রতি একটি কার্য্য করি; মহর্ষি কৌণ্ডিল্যের ও ঋষিজায়া সনকার যে পুত্রস্নেহ—মার্কণ্ডের হৃদয়ের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত আছে, সেই পুত্রস্নেহকে মার্কণ্ডের হৃদয় হতে উত্তোলন ক'রে আমার হৃদয়ে

স্থাপন করি, নইলে ঋষি দম্পতি আমাকে আপনাদের পুত্র ব'লে ভাববেন না। ভক্তের জন্য আমাকে কত প্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করতে হয়েছে, এবং আরও কত প্রকার যে হবে তার ইয়ত্তা নাই। আজ হতে আমি তিন অংশে বিভক্ত হবো, এক অংশে লক্ষ্মী সনে গোলকে বিহার, এক অংশে অদৃশ্য ভাবে শিশু ভক্ত মার্কণ্ডের সঙ্গে বন-বিহার, অন্য অংশে একশত বৎসরের জন্য ঋষি দম্পতির পুত্র হয়ে মুনিবালকগণের সহিত তপোবনে বাস। কিন্তু এততেও কি আমার কিছুমাত্র ক্লেশ আছে—তা নাই, ভক্তের জন্য সহর্ষে আমি, অনলে, সলিলে, গরলে প্রাণ স্থাপন করতে পারি, পারি কেন, প্রহ্লাদের জন্য ও সকল কার্য্যতো অনেক দিন সম্পাদিত হয়ে গেছে। এক্ষণে তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, ব্রজ-রাখালগণের সঙ্গে যে ভাবে ব্রজ-বিহার ক'রেছিলেম, ঋষি-কুমারগণের সহিত সেই ভাবে তপোবনে বিচরণ করবো, এবং নন্দ যশোমতীর কাছে যে ভাবে অবস্থান করেছিলাম, মহর্ষি কৌণ্ডিল্য ও দেবী সনকার কাছে সেই ভাবে অবস্থান করবো। এক্ষণে ঋষি ও ঋষি-দয়িতার পুত্রস্নেহকে গ্রহণ করি। (কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া) এইতো কার্য্য সিদ্ধি হলো, এইবার মুনি ও মুনিপত্নী আমাকে আপনাদের পুত্র মার্কণ্ডের বলেই জানবেন।

প্র, ঋ, কু;। (ব্রাহ্মণবালকবেশী কৃষ্ণ প্রতি) হাঁ ভাই! এতক্ষণ আপন মনে কি ভাবছো? তোমার পিতা মাতার কাছে চল।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। চল ভাই।

(ঋষিকুমারগণের গীত।)

ধর নাওমা কোলে, আপন ছেলে, বিধি মিলিয়েছে।
শিকলী কেটে উড়ে গিয়ে, (বনান্তরে) পুনঃ ধরা দিয়েছে।

আর কেন গো বিষাদিনী,
(নন্দরাণী) তোর গোপাল এসেছে ॥

মনকা। (সবিস্ময়ে) এঁ্যা! একি! একি! আমার সেই ধনই তো বটে, ঋষি! ঋষি! ঐ দেখ, ঐ দেখ, আমাদের কোল জুড়ানো, হৃদয় জুড়ানো অমূল্য ধন দাঁড়িয়ে।

কৌণ্ডিল্য। তাইতো পত্নি, এ দুর্ভাগ্য দুর্ভাগিনীর সকল শোকের শান্তি-বিধায়ক সেই মার্কণ্ডেয় ধনই বটে, নাও—পত্নি, নাও প্রিয় পুত্রকে বক্ষে ধর।

মনকা। (মার্কণ্ডের প্রতি) বাবা! বাবা! মার্কণ্ডেয় ধন! মা বাপকে কাঁদিয়ে কোথায় গিয়ে ছিলে ?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। কোথা আর যাবমা, তোমাদের কাছে থেকেই তো হরি ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম।

মনকা। তবে এত বিলম্ব করলি কেন বাবা ?

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। বিলম্ব কর্‌বো কেন মা, আমি গেছি আর দৌড়ে চ'লে এসেছি।

মনকা। দুষ্ট ছেলে, এই বুঝি তোমার দৌড়ে চ'লে আসা।

কৌণ্ডিল্য। পত্নি! আর এ স্থানে বিলম্ব করা উচিত নয়, সন্ধ্যা সমাগত, চল—আশ্রমে যাই। মঙ্গলময় হরি শ্রীচরণ-তরী দানে বিপদসাগর হ'তে উদ্ধার করলেন, এক্ষণে সকলে মিলে প্রাণ—মন খুলে উচ্চৈঃস্বরে একবার হরিবোল—হরিবোল বল। (সকলের হরি ধ্বনি) বৎসগণ! তোমরা তবে সকলে মিলে আজ আমার আশ্রমে থাকবে চল।

ব্রা, বা, কৃষ্ণ। (স্বগতঃ) প্রাণাধিক ভক্ত মার্কণ্ডের কথা রক্ষা করলেম, সে তপস্যার গমনকালে ব'লেছিলো, হরি, তুমিই আমার পিতা মাতার আদরের ধন মার্কণ্ড হ'য়ে তাঁদিকে পিতা

মাতা ব'লে ডেকো, আমি তাই ডাক্‌তে এলেম ও ডাক্‌লেম। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্‌।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

পুষ্কর-তীর্থ।

(নারদ ও মার্কণ্ডের প্রবেশ।)

মার্কণ্ড। গুরুদেব!
কোন্‌ স্থান এই?

নারদ। পুষ্কর ইহার নাম,—
শুন বাছাধন,
তীর্থকুল মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়,
এখানে যে করে তপ,
পূর্ণকাম হয় সে নিশ্চয়।
বিধি, রুদ্র, পুরন্দর,
দেবর্ষি, রাজর্ষি, সিদ্ধ, চারণ; গন্ধর্ব্ব
কিন্নরাদি যে যেখানে যত,
সিদ্ধকাম হৈল সবে তপিয়া পুষ্করে।

পুষ্করের পবিত্রতা কি কব বিশেষি,
দেবের আরাধ্য সদা এই তীর্থস্থান।

মার্কণ্ড। নমি আমি তীর্থরাজে কোটি—কোটি বার।
গুরুদেব!
যা কহিলে সত্য সমুদয়,
অমর বাঞ্ছিত এই স্থান মনোহর।
তব সাথে—আসি এই স্থানে,
পবিত্রতায়—পূরিল হৃদয়,
কুচিন্তা কুভাব, মনের নির্ব্বেদ যত পলাইল দূরে।
গুরুদেব!
আর নাহি যাব অন্য স্থানে,
এই স্থানে রব,
এ ধূলা মাখিব,
আনন্দে নাচিব হেথা হরি—হরি ব'লে,
গুরুগো! গুরুগো!
ভাসাব এ পাপ জীবন
তরঙ্গিণী পুষ্কর-সলিলে।
পুষ্কর! পুষ্কর!
আজি হৈতে দাস আমি তব,
দয়া করি চরণে রাখিও মোরে।

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি রে বাছনি,
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি হৌন পুষ্কর।
পুষ্করের বলে,
করিয়া দুষ্কর তপ
ভক্তিডোরে বাঁধ সেই ভবারাধ্য ধনে।

যাও এবে বৎস,
বিলম্বেতে নাহি কোন ফল,
নিরমল সুপবিত্র পুষ্কর-সলিলে,
স্নান ক্রিয়া সমাপিয়া
এস ত্বরা ফিরে।
(মার্কণ্ডের স্নানার্থ গমন)
এবে এক কার্য্য করি,
কোন্ মন্ত্রে দীক্ষা দান করিব মার্কণ্ডে
বুঝিতে না পারি,
হরি মন্ত্রে,
অথবা কি শক্তি-মন্ত্রে,—
যাহা হোক্ ধ্যানেতে জানিব তত্ত্ব,
বসি ধ্যানাসনে।
(ধ্যানে উপবেশন)
(ইত্যবসরে শনির প্রবেশ।)

শনি। পূর্ণকাম—পূর্ণকাম, পূর্ণকাম এইবার,
হা-হা-হা,
আনন্দ না ধরে অঙ্গে,
মৃত্যুঞ্জয়!
কোথায় রহিল তব অটুট প্রতিজ্ঞা?
শনির প্রতিজ্ঞা দেখ রহিল অটল।
বলিনু দ্বাদশ-বর্ষে,—
কাল-বাসে পশিবে মার্কণ্ড,
কিন্তু তারে সংহারিনু বরষ সপ্তমে,
হা-হা হা, কি মজা,

বলে ধরি দুষ্ট দুরাচারে,
নিক্ষেপিনু পুষ্করের অতল সলিলে।
হা-হা-হা,
সাধিলেই সিদ্ধি।
মরিল দুষ্ট,
ঘুচিল কণ্টক,
নিজ রাজ্যে যাই এবে আনন্দিত মনে।

[প্রস্থান।

নারদ। (ধ্যান সমাপিয়া) অহো—কি পরিতাপ! এত দিন কি বৃথাই হরিবোল হরিবোল ব'লে কাল কাটালেম? কই নারদ জীবনের উন্নতি সাধন তো কিছুই হলোনা, হায়রে হরি যে কেমন ধন তার মর্ম্ম কিছুই জন্‌লেম না, ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার সাধনে। ধ্যানযোগে জ্ঞানময়ী গণেশজননীকে দেখ্‌তে পেলেম, তিনি মৃদু মৃদু হেসে আমাকে বল্লেন, নারদ! তুমি এত ভ্রান্ত হয়েছ কেন? আমি বল্লেম কেনমা, অধমের ভ্রান্তির কাজ কি দেখ্‌লেন? দীনতারিণী—দুর্গা উত্তর কল্লেন, নারদ! তোমার ভ্রান্তির কাজ এই দেখ্‌ছি, তুমি মার্কণ্ডেয়কে হরিমন্ত্রে কিম্বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'র্‌বে এই চিন্তায় আকুল হ'য়ে হ'য়েছ ধ্যানাসীন। হাঁ বাপ, হরিমন্ত্র যে সর্ব্বফল-প্রদ এবং সকল মন্ত্রের সার তাকি তুমি জাননা? হরিমন্ত্র উপাসনা কর্‌লে, সকল দেবতা তুষ্ট হন্, এবং সমস্ত দেবতাকেই উপাসনা করা হয়। অতএব তুমি স্বচ্ছন্দমনে মার্কণ্ডেয়কে হরিমন্ত্রেই দীক্ষিত কর। ছি-ছি ছি কি লজ্জা, কি পরিতাপের বিষয়, আমি হরিভক্ত ব'লে ত্রিলোক মাঝে বৃথা দর্প করি। হে হরি! হে মধুসূদন! এ জ্ঞানহীন নারদের অজ্ঞান আঁধার কত দিনে নষ্ট ক'র্‌বে

প্রভু? কত দিনে আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে শুধু তোমার ব্রহ্মময় রূপে আলোকিত দর্শন ক'র্‌বো, কত দিনেই বা আমি ভ্রম-জালকে ছিন্ন ক'রে তোমার রাতুল চরণে প্রাণ মিশাবো? দীন-বন্ধু, দীননাথ, দেখো এ দীন দরিদ্রকে দুর্দ্দিনে দর্শন দানে দারুণ দণ্ডধারীর দণ্ড দায়ে রক্ষা ক'রো, আমার গুণ নাই, তুমি নির্গুণ, নিজ গুণে গুণবিহীনে গোলকে গৌরবে স্থান দিও।

গীত।

হরি ভিক্ষা চরণে।
নিজ গুণে, গুণহীনে, স্থান দিও তোমার ধামে ॥
আমি হে অতি দুর্ম্মতি, সদা অসৎ পথে মতি,
না জানি তোমার স্তুতি, ব্রতী পাপ আচরণে ॥
যাবার সময় নিকট দেখে, আতঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে,
কি ব'লে রবির সুতে, কর্‌বো পরাজয় রণে ॥

নারদ। একি! মার্কণ্ডেয় যে এখনও আস্‌ছেনা, এত বিলম্ব হবার কারণ কি? ভাল একটু অগ্রসর হয়ে পুষ্করকূলে গিয়ে দেখি। (কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দর্শনান্তে) কই—পুষ্করকূলেও তো নাই, আমি তৎপর তাকে স্নান ক'রে আস্‌তে বল্লেম, সে তবে কোথা গেল, তবে কি পথ ভ্রমে অন্য কোন স্থানে গিয়ে পড়েছে, না—না তাই বা কি রূপে হবে, এই তো পুষ্করের সলিল এখানেও আস্‌তে কি পথভ্রম জন্মে থাকে, এ ধারণা নিতান্তই অসম্ভব, তাই তো—কোন হিংস্র জন্তুতে কি লয়ে গেল? তাই বা কিরূপে বিশ্বাস, পদ্মযোনি ব্রহ্মা যখন হিংস্র পশুর উপর অভিশাপ ক'রে-ছেন যে, পুষ্করের সীমা স্পর্শ কর্‌লেই হিংস্র পশুকুল বিনাশ প্রাপ্ত হবে, তখন হিংস্র পশু দ্বারায় যে মার্কণ্ডের অনিষ্ট ঘট্‌বে এ কোনরূপেই নয়। তবে কোথায় গেল! ভাল আর একটু

অপেক্ষা ক'রে দেখি। (কিয়ৎক্ষণ পরে) না—না আর তার আস্‌বার আশা নাই, আমি নিশ্চয় জান্‌লেম, মার্কণ্ড জীবিত নাই, কোন দুষ্টবুদ্ধি তার জীবন বিনাশ করেছে। তাইতো, কি সর্ব্বনাশ হলো, হরির কার্য্যে ব্রতী হয়ে এই বিপদগ্রস্থ হলেম। মার্কণ্ড বিনষ্ট হয়েছে এ কথা শুন্‌লেই বা ভগবান কেশব আমায় কি বল্‌বেন, কি করি, কোন দুরাত্মা এরূপ কলঙ্কিত কার্য্য কর্‌লে, সে তো জগতের কারও নিকট কোন অপরাধে অপরাধী নহে, ও—বুঝেছি, পুষ্করই এই ঘৃণিত কার্য্য সম্পন্ন করেছে, পষ্কর ব্যতীত কারু দ্বারায় এ কার্য্য ঘটে নাই। রে ব্রাহ্মণ-কুমার হত্যাকারী দুরাচার—পুষ্কর! তুমি এতদূর দুষ্কর কার্য্যে কি সাহসে ব্রতী হলে? সর্পের ফণী আকর্ষণ ক'রে মণি গ্রহণ কর্‌তে গেলে ম'র্‌তে হয়, তাকি জাননা বর্ব্বর? কেন—কি জন্য তুমি ব্রাহ্মণ-বালকের প্রাণ বিনষ্ট কর্‌লে? দ্বিজ-সন্তান তোমার নিকট কি অপরাধ ক'রেছিল? দাও, মঙ্গল চাওতো শীঘ্র ব্রাহ্মণ-কুমারকে আমার নিকট এনে দাও, ব্রহ্মতেজের সংহারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ হ'তে না হতে ঋষিপুত্র সঙ্গে এখনও আমার সম্মুখে উপস্থিত হও। কই এলেনা? এলেনা? ভাল দেখ্, দেখ তবে দুরাত্মন্, বিধিপুত্র নারদ হ'তে তোর কি দুর্দ্দশা হয়। দেবগণ! সাক্ষ্য হও, তোমাদের সকলকে সাক্ষ্য রেখে, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, দুর্ম্মতি পুষ্কর যেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েছে, তেমনি আজ হতে—ওর পবিত্র বারি—

(ইত্যবসরে মার্কণ্ডেয়কে ক্রোড়ে লইয়া
পুষ্করের বেগে প্রবেশ।)

পুষ্কর। ঋষিরাজ! ঋষিরাজ! ক্ষান্ত হোন্, ক্ষান্ত হোন্, কার দোষে, কার সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন?

নারদ। কার দোষে কার সর্ব্বনাশ কিরূপ? তোমার দোষে তোমারই দণ্ড ন্যায় সঙ্গত কথা।

পুষ্কর। আমার দোষ কি প্রভু?

নারদ। এখনও ব'ল্‌ছো আমার দোষ কি? কোন্ পাপীষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে হরণ ক'রে ল'য়ে গিয়েছিলো?

পুষ্কর। আমি নই।

নারদ। তবে কে?

পুষ্কর। শুনুন্ প্রভু, সত্য ঘটনা প্রকাশ ক'চ্ছি। এই ব্রাহ্মণ-কুমার আমার কুলে উপস্থিত হলে পর—গ্রহপতি শনৈশ্চর তথায় উপনীত হলেন। পরে গ্রহরাজ বলপূর্ব্বক হস্ত পদ বন্ধন ক'রে আমার মধ্যস্থলে নিক্ষেপ কল্লেন, আমি দেখ্‌লাম সর্ব্বনাশ, আমার জলে ব্রহ্মহত্যা হয়, অমনি অতি শীঘ্র বালককে নিজ গৃহে লয়ে গিয়ে ব'ক্ষে ক'রে রক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেম,—

নারদ। হঁা—বুঝেছি, উঃ—কি কুটিল কল্পনা! দুর্ম্মতি শনৈশ্চর এরই মধ্যে মার্কণ্ডের পশ্চাৎ অনুসরণে প্রবৃত্ত হ'য়েছে! ধন্য—দুষ্টের ঈর্ষানলকে, কিন্তু শনি, এ তুমি ভ্রমেও ভেবনা যে তোমার অভিসম্পাৎ-বাক্য সফল হবে, তুমি যত চেষ্টাই কর, হরিভক্তের হরি-তপে যত বিঘ্ন বাধাই দাও, মার্কণ্ডেয় সাধন-জোরে নিশ্চয়—সুনিশ্চয়—মৃত্যুঞ্জয়ী হবেই হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ পুষ্কর! এতক্ষণে আমি জান্‌লেম, তুমি নিরাপরাধী। তোমাকে বিনা দোষে দোষী ক'রেছিলেম, যাই হোক্, তজ্জন্য দুঃখিত হ'ওনা পুষ্কর।

পুষ্কর। না প্রভু, দুঃখিত হবো কি জন্য, আমার অধিকার-ভুক্ত স্থানে এসে যখন মুনিকুমার নির্দ্দেশ হয়েছিল, তখন আমি যে তাতে অপরাধী, তা আর কার না মনে ধারণা হবে? এক্ষণে

আপনার অমূল্য রত্নটীকে আপনি গ্রহণ করুন্, আমি ফুল্ল-মনে নিজ স্থানে গমন করি।

নারদ। আচ্ছা পুষ্কর, তুমি আমার নিকট একটি সত্য ক'রে যাও।

পুষ্কর। বলুন্ কি সত্য ক'র্‌বো ?

নারদ। এই সত্য কর, অহর্নিশি মার্কণ্ডের দেহ র'ক্ষা ক'র্‌বে।

পুষ্কর। যে আজ্ঞা, সে ভার আমি নিলাম। মুনিকুমার নিরুদ্বেগে তপশ্চরণে প্রবর্ত্ত হোক্।

নারদ। ভাল—ভাল, বড়ই সন্তোষ লাভ কল্লেম। যাও পুষ্কর নিজ স্থানে গমন কর।

পুষ্কর। যে আজ্ঞা, প্রণাম হই।

নারদ। চারি যুগ অমর হ'য়ে যশোকীর্ত্তি লাভ কর।

[পুষ্করের প্রস্থান।

মার্কণ্ড। গুরুদেব! এই হতভাগ্যের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ, নইলে আপনার মত প্রভুর পদসেবক হয়ে পদে-পদে আপদে পতিত হবো কেন, আমি এখন বুঝ্‌তে পারছি, দয়াময় হরি আমার প্রতি নিতান্তই বাম হয়েছেন। তিনিই এই সকল বিঘ্ন বাধা ঘটিয়ে দিচ্ছেন—তিনিই এই সকল যন্ত্রণা প্রদান কচ্ছেন।

নারদ। সে কথা সত্য, তিনি যন্ত্রণা না দিলে, কার সাধ্য কে—কাকে যন্ত্রণা প্রদানে সক্ষম। তবে বৎস, তার মধ্যে একটি কথা আছে, যে জন সর্ব্ব প্রথমে সেই গোবিন্দ-পদারবিন্দে মন ভৃঙ্গকে সমর্পণ ক'র্‌তে উদ্যোগী হয়, সেই সময় সেই দয়াময় করেন কি,—না সেই ভক্ত চিত্তকে দারুণ বিভীষিকা-জালে জড়ীভূত কর্‌তে চেষ্টা পান, কেন সে চেষ্টা পান? না—ভক্তের ভক্তি পরীক্ষার জন্য। ভক্ত একান্তে শ্রীকান্তের পদ-প্রান্তে মন সঁপেছে কি

না—তাই জান্‌বার জন্য। যে জন তাঁর সেই বিভীষিকায় ভয়ার্ত্ত হলো, তার আশা ভরসাও জন্মের মত ফুরালো। আর যে জন পণ ক'র্‌লে, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি হরিনাম ভুল্‌বোনা, তারই হলো পূর্ণ সাধনা। হরি নিজে এসে সেই ভক্তধনকে বক্ষে ধারণ করেন্‌। সে, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব যা চায়, বাঞ্ছা-কল্পতরু তাকে তাই অর্পণ করেন, কিন্তু বাপ পরীক্ষায় স্থির থাকা চাই। তুমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হ'তে না হতেই শনি কর্ত্তৃক বিপদগ্রস্থ হ'লে, এর পর তপে—রত হলে কত প্রকার যে ভীষণ—ভীষণ বিপৎপাৎ উপস্থিত হবে, তার নির্ণয় নাই। তাই বলি, বৎস! অগ্রে প্রতিজ্ঞা-ডোরে মনকে দৃঢ়রূপ বন্ধন কর। মুহুঃমুহুঃ আত্মাকে গভীর নাদে উৎসাহীত কর, ছার প্রাণ যায় যাক্‌, তবু হরিপদ চিন্তা ক'র্‌তে বিরত হবোনা, আর আমি কি জন্যই বা প্রাণের ভয় ক'র্‌বো? এ প্রাণ তো আমার নয়।

গীত।

কর এই মনে বাসনা।
ও বাপ্‌ ক'রবে যদি আনন্দে হরিপদ সাধনা॥
আমার ছার প্রাণ যায় যাবে, তাহে ক্ষতি নাহি হবে,
প্রাণ গেলে পাব পুনঃ প্রাণ,—
হৃদে যেন জাগে হরির নাম, অবিরাম,—
কি চিন্তা কি ভয় তবে, সর্ব্বাপদ দূরে যাবে,
স্বয়ং হরি আসিয়ে যে পূরাবেন কামনা॥

মার্কণ্ডের। গুরুদেব! আপনার আজ্ঞামত আমি মনকে কঠিন বন্ধনে বেঁধেছি। আমার মন হরিপদ চিন্তা ভিন্ন আর অন্য চিন্তায় মন দিবেনা।

নারদ। ভাল—ভাল, বৎস! অচিরাৎ তোমারই কামনা পূর্ণ হবে। এক্ষণে এস তোমার কর্ণমূলে হরিমন্ত্র দান করি, আর—আর যা-যা শিক্ষা কর্‌বার প্রয়োজন—তা সমস্তই তো শিখিয়েছি, সে সমস্তই স্মরণ আছে?

মার্কণ্ড। আজ্ঞা—হঁা।

নারদ। তবে আর কাল বিলম্বের আবশ্যক নাই, পবিত্রচিত্তে পবিত্র পুষ্করতীর্থে, দীক্ষা গ্রহণ ক'রে জন্ম ও জীবন সফল কর। এস। শ্রীহরি—শ্রীহরি—শ্রীহরি।

(মার্কণ্ড নারদকে প্রণাম করণ ও নারদ কর্ত্তৃক দীক্ষা দান)

নারদ। বৎস, স্মরণ ক'রে দেখ দেখি, পুনর্ব্বার ব'লে দিতে হবে—না মনে আছে?

মার্কণ্ডেয়। প্রভু! আর ব'লে দিতে হবেনা, আমার হৃদয়ের সঙ্গে এককালে গাঁথা হয়েছে, এ ধন আর আমার হৃদয় হ'তে যেতে পার্‌বেনা।

নারদ। বেশ বড় সুখের কথা; ভাল বৎস, এইবার তবে তোমার গুরুকে অবসর দাও।

মার্কণ্ড। গুরুদেবকে অবসর দেব? গুরুগো! এ আবার আপনার কেমন কথা, দেহ-রাজ্যের প্রধান কর্ম্মীরূপ ইষ্টদেবতা, তিনিই যদি অবসর গ্রহণ করেন, তবে আর জীব জীবনের রইলো কি, সে দেহতো অসার—অপদার্থ হলো, প্রভু! প্রভু! এ হতভাগ্যকে সুখের স্বর্গে তুলে শেষে অতল পাতালে নিক্ষেপ কর্‌তে মনস্থ ক'র্‌লেন?

নারদ। বৎসরে! তোর মত শিষ্যের কাছে কি এক লহমার জন্য গুরুর অবসর গ্রহণ কর্‌বার যো—আছে; তুই এমনি কঠিন বন্ধনে বেঁধেছিস্—যে, অন্যত্রে গমন ক'র্‌তে একপদ গতিশক্তি

নাই। বাপ মার্কণ্ডেয়, আমি কি তোমাকে ভুল্‌তে পারি, তোমার হৃদয়ে অহর্নিশিই বাস ক'র্‌ছি। যখন আমাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হবে, হৃদয়-ক্ষেত্রে তখনই দেখ্‌তে পাবে। এক্ষণে—মায়া মোহ, শোক, সন্তাপ প্রভৃতি যাবতীয় অপবিত্রতাকে হৃদয় হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে শুদ্ধ-হৃদয়ে, স্থির মনে, অটল প্রতিজ্ঞাসূত্রে আশা দেবীকে বন্ধন করতঃ নবীন-নীরদ-নিন্দিত নিরুপম শ্যামসুন্দরকে-ও সেই মোক্ষপদ প্রদায়িনী মাধব-ব'ক্ষ-বিলাসিনী মহাদেবী রাধিকার, কনক কান্তি গঞ্জিত, কমল-দল রাজীত শান্তিময়ী রূপখানিকে অনুক্ষণ চিন্তা কর। এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। আস্‌বার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে পুনর্ব্বার উপনীত হবো। তবে আর এক কথা ব'লে যাই, দেখো বাপ্‌, কারু প্রলোভনে প'ড়ে কদাচ যেন রাধাকৃষ্ণ নাম ভুলোনা। পূর্ব্বেই তো বলেছি, কত শত মায়াধারী এসে কত মত মায়া খেলা খেলাবে, কত প্রকার ভয় প্রদর্শন ক'র্‌বে, দেখো সে সকলের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করোনা।

মার্কণ্ড। যে আজ্ঞা, আপনার আদেশ এ অধীনের শিরোধার্য্য।

নারদ। তবে চল্লেম। তুমি তৎপর হও।

মার্কণ্ড। যে আজ্ঞা, প্রণাম হই। (প্রণাম করণ)

নারদ। অচিরাৎ সেই করুণাময়ের কৃপাবারি লাভ ক'রে পূর্ণকাম হও।

[প্রস্থান।

মার্কণ্ড। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

হে কৃষ্ণ কেশব, চিন্ময় রাঘব,

চিন্তার অতীত চিন্তামণি।

পুরুষ পরেশ, দেবেশ—দেবেশ,
দুর্গতিমোচন চক্রপাণি ॥
নবীন নীরদ, বরণ সুখদ,
ভকত-মোহন অপরূপ।
চাঁচর চিকুর, মোহন বেশর,
মদনমোহন ভাবকূপ ॥
বিনোদ বাঁশরী, ডাকয়ে কিশোরী,
পরাণ মাতোয়ারা সে রবে।
হৃদয়-মন্দিরে, ল'য়ে কিশোরীরে,
সেই ভাবে দাঁড়াইতে হবে ॥
হরি—হরি! হরিবোল হরি;—
(চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করণ।)

(কিয়ৎকাল পরে দুইজন দূত সঙ্গে শনির প্রবেশ।)

শনি। ঈর্ষানল!
জ্বল—জ্বল, হু-হু রবে;
তুমি না জ্বলিলে হৃদে,
ইষ্টসিদ্ধি কভু না হইবে,
না রহিবে প্রতিজ্ঞা আমার,
না ঘুচিবে মনের বিকার।
অবমাননা! ঘোর অবমাননা!
শিব, শিব—অত্যাচারী, মহা অহঙ্কারী,
অহঙ্কারে দেখিবারে না পায় নয়নে,—
ঘূর্ণিত নয়নে,
কহিল আমারে,
নিষ্ফল হইবে তোর অভিশাপবাণী।

উঃ—কি গর্ব্ব!
ভাল—ভাল শূলপাণি!
দেখাব—দেখাব অচিরে,
নিষ্ফল কি সফল হয় মম বাণী।
দূতগণ!

দূতদ্বয়। (সমস্বরে) আজ্ঞা।

শনি। ঐ যে হেরিছ তপোরত শিশু,
অবিলম্বে বাঁধি ঐ দুষ্ট দুরাচারে;
ল'য়ে চল রাজ্য অভিমুখে।

দূতদ্বয়। (সমস্বরে) যে আজ্ঞা প্রভু।
(তপোরত মার্কণ্ডকে স্কন্ধে গ্রহণ)

শনি। ওরে দুর্ব্বুদ্ধি বালক! কতক্ষণ—তুই জীবিত থাকবি! কতক্ষণ না তোর ক্ষুদ্র প্রাণ কৃতান্ত-কর কবলিত হয়। তুই দুরাচার দুবার আমার অমোঘ বাণ-মুখ হতে রক্ষা পেয়েছিস্, কি[ন্তু] দেখ্‌বো শিশু, এইবার তিনবারের বার, এইবার তোর প্রাণ কেম[ন] ক'রে রক্ষা হয়। (উদ্দেশে) শম্ভু! দেখ্‌বো তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় কি শনির প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, (দূত প্রতি) দূতগণ! চ[ল] তবে, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই।

দূতদ্বয়। যে আজ্ঞা, চলুন।

(অগ্রে শনি তৎপশ্চাৎ দূতদ্বয় মার্কণ্ডের মোহাচ্ছন্ন দেহ স্কন্ধে লইয়া গমনোদ্যোগ)

(পুষ্করের প্রবেশ।)

পুষ্কর। গ্রহরাজ! একি কাজ? ঋষিকুমার মার্কণ্ডকে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় অপহরণ ক'রে কোথায় লয়ে যান?

শনি। কে তুমি?

পুষ্কর। কি আশ্চর্য্য! একবারে এত জ্ঞানশূন্য, আমায়—চিনতে পারছেননা?

শনি। না—না, পাচ্ছেমনা, বল তুমি কে?

পুষ্কর। তাইতো—বড্ড গরম যে, আজ্ঞে আমার নাম পুষ্কর।

শনি। অকস্মাৎ তুমি এখানে কি জন্য এলে?

পুষ্কর। আপনি অন্যায় কার্য্যে মনোযোগী হয়েছেন দেখে নিবারণ ক'র্‌তে এলাম।

শনি। কি অন্যায় কার্য্য?

পুষ্কর। এই যে হরিভক্ত মার্কণ্ডেয় অপহরণ।

শনি। কি দুষ্ট, অপহরণ! আমি একটা নরপশুকে অপহরণ ক'রে লয়ে যাচ্ছি? কেন—কি জন্য—কি ভয়ে? গ্রহপতি শনি অপহরণ কাকে বলে তার নাম গন্ধও জানেনা, আমি ওকে লয়ে যাচ্ছি ব'লে—আপনার এই ভুজ প্রতাপে।

পুষ্কর। হাঁ—তার আর সন্দেহ কি, আপনার যতদূর—ভুজবল, তা আর কারু অবিদিত নাই। রমণীর কাছে আপনার ভুজবল, ঘরের ভিতর আপনার বীরত্ব।

শনি। কেন—আমার ভুজ-বল কি কম?

পুষ্কর। আরে রামঃ! আমি কি তাই বল্‌ছি, আপনার মত অদ্বিতীয় বলবান বীর কি কুত্রাপি দৃষ্ট হয়, আপনার মত কে বলুন তো যুদ্ধ বাধলে সোঁটান্ দৌড়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারে, কোন বীরই বা শত্রু দেখ্‌লে আপনার মত ঘর ঢুকে বীর আস্ফালনে দশ দিককে প্রকম্পিত ক'র্‌তে সক্ষম হয়? ওঃ—আপনি একটা প্রকাণ্ড ক্ষীরখণ্ড—উহুঁ—উহুঁ—কি বল্‌ছি, থুড়িঃ—বীরখণ্ড—বীরখণ্ড।

শনি। কি দুরাত্মন্, উপহাস? বীর্য্যবান সূর্য্যনন্দন শনৈ-

শ্চর অবীর, হাঁরে মূর্খ! আমার বীরত্ব কীর্ত্তি যে চারি কালের জন্য অক্ষয়। আমার বীরত্বে নতমান নয়, এমন দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, মানব কে—কোথায় অবস্থান করছে? হাঁরে! অন্যের কথা আর কি বলবো, আদিদেব নারায়ণ যে এই শনির প্রতাপে গণ্ডকী পর্ব্বতে এখনও শীলারূপ ধারণ ক'রে রয়েছেন।

পুষ্কর। অহো—বটে—বটে, এটা বীরত্বের কথা বটে, ভাল আর একটা ঐরূপ বীরত্বের পরিচয় হোক্ না—শুনি।

শনি। পাপাত্মন্! পথ ছাড়, তোর সনে বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন কি?

পুষ্কর। আগে প্রয়োজন ছিলনা সত্য, কিন্তু এখন যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সরল কথায় হরিভক্ত শিশুকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে আর বড় একটা বাক্‌বিতণ্ডার দরকার হবেনা, কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলেই বাক্‌বিতণ্ডা, ঢাল খাণ্ডা, কত কি রকমের গণ্ডা গণ্ডা প্রয়োজন হবে।

শনি। তবে তুই সহজে পথ ছাড়বিনা?

পুষ্কর। হাঁ—সেই রকমই তো বোঝায়।

শনি। তবে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হ।

পুষ্কর। তা—হচ্ছি—তাইতো—কি করি, শিকলটা আনতে বড় ভুল হয়ে গেল; বেঁধে নিয়ে যাব কিসে? তাইতো—

শনি। ও—পাপমতি, তোর মনে এতদূর দুরাশা! হাঁরে অজ্ঞান! তুই কি ভেবেছিস্ আমি তোর সনে রণে বিজয় লাভ ক'রতে পারবোনা?

পুষ্কর। কই আর তা ভেবেছি বলুন, আমি ভাবছি কেবল—হায় কি ক'ল্লুম, শেকোল গাছটা ফেলে এলুম।

শনি। ওরে বর্ব্বর! রণে ব্রতী হ, আমাকে হীনশক্তি ব'লে যে তোর ভ্রম জন্মেছে, এখনই তা দূরীকরণ হবে।

পুষ্কর। হবে সত্য, কিন্তু দেখ্‌বেন—পলায়নটা য়েন না হয়।

শনি। কি! পলায়ন? সামান্য একটা পতঙ্গের রণে মত্ত মাতঙ্গ পরাস্ত হ'য়ে পলায়ন ক'র্‌বে? হা-হা-হা, কি অভাবনীয় অত্যদ্ভুত কথা! ওরে পাপমতি! শীঘ্র রণে ব্রতী হ, বাক্‌যুদ্ধে ফল কি? যদি বীর হ'স্ তবে অস্ত্রে—অস্ত্রে, অসিতে—অসিতে, বাক্-নিষ্পত্তি কর, বিনা যুদ্ধে কত্থকের মত এত বাক্‌যুদ্ধের আড়ম্বর কেন? ধর অসি কিম্বা ধনুর্ব্বাণ ধর।

গীত।

ধররে পাপীষ্ঠ দুষ্ট, ধনুঃ শর ধররে ধর।
বুঝবো শক্তি, শীঘ্র রণে হরে হ অগ্রসর ॥
নাস্তি ত্রাণ, নাস্তি রে প্রাণ,
দেহ শূন্য, ভিন্ন—করিব তোর প্রাণ,
অচিরে পাঠাব কৃতান্তের ধাম, শোন্ শোন্ রে পুষ্কর ॥

পুষ্কর। দেখ গ্রহপতি, আমি তো তোমার সহিত রণে ব্রতী হবো ব'লেই এসেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার এরূপ দুর্ম্মতি ঘট্‌লো কেন? হরিভক্ত শিশুকে বিনাশ করা কি তোমার সাধ্য, তুমি যদ্যপি অনন্ত কোটি বৎসর ধ'রে ঐ শিশুর জীবন বিনাশের জন্য প্রয়াস পাও, তাহলেও কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হতে পার্‌বেনা। স্বয়ং হরি যে ঐ সুকুমার শিশুর সর্ব্বাঙ্গকে বিষ্ণুমায়াতে আবরণ ক'রে রেখেছেন, ওর ঐ দেহ জলে, অনলে, হলাহলে, অস্ত্রে কি শস্ত্রে কোনরূপে নষ্ট হবার নয়। আর তার পরিচয় তুমিই কেন না পেয়েছ, আমার সলিল-মধ্যে যদি কেহ পতিত হয়, বলি—তারও কি কখনও 'জীবনাশা থাকে, লোকে কথাতেই

ব'লে থাকে কিনা, পুষ্করে দুষ্করবারি। তাই বলি গ্রহস্বামি, সেই পুষ্করের দুষ্কর বারিতে মার্কণ্ডকে নিক্ষেপ ক'র্‌লেও যখন দুধের বালক অবহেলে প্রাণ পেলে, বলি তখনও কি তোমার ভ্রম ঘুচলোনা যে, ঐ শিশু শিশুরূপে বজ্রখণ্ড। গ্রহদেব! এখনও আমার কথা শোন, যা ক'রেছ তা ক'রেছ, এক্ষণে ধ্যানমগ্ন ঐ ভক্ত বালককে যথাস্থানে রক্ষা ক'রে নিজ স্থানে গমন কর, সকল দিকে শুভ হবে। নতুবা বিষম বিষধররূপী শিশুকে বার—বার উত্যক্ত ক'র্‌লে, তোমার পরিণাম যে অতীব যন্ত্রণাময় হয়ে উঠ্‌বে, গয়াসুর হস্তে তেত্রিশকোটি দেবতাগণ সহ ইন্দ্রের যে দুর্গতি হয়েছিল, অবিকল তোমাকেও সেই দুর্গতি ভোগ ক'র্‌তে হবে।

শনি। হা-হা-হা, বলি অত ব'কে ব'কে মাথা ধরাবার কি দরকার ছিল, সাফ্ এক কথাতে ব'ল্লেই তো চুকে যেতো, আমার বড় ভয় হয়েছে, আমি যুদ্ধ জানিনে। স্পষ্ট ব'ল্লে কি মাথা কেটে নিতাম, যাও—যাও, প্রাণ ভিক্ষা দিলেম, ক্ষমা ক'র্‌লেম।

পুষ্কর। হা-হা-হা; বাতুল আর কাকে বলে, প্রকৃত যা—বাতুল তা একেই বলে। ওরে দুষ্টবুদ্ধি শনি! আমার হিত-কথায় যখন তোর চৈতন্যোদয় হলোনা,—তখন নিশ্চয় বুঝলেম, তোর ভাগ্যে অশেষ দুঃখ স্তবকে—স্তবকে সাজান আছে, এক্ষণে সত্বর হ, অসি ধারণ কর্, আয় তোর রণ-পিপাসারি শান্তি বিধান করি।

শনি। ভাল—ভাল, আয় তবে।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর শনি অসমর্থ হওন।)

শনি। উঃ—উঃ—আর যে সহ্য হয়না, রণদক্ষ পুষ্করের অসিরাঘাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে ধারাকারে রুধির-ধারা প্রবাহিত হ'চ্ছে। তবেতো আর হয়না, মার্কণ্ডের জীবন বিনাশ ক'রে প্রতিজ্ঞা পালনের তো উপায় দেখিনা. কি করি—ভাল আর একবার যুদ্ধ ক'রে দেখি না কেন, একবারে হতাশ হওয়া কি ভাল? একবারে না পারা যায়, পাঁচবার চেষ্টা ক'রে দেখা তো উচিত। আর না পারা যাবে—তারি বা মানে কি, প্রথম প্রথম যুদ্ধ ক'র্ত্তে অমন হ'য়েই থাকে। তার কারণ হচ্ছে প্রথমবারেইতো হাত—ভাল রকম সরেনা, দ্বিতীয়বারেই ঠিক স'রে যায়। হাঁ—হাঁ, ঠিক্ কথা, এইবার স'র্‌বেই স'র্‌বে। (প্রকাশ্যে পুষ্করের প্রতি) বলি ওরে রণ অনভিজ্ঞ দুষ্টমতি পুষ্কর! বলি এখন আর নিরস্ত ভাবে ভেবে কি ফল হবে, হয় পুনর্ব্বার রণে ব্রতী হ,আর নইলে প্রাণ ল'য়ে পলায়ন কর। হা-হা-হা, পুষ্কর—শনির সহিত রণ করা বড় দুষ্কর, বড় দুষ্কর।

পুষ্কর। আরে ম'লো যা, এটা বলে কি, আমায় যে অবাক্ ক'র্‌লে, হাঁরে ও দুর্ম্মতি! বলি তোর কি লজ্জা সরম কিছুই নাই? তুই কোন মুখে আবার আমার কাছে রণ স্পর্দ্ধা প্রদর্শন কর্‌লি? ধিক্ তোকে, ছি তোকে। তুই দেবতা নামের অযোগ্য, অতি নীচ, অতি পাপী, তোর সনে সংগ্রাম করাও নিতান্ত অবিধি: কিন্তু কি ক'র্‌বো, পূর্ব্বে মহর্ষি নারদের কাছে অঙ্গী-কার-বদ্ধ হয়েছি যে, শিশু মার্কণ্ডের রক্ষা ভার নেব, কাজেই শান্ত থাক্‌তে পার্‌লেমনা, তোর এই দুষ্কার্য্য দেখে তার প্রতি-ফল দিতে অগ্রসর হ'তে হ'লো। কিন্তু শোন্ শনি! এখনও ব'লছি মার্কণ্ডের [illegible] দেহ যথাস্থানে রক্ষা ক'রে স্বস্থানে

প্রস্থান কর্, নতুবা এবার আর তোর রক্ষা নাই, এবার নিয়ে গিয়ে কারাগারে—

শনি। খুব ভয় দেখান হয়েছে, আর কেন, আমি যেন একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু—নয়?

পুষ্কর। তুই যে দুগ্ধপোষ্য শিশু—সে কথা কি বল্‌তে? হাঁরে তুই যদি দুগ্ধপোষ্য শিশুই না হবি, তাহলে কি আর ঐ দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর অনিষ্টাচরণে প্রবর্ত্ত হোস্, আমার বিবেচনায় তুই দুগ্ধপোষ্য শিশুরও অধম।

শনি। আবার সেই বাক্যাড়ম্বর এনে ফেল্লি, নে সত্বর যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হ।

পুষ্কর। ভাল, আয় দেখা যাক্।

(উভয়েব পুনর্ব্বার যুদ্ধ; কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর
শনি পরাজয় হওন।)

পুষ্কর। (উপহাস্যে) কি গ্রহপতি, রণসাধ মিট্‌লো তো? এস তবে এইবার দুষ্কার্য্যের দণ্ড বিধান করি, বন্ধন ক'রে ধীরে ধীরে কারাগারে নিয়ে যাই।

শনি। আরে—তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, অত উচ্চাশা কেন, অগ্নিযুদ্ধ সমাপণ হ'লো, এখনও—বহু প্রকার যুদ্ধ বাকি, বাণযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, শস্ত্রযুদ্ধ,—ঢের—ঢের। পুষ্কর! তুই এমন ভাবিস্‌নে যে সহজে আমি নরপশু মার্কণ্ডকে পরিত্যাগ ক'রে যাব।

পুষ্কর। কাজকি—কে ব'লেছে, এক্ষণে এস তোমারি বিদ্যের দৌড়টা ভাল ক'রে দেখে নিই।

শনি। আচ্ছা কোন যুদ্ধে তুই সমর্থ হবি বল।

পুষ্কর। কোন যুদ্ধেই অসমর্থ নই, এক্ষণে আরম্ভ হ'লে হয়।

শনি। (স্বগতঃ) তাইতো; দুরন্ত পুষ্করকে কপট যুদ্ধে আহত না ক'র্‌লে মনোস্কামনা পূর্ণ হবেনা দেখ্‌ছি, এক্ষণে এক কার্য্য করি, মেঘবর্ণ দূতকে শিখিয়ে দিই যে, যখন আমরা উভয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবো, সেই সময় তুই পশ্চাদ্ভাগ হ'তে দুরাচার পুষ্করকে সতেজে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌বি। কেমন, এ যুক্তি অতি সৎযুক্তি। তা হলেই নিষ্কণ্টক—হাঁ—ঠিক্, তাই করি। (জানান্তিকে দূতের প্রতি) ওরে মেঘবর্ণ! শোন্। (মেঘবর্ণ দূতের কর্ণমূলে কথনান্তে) বুঝেছিস্?

প্র, দূত মেঘবর্ণ। আজ্ঞে হেঁ।

পুষ্কর। কি—পলায়নের যুক্তি স্থির হলো নাকি?

শনি। কি—পলায়ন! ওরে, শনি সহজে পলায়ন ক'র্‌বেনা। অগ্রে তোকে, পরে ঐ দুষ্ট বালককে শমন-ভবন দর্শন করিয়ে তবে পলায়ন ক'র্‌বে।

পুষ্কর। ইস্—বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই, কুলোপানা চক্রটী বেশ আছে।

শনি। আচ্ছা, বিষ আছে কি না আছে—বাহুযুদ্ধে ব্রতী হ, তা এখনই তোর অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়ে দিচ্ছি।

পুষ্কর। বেশ—বেশ। এস।

(উভয়ের বাহুযুদ্ধ, কিয়ৎক্ষণ পরে শনিকে ভূ-পৃষ্ঠে
নিপাতনোদ্যোগ, ইত্যবসরে শনির দূত
মেঘবর্ণ কর্ত্তৃক পুষ্করের কটিদেশে
অসিরাঘাত।)

পুষ্কর। উঃ—উঃ—কেরে—কোন্ চণ্ডাল এই কাজ ক'র্‌লি? হা—দয়াময় হরি। (ভূতলে পতন)

শনি। কেমন দুষ্ট, শনির সনে বাদ ক'রে পরিণামে কি দুর্দ্দশা হ'লো তা দেখ্। দূতগণ! চল। আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, নির্ব্বিবাদে নিজ রাজ্যে গমন করি।

দ্বিতীয় দূত। চলুন, কিন্তু মশায় এই ছেলেটার কি ঘুম, আপনারা এত যুদ্ধ ক'র্‌লেন, এত তর্জ্জন গর্জ্জন ক'র্‌লেন, এতে এর আদৌ চট্‌কা হলোনা, ধন্নি বাবা ঘুমকে।

শনি। তাই তো দূত, ভাল এইবার ওকে নিয়ে গিয়ে চিরকালের নিদ্রায় নিদ্রিত করাবো।

[মার্কণ্ডের ধ্যানমগ্ন দেহ লইয়া দূতগণ সহ শনির প্রস্থান।

(গান গাহিতে গাহিতে মেঘাবতীর প্রবেশ।)

গীত।

কই কই নাথ, কোথা প্রাণনাথ, কি দশায় আছ কোথায় প'ড়ে।
তোমার অমঙ্গল ঘটেছে তা জেনেছি আমি অন্তরে॥
তুমি হরিভক্ত তরে,
শনির সমরে, দারুণ ব্যথা পেয়েছ প্রাণে,—
(ছি—ছি, ধিক—ধিক, শনি পাপাচ'রে)
(অন্যায় করি তোমায় আঘাতিল)
ছি ছি কেমন ধর্ম্ম, কি তার মর্ম্ম, ধর্ম্মের এই কি পরিণাম রে॥

মেঘাবতী। কই আমার আরাধ্য দেবতা পতি রতন কই, ঐ না—পতিত—হেঁ—তিনিই তো বটেন। স্বামিন্! স্বামিন্! একি! একি! উঃ—বুক ফেটে গেল রে—বুক ফেটে গেল! হা নাথ, হা হৃদয়বল্লভ! তোমার চরণ যুগলের দাসী অভাগী মেঘাবতীকে এও দেখ্‌তে হলো, পদসেবায় নিযুক্তা হয়ে অবধি এমন ধূলিমাখা রক্তাক্ত দেহ তো কখন দেখি নাই। ওরে পাপ

নয়ন! তুই আমার হ'য়ে কেমন ক'রে আমার হৃদয় দেবতাকে এই ছিন্ন—ভিন্ন দশায় নিরীক্ষণ ক'র্‌লি? হাঁরে তোর মর্ম্মে কি আঘাত লাগ্‌লোনা? তা লাগ্‌বে কেন, তুই যে কোমল রূপে কঠিন পাষাণ। লোকে যে তোকে কোমল বলে, সেটা শুধু ভ্রম বশতঃ। নয়ন! তুই যদি কোমল পদার্থ হবি, তবে তোহ'তে ঝর্‌ণা বাহির হবে কেন? তুই পাষাণময় পর্ব্বত। পর্ব্বত হ'তেই ঝর্‌ণা নির্গত হয়, তাই—তো হতেও ঝর্‌ণা নির্গত হয়। তোতে আর পাষাণে সমান, কাজেই হৃদয়-বিদারক—দৃশ্য দেখ্‌তে তোর মনে ক্লেশ হয়না। তা নাই হোক্, তুই নয় সুখী হলি, আমি তো জান্‌লেম, তুই আমার কেমন আপনার। আর কি তোকে বিশ্বাস ক'র্‌বো—তা ক'র্‌বোনা। প্রাণ-পতিকে সুস্থ ক'রে আর তোকে—ও অঙ্গপানে চাইতে দেবনা। কান্ত! প্রাণকান্ত! উঠুন্, আপনাকে এ অবস্থায় পতিত দেখে আমার নয়ন শত্রুর বড় আনন্দ বৃদ্ধি হচ্ছে।

পুষ্কর। (চেতন প্রাপ্তে) উঃ—কি কষ্ট। বড় ব্যথা! হা—প্রিয়ে মেঘাবতি! তুমি এমন সময় একবার এলেনা? একবার এস, এসে দেখে যাও প্রিয়ে।

মেঘাবতী। প্রাণেশ্বর! হতভাগিনী মেঘাবতী এসেছে।

পুষ্কর। কই প্রিয়ে কই তুমি, আমাকে ধ'রে তোল।

মেঘাবতী। (পুষ্করকে উপবেশন করাওন)

পুষ্কর। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ) ওঃ—ধর্ম্মের কিরূপ গতি কিছুই বোঝা যায়না। হা—ধর্ম্ম! আমি তোমাকে র'ক্ষা ক'র্‌তে গেলাম, কিন্তু তুমি আমাকে রক্ষা ক'র্‌লে কই? মহর্ষি নারদের কাছে সত্য-ধর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ হ'য়েছিলেম যে, আমার অধিকৃত স্থানে হরিভক্ত শিশু মার্কণ্ডের কোন বিপদ উপস্থিত

হ'লে আমি তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা ক'র্‌বো,—হা—কি পরিতাপ! হরিভক্তকে রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে হরিভক্ত অরির কপটতায় মর্ম্মান্তিক ব্যথা পেলেম। হা অন্তর্যামী হৃষীকেশ! ধর্ম্মকার্য্য উদ্ধারার্থে গিয়ে; কি পাপে যে এ মনস্তাপ দিলে, তা প্রভু তুমিই জান। প্রিয়ে মেঘাবতি! এক্ষণে তুমি আমায় ধ'রে লয়ে চল, আমি একটু সুস্থ হয়েছি।

[মেঘাবতীকে ধরিয়া পুষ্করের স্খলিত-পদে প্রস্থান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে নারদের পুনঃ প্রবেশ।)

নারদ। এই তো সেই স্থান। কিন্তু কই, প্রাণাধিক শিষ্য আমার কই? বৎসকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, আবার কি হলো? আবার কি শনি কর্ত্তৃক কোন বিপদ ঘট্‌লো, সম্ভব,—নইলে আমার মন কেন সেরূপ ব্যাকুল হবে, আমার মনের অস্থিরতা দেখেই আমি বেশ জেনেছি, সুনিশ্চয় মার্কণ্ডের বিপদ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এবার কাকে প্রকৃত দোষী নির্ব্বাচন ক'র্‌বো,—শনিকে? না—না, যাকে মার্কণ্ডের রক্ষা ভার দেওয়া হয়েছিল, তাকেই দোষী বিবেচনা করা উচিত। (উদ্দেশে) পুষ্কর! তুমিই কি বার-বার আমার সহিত চতুরতা প্রকাশ ক'র্‌ছো? দেখ্‌বে পুষ্কর, ব্রহ্ম-বিষের কতদূর তেজ একবার দেখ্‌বে, ভাল শীঘ্রই দেখাচ্ছি। না—না, আমি কি ক'র্‌ছি, অনুমানে কেন পুষ্করকে দোষী ব'লে ভাবছি, একবার ধ্যান-চ'ক্ষে দেখ্‌লেই তো প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হবো—সেই ভাল। (ধ্যানে উপবেশন ও কিয়ৎকাল পরে ধ্যান সমাপিয়া) অহো—কি সর্ব্বনাশ! পাপাচার শনি মার্কণ্ডকে কোথায় লয়ে গেছে; আপন রাজ্যে লয়ে গিয়ে কারাগারে বদ্ধ ক'রেছে। যাইহোক্, আবতো ক্ষণ বিলম্ব করা

উচিত নয়, বৎস মার্কণ্ডের উদ্ধারোপায় স্থির করতে হলো, এক্ষণে বৈকুণ্ঠবিহারী হরির সমীপে গিয়ে এই সর্ব্বনাস বৃত্তান্ত জানাইগে, তিনিই অনুপায়ের উপায়, দুর্ব্বলের বল, ভীতের ভরসা, বিপদে রক্ষাকর্ত্তা। তিনি ভিন্ন মার্কণ্ডকে এ বিপদে রক্ষা করে কার ক্ষমতা, কিন্তু একটি কার্য্য বড়ই মর্ম্মান্তিক হয়েছে, দুর্ব্বৃত্ত শনি তীর্থরাজ পুস্করকে দূত কর্ত্তৃক গুপ্তাঘাতে আহত করেছে। আহা, আমার প্রাণাধিক শিষ্য মার্কণ্ডের বিপদ-বার্ত্তায় আমি যতদূর কাতর না হয়েছি, বিশুদ্ধাত্মা পুস্করের বিপদে তার চেয়ে কোটি গুণ ব্যথায় আমার হৃদয় ভেদ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক্, পাপাচার এর সমুচিত শাস্তি পাবেই পাবে। হরি যদি যথার্থ দর্পহারী হন্, তাহলে অচিরাৎ সে পাপীর দম্ভ চূর্ণ হবে। এক্ষণে যাই, আর বিলম্ব বিধি নয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়-অঙ্ক।

প্রথম-দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠ-ধাম।

(রত্নাসনে লক্ষ্মী ও নারায়ণ উপবিষ্ট।)

লক্ষ্মী। কান্ত! একি হেরি! বিমলাস্য মলিন কেন?

নারায়ণ। লক্ষ্মি! ব'ল্‌বো কি, আজ আর আমাতে আমিত্ব নাই, আমার হৃদয় কাঁপ্‌ছে, প্রাণ—বুকের ভিতর ব্যাকুল হয়ে যেন বন্দীর ন্যায় অবস্থান ক'র্‌ছে। প্রাণের সুখ নাই, স্বচ্ছন্দতা নাই। ব'ল্‌তে পার কমলে, কেন অকস্মাৎ এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণানলে আমার সর্ব্ব শরীরকে দগ্ধ ক'র্‌ছে?

লক্ষ্মী। প্রাণকান্ত! অধিনীকে আর সে কথা ব'ল্‌তে হবে কেন, তোমার এ দারুণ দুঃখের কথা যার কাছে বল্‌বে সেই মুক্তকণ্ঠে এর কারণ ব'লে দেবে।

নারায়ণ। কার কাছে যাব, কে ব'লে দেবে? কমলে! সম্প্রতি তোমার কাছে আছি, তুমিই এর কারণ কি খুলে বল।

লক্ষ্মী। ওহে ভক্তাধীন! তুমি যে নিতান্তই ভক্তের অধীন, নীল-বর্ণ আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়ে যেমন নদাদির জল নীল-বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ তুমিও ভক্তগণের অবস্থানুযায়ী ভাব প্রাপ্ত হও। হৃষীকেশ! কোথাও কোন ভক্ত দারুণ সঙ্কটে পতিত হয়ে তোমায় আহ্বান ক'র্‌ছে, কাজেই তোমার এরূপ ভাবান্তর জন্মেছে।

নারায়ণ। প্রিয়ে! যথার্থই বলেছো। তোমার কথাটি আমার বেশ হৃদয়ঙ্গম হলো, বেশ বিশ্বাস হলো। কিন্তু রসে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, কি পাতালে, কোন স্থানে কোন প্রাণাধিক ভক্ত ধন বিপদার্ণবে মগ্ন তাও কি ব'ল্‌তে পার?

লক্ষ্মী। অধিনী ঐ রাজীব চরণ-প্রসাদে তাও বল্‌তে সক্ষম।

নারায়ণ। লক্ষ্মি! তবে আর বিলম্ব করোনা, শীঘ্র বল, আমার অন্তরে বড় যাতনা হচ্ছে,—

লক্ষ্মী। অন্তর্যামিন্! তুমি যখন অন্তরাত্মা-রূপে জগতের যাবতীয় জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তখন আর তোমার জান্‌তে কি বাকি, তবে পদাশ্রিতা দাসীর মুখে যদি সে সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌তে ইচ্ছা হয়ে থাকে তো—বলি।

(ইত্যবসরে ভগবতীর প্রবেশ।)

ভগবতী। বলিতে হবেনা আর
তোরে গো কমলে,
আমিই নিঠুরে বলি সে কথা।

নারায়ণ। একি! একি! স্বয়ং মহামায়া যে উপস্থিত! মা, মা! অম্বিকে! এস—এস মা, আজ তোমার আগমনে আমার বৈকুণ্ঠধাম পবিত্র হলো।

ভগবতী। হরি!
মিষ্ট কথা জান তুমি ভাল,—
পাষাণ দরবে ও কথা শুনিলে।
কিন্তু কেশব,
পার্ব্বতী আজ ভুলিবেনা কভু।
ছাড় পীতবাস
ছাড় মিষ্ট সম্ভাষণ,

ত্যজ তব মায়া-মাখা কথা,
আসিয়াছি বহুদূর হতে,
নিভাতে তোমার কাছে—মরমের জ্বালা।
সুবিচারি!
কর বিচার বিধিমতে,
পুত্র ধনে দুষ্ট শনি কেন কাঁদাইছে?
কেনবা দিতেছে তার হৃদে—ব্যথা অনিবার।
শুনিবারে চাই,
বল কৃষ্ণ,
এত স্পর্দ্ধা কেন ধরে রবির নন্দন।

নারায়ণ। জননি!
বুঝিনু গো সব
মার্কণ্ডে দিতেছে ক্লেশ শনি দুরাচার,
অহো—
তেঁই কাঁদে পরাণ আমার
তেঁই মা কাঁদে জীবন তোমার
কাঁদিবেন ইথে মাগো দেব পশুপতি।
তুমি, আমি, শম্ভু এই—তিন জন হ'তে
জন্মিয়াছে সেই ভক্ত নিধি।
কাজেই কাঁদে এ তিনের প্রাণ।
কহ কহ জগন্মাতা,
কহগো জননি,
কোথায় কেমনে বঞ্চে প্রাণাধিক ধন?

ভগবতী। পীতাম্বর!
কি বলিব আর

বলিতে কথা বুক ফেটে—যায়,
পাপমতি অতি দুরাচার ছায়ার তনয়,
নাশিবারে ভক্ত প্রাণধনে,
পাছু—পাছু ফিরে,
ছায়া যথা কায়া অনুগামী।
ঘুরি ফিরি সুযোগ প্রয়াসী,
সুযোগ বুঝিয়া
মার্কণ্ডে ফেলিল দুষ্ট পুষ্করের জলে।
র'ক্ষা পাইল তাহে ভক্ত পুষ্কর কৃপায়।
কিন্তু পুনঃ শুন দেব শ্রীমধুসূদন,
পুনর্ব্বার দুষ্টমতির দুষ্ট আচরণ,
তব ধ্যানে মন স'পি মার্কণ্ড আছিল
বলে তারে করিয়া গ্রহণ,
কারাগার মধ্যে ভক্তে ক'রেছে রক্ষণ।
এত অত্যাচার!
এত অহঙ্কার!
দেহ এবে অনুমতি
সহিয়াছি বহু—
আর না সহিতে পারি প্রাণে
কোটিখণ্ডে মিশাব দুষ্টে সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।

নারায়ণ। কি ছার সে শনি মাতঃ—কত বল ধরে,
আঁখির পলকে লয় হয় দুরাচার,
কিন্তু দেবি,
বধিলে তারে,
সৃষ্টি কার্য্যের হবে ব্যতিক্রম।

(দূরে মহাদেবের প্রবেশ।)

মহাদেব। (দূর হইতে) শুনিবনা ও বচন।
মারিব—মারিব সে পাতকী পামরে।

নারায়ণ। র'ক্ষ র'ক্ষ বিরূপাক্ষ ত্যজ রোষানল।
তব রোষে দগ্ধ হবে ত্রিলোক-মণ্ডল ॥

মহাদেব। কত সহ্য হয় হরি?
বার-বার অহঙ্কারে মাতি দুরাচার,
বার-বার কাঁদাইছে ভক্ত রত্ন—ধনে,
কেন?
দুর্ব্বল কি শূলপাণি ত্রিশূল ধারণে?
না—নৃমুণ্ডমালিনী দুর্গা, শক্তিহীনা এবে?
অথবা কি হে কেশব
হারায়েছ তুমি সুদর্শন?
বল—বল শুনি,
কেন,
কি কারণে দুষ্ট জন দণ্ড নাহি পায়?

গীত।

বল বল হরি! বল ত্বরা করি, কেন কেন তার অহঙ্কার।
কিসের কারণে, মনে নাহি গণে, আমা সবে সে দুরাচার॥
নির্জ্জন কাননে, হরির সাধনে,
হরিভক্ত ব্রতী, তায় কি কারণে,
যাতনা প্রদানে, দহে দুখাগুণে, বল বল কেন বারম্বার॥
আজ দেখিব শনিরে, পাতকী পামরে,
দিব যম-ঘরে, ত্রিশূল প্রহারে,
বুঝিব—বুঝিব কে রাখে তাহারে, এতেক শকতি আছয়ে কার॥

নারায়ণ। দিগাম্বর!
এইবার—দিব দুষ্টে দণ্ড—সমুচিত।
মহাদেব। কে—কে?
তুমি?
পারিবেনা হরি,
দয়াপূর্ণ হৃদয় তোমার।
আজ্ঞা কর শিবে,
পাষাণে গঠিত হয় এই মৃত্যুঞ্জয়।
অথবা যদ্যপি হয় মনন তোমার,
শনি বধে দেহ আজ্ঞা পাষাণ-সুতারে।
পূর্ণকাম হইবে নিশ্চয়
হরিভক্ত-রিপু যাক্ যমের আলয়।
নারায়ণ। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য দেব শূলপাণি।
কিন্তু প্রভু ভাবি দেখ মনে,
শনি নাশ হয় যদি বিশ্ব—চরাচরে,
বিধাতার সৃষ্টি লোপ হবে সুনিশ্চয়।
মহাদেব। আশ্চর্য্য হইনু ওহে শ্রীমধুসূদন।
সৃষ্টি লোপ হ'বে প্রভু শনির কারণ?
ওহে ভব-ধব,
ওহে ব্রহ্মময়—পরাৎপর,
কত শনি বিরাজে যে ঐ পদ্ম-পদে,
একটা শনি ধ্বংস হলে,
সৃষ্টি হবে কোটি শনি ঐ পদধূলে।
নারায়ণ। অব্যাহতি নাহিক তাহার
শাস্তি পাবে সমুচিত।

তবে প্রাণদণ্ড নাহি করি,
দিব দণ্ড বিধিমতে।

মহাদেব। যাহা ইচ্ছা কর ইচ্ছাময়।
কিন্তু—শেষ নিবেদন এই—ও পদ রাজীবে,
পুনঃ যদি দুষ্ট শনি
ব্যথা দেয় প্রাণাধিক ধনে,
র'ক্ষা তার নাহি প্রভু ত্রৈলক্য-মুণ্ডলে।

ভগবতী। আমারও প্রতিজ্ঞা শুন শুন চক্রধর,
গত অপরাধ যত ক্ষমিলাম তার,
কিন্তু এইবার—
এইবার সতর্ক যেন রহে দুরাচার।
বিন্দু মাত্র অপরাধ পারিলে জানিতে,
তিল—তিল করি দুষ্টে ছেদিব অসিতে।

নারায়ণ। যথা আজ্ঞা জগৎজননী।

মহাদেব। চলিনু তবে কৈলাস-বাসেতে।
যাও শীঘ্র তুমি প্রভু শনির রাজ্যেতে।

নারায়ণ। যথা আজ্ঞা দিগাম্বর।

মহাদেব। নতি করি রাঙ্গা পায়। (প্রণাম করণ)

ভগবতী। আমারও প্রণাম লহ ত্রৈলক্য-ঈশ্বর। (প্রণাম করণ)

নারায়ণ। ভক্তিভাবে আমিও নমি হর-গৌরীপদে। (প্রণাম করণ)

মহাদেব। বিদায় হলেম পরমেশ
মার্কণ্ডে উদ্ধার ক'রো দারুণ বিপদে।

নারায়ণ। শিরোধার্য্য শিব-বাণী।

[হরগৌরীর প্রস্থান।

লক্ষী। কান্ত! শনি যেরূপ কদাচারী, তাতে তার প্রাণদণ্ড হওয়াই বিধি, বিশেষতঃ আমি জানি সে জগতের শত্রু, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাবতীয় কু-ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, সে সমস্ত কেবল শনির কুদৃষ্টিতেই।

নারায়ণ। প্রিয়তমে! যা ব'ল্লে সমস্তই সত্য, কিন্তু প্রিয়ে, মনে ভেবে দেখ দেখি, শনি না হ'লে সৃষ্টি র'ক্ষা কিরূপে হতো। সাধারণে ব'লে থাকে, শনি বড় দুর্দ্ধর্ষ, শনির দৃষ্টিতে গণেশের হস্তী-বদন হলো। কিন্তু কমলে, শনির কুদৃষ্টিতে যদি গণপতির করীমুখ না হতো, তাহলে কি তেত্রিশকোটি দেবতার অগ্রে গণনায়কের পূজা স্থাপন হতো, না—সিদ্ধিদাতা গণেশ ব'লে কেউ উচ্চ সম্ভাষণ ক'র্‌তো. কেবল শনি কর্ত্তৃক কুদৃশ্যে পরিণত হওয়াতেই সানন্দে দেবতাবৃন্দে মহৎ মান্য প্রদান ক'র্‌লেন।

(ইত্যবসরে দূরে নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (দূর হইতে) বটে—বটে, দয়াময়, সে কথা যেন সত্য হলো, কিন্তু মার্কণ্ডের প্রতি দুষ্টমতির এত ঈর্ষা কেন, তাই শুন্‌তে চাই।

নারায়ণ। (বিস্ময়ে) কে—নারদ!

নারদ। আজ্ঞা হাঁ, সেই অভক্তই বটে।

নারায়ণ। তুমি কোথা হ'তে এলে?

নারদ। কোথা হ'তে এলেম, যেথা তুমি পাঠিয়েছিলে—সেথা হ'তেই এলাম।

নারায়ণ। সে কিরূপ কথা? আমি তোমাকে কোথায় পাঠিয়েছিলেম।

নারদ। স্মরণ হচ্ছেনা? তা হবে কেন,—তোমার যদি স্মরণই

হবে, তবে কি আর হরিভক্ত—শিশু মার্কণ্ডের এতদূর দুর্দ্দশা হয়? যা হোক্ কৃপাময় তোমার লীলা খেলাকে ধন্য!

নারায়ণ। অহো বটে—বটে, এতক্ষণে মনে হলো। আমি তোমাকে মার্কণ্ডের তপস্যাব্রতীর ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেম।

নারদ। যা হোক্, মনে যে হলো এই ভাল। এখন একটি কথা বল্‌বো, দয়া ক'রে কর্ণগোচর ক'র্‌বে কি?

নারায়ণ। এ আবার কিরূপ কথা নারদ, কোনকালে আর তোমার কথা শুনি নাই বল।

নারদ। শুনেছও ঢের, মনে আছেও ঢের, কিন্তু ফলে কিছুই ফলে নাই।

নারায়ণ। নারদ! বাক্‌যুদ্ধে তুমি বড় পটু, এখন ও সকল কথা রাখ, কি বল্‌বার কথা তাই বল।

নারদ। দয়াময় হরি শুন্‌বে তবে? ভাল জিজ্ঞাসা করি ব্যাধের ব্যবসাটি তুমি কত দিনে ছাড়বে?

নারায়ণ। সে আবার কি কথা! ব্যাধের ব্যবসা কি?

নারদ। এই—পশু পক্ষীকে চার দেখিয়ে ভুলিয়ে এনে তাদের প্রাণ বিনাশ করা।

নারায়ণ। ও-কথার কিছুই বুঝতে পারলেমনা।

নারদ। তা বুঝতে পারবে কেন, নিজের ছিদ্র—নিজে কি দেখ্‌তে পায়।

নারায়ণ। নারদ যথার্থই বল্‌ছি, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা, আমায় বুঝিয়ে দাও।

নারদ। না—বেশ বলা হয়েছে, যার ঈঙ্গিতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়, তিনি অবুঝ, আর নারদ কিনা সুবুঝ-নারদ তাকে বুঝিয়ে দেবে। হরি হে! কথায় কথায় ছল—

নারায়ণ। অন্যের কাছে আমার ছল ও চাতুরী শোভা পায় সত্য, কিন্তু চতুর চূড়ামণি নারদের কাছে আমার ছল—চাতুরী দাঁড়াতে পারেনা।

নারদ। বটে—বটে, প্রভু,—

নারায়ণ। ভাল—ও সব কথা যাক্, এখন বল দেখি—নারদ, আমাকে ব্যাধ ব'ল্লে কেন?

নারদ। বলি কি আর সাধে, শাখী-শাখে পাখী আপনমনে মধুর—স্বরে গান করে, তুমি কিনা সেই পাখীকে চার দেখিয়ে, জালে ফেলিয়ে, যমালয়ের পথ দেখিয়ে দাও।

নারায়ণ। ও কথার অর্থ কি নারদ,

নারদ। ও কথার অর্থ; তুমি দুরন্ত ব্যাধ, তোমার সুধামাখা নাম সুস্বাদু চার, আর তোমার যে মায়া মহাজাল, সেই জাল—পশু পক্ষীরূপ ভাবি হরি-ভক্তগণের প্রাণ বিনাশের জন্য সুবিস্তৃত।

নারায়ণ। এ তোমার অতি অন্যায় কথা।

নারদ। ন্যায় হোক্ আর অন্যায় হোক্, আমার বিবেচনাতো ঐরূপই।

নারদ। আচ্ছা—তাই যেন হলো, আমি নয় ব্যাধই হলাম, কিন্তু নারদ— পশু পক্ষীরূপ যে ভাবি ভক্তগণ তাদিকে বিনষ্ট করি কই?

নারদ। ক'র্‌ছোনা আবার কেমন ক'রে? তোমার নামের চারে মুগ্ধ হ'য়ে বিহঙ্গ শিশু মার্কণ্ড জালে প'ড়ে প্রাণ হারাতে ব'সেছে কিনা তাকি দেখেও দেখ্‌ছোনা? হরিহে! ছি—ছি, ব'ল্লে কি—আর ক'ল্লে কি? নিজের নামকেও ডুবালে, আর আমারও কলঙ্কে ভুবন পূর্ণ কর্‌লে?

নারায়ণ। আমার আর দোষ কি নারদ।

নারদ। তোমার দোষ নয়, দোষ তবে কার? কার মন্ত্রণায়, কার যুক্তিতে, মুনি দম্পতির আঁখি-তারাকে হরণ ক'রে ল'য়ে বনে এনেছিলেম, কার আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে মার্কণ্ডকে অনন্ত যন্ত্রণা-সিন্ধু-মাঝে নিক্ষেপ ক'রেছি, সে কি আপন ইচ্ছায়? না—তোমার ইচ্ছায়, বল ইচ্ছাময় নীরব কেন? মার্কণ্ডকে হরিতপে ব্রতী কর্‌বার জন্য এই নারদের বড়ই মাথা ব্যথা ক'রে ছিলো—কি বলো? শনি, সে আমাকে শাসিয়ে ব'লেছিলো যে, মার্কণ্ডের জীবন, কৃতান্ত-হস্তে অর্পণ ক'র্‌বোই ক'র্‌বো—নয় প্রভু? ছি-ছি-ছি-ছি, নিজের নাম, নিজের প্রতিজ্ঞা, নিজের বীরত্ব, এ সব একবারেই হারালে? অহো—ব'ল্‌বো কি দুঃখের কথা, বলাও যে বৃথা, তোমাকে বলা আর বনে রোদন করা দুই সমান, না আছে চেতন, না আছে শ্রবণ, তোমার চৈতন্য নাই বুঝ্‌বে কিরূপে, শ্রবণ নাই শুন্‌বে কিরূপে, ভক্তের দুঃখ যদি বুঝ্‌তেই পার্‌বে, ভক্তের কান্নাই যদি শুনতে পাবে, তবে কি আর শনি নাম চরাচর হতে অন্তর্দ্ধান হ'তে এখনও বাকি থাকে, না এখনও শনি বীরদর্পে—দর্পহারী হরিভক্তকে কারাগারে কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে আবদ্ধ রাখ্‌তে পারে? অহো; না জানি এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশই হলো, হয়তো দুষ্ট শনির হস্তে হরিভক্ত শিশু মার্কণ্ডের আজ জীবন লীলার শেষ হলো।

গীত।

ওহে হরি মরি মরি প্রাণে।
দহিছে আমার হৃদয় সদা দুখাগুণে॥
ছি—ছি কি করিলে হরি,
আমায় ক'ল্লে পাপাচারী, (আমি জানিনা যে এমন হবে)

(এমন সঙ্কটে আমায় ফেলিবে)
ব্রহ্মহত্যা বংশীধারী হ'লো এতদিনে ॥
আগেতে জানিনা শনি বলবান,
শনিরোষে মার্কণ্ড পাবেনা হে পরিত্রাণ,
তাহলে কি তোমার কথায়,
ব্রতী ক'রতাম এ তপস্যায়, (হায়—হায়, তায়
কি ফল হ'লো) (শত্রু-করেতে অকালে ম'লো)
মরি মরি বুক ফেটে যায়, মলিনমুখ হ'লে মনে।

নারায়ণ। কার এতদূর স্পর্দ্ধা ?
কেরে—
কেবা হেন বলবান ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
কার শক্তি হরিভক্তে বধিতে জীবনে
কেনা জানে ভক্ত মম প্রাণ—সম—ধন,
ভক্ত লাগি সর্ব্ব ত্যাগী আমি
তাই বা নাহি জানে কোন জন।
দুরন্ত দানব দুষ্ট হিরণ্য-কশিপু,
মর্দ্দিনু দুর্ম্মদ দৈত্য নরসিংহ রূপে
কেন ? কি হেতু ?
সুধু মম প্রাণ সম ভক্তে রক্ষিবারে।
ভক্ত তরে না করেছি হেন কিবা কাজ ?
সুধা বলি হলাহল করিয়াছি পান,
ঝাঁপ দিছি জলন্ত অনলে,
মাথে ল'য়ে পদ-বাধা ব'য়েছি যতনে,
উচ্ছিষ্ট ত্যজ্য ফল ক'রেছি ভক্ষণ,
কুশাঙ্কুর পূর্ণ ক্ষেত্রে,

দুষ্ট ধেনু সনে—
হাস্যমুখে ক'রেছি ভ্রমণ,
করিয়াছি কালীয়দমন,
খর্ব্বিয়াছি বাসবের বীরগর্ব্ব যত,
বাঁচায়েছি গোকুলবাসীরে
বামকরে ধরি মহা গোবর্দ্ধন গিরি।
ভক্ত আমার
আমি সে ভক্তের,
ভক্ত কাঁদ্‌লে আমি কাঁদি,
ভক্ত হাস্‌লে আমি হাসি,
ভক্ত সনে প্রাণ মম এক তারে গাঁথা,
এ বারতা কোন মূর্খ না ভাবি অন্তরে,—
ব্যথা দেয় প্রাণাধিক ধনে?
ওঃ—শনি! শনি! দুরাত্মন্!
অত্যাচারী, মহা অত্যাচারী তুমি,
পাত্রাপাত্র নাহি তব জ্ঞান,
নিজ গর্ব্ব দেখাতেই ব্যস্ত দুরাচার।
আজ—ঘুচাব—ঘুচাব সে অহঙ্কার,
কই—কোথা সুদর্শন।
(সুদর্শন গ্রহণ)
সুদর্শন! সুদর্শন!
নির্মস্তক করি দুষ্ট রবির নন্দনে,
ঘুচাইবে—ঘুচাইবে এ দারুণ জ্বালা।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মী। পতি মম গেল চলি—

ভক্ত ধন পাশে,

আমিও যাইব তথা।

পুরাইব প্রিয় ভক্তের সাধের কামনা।

এস—নারদ।

(সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

—০—

শনির-কারাগার।

(হস্ত বদ্ধ মার্কণ্ড আসীন।)

মার্কণ্ড। হা—দয়াময় হরি! তোমার দাস মার্কণ্ড—শনি-কারাগারে বন্দী। না—না আমি কি ব'লছি, এ কারাগার কেন, এই মার্কণ্ডের পরম সুখের স্থান স্বর্গ। গুরুদেব ব'লেছেন, হরি, হরিভক্তকে পরীক্ষার জন্য নানারূপ কষ্ট প্রদান করেন। সেই কষ্টকে যার কষ্ট ব'লে জ্ঞান না হয়, সেই সুনিশ্চয় হরির কৃপা-বারি লাভে সক্ষম হয়। হরি! হরি! হরি! আমি প্রাণে মরি, সেও স্বীকার, শনি আমাকে অশেষ যন্ত্রণা দিচ্ছে বা দিতেছে, তাও দিক্, তাও সব,—তবু প্রভু, ভ্রমেও আমি এমন চিন্তা ক'র্‌বোনা যে, হরিতপে ব্রতী হ'য়ে এত কষ্ট পাচ্ছি। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি দেখ্‌বো হরি, তোমার বিষম পরীক্ষা-সাগর পার

হ'য়ে যেতে পারি কিনা? হরি—হরি, হরিবোল হরি। এই সময় কারাগারটি বেশ নির্জ্জন, এই নির্জ্জন সময়ে অনন্ত-রত্নকে হৃদাসনে বসিয়ে একবার তাঁর চরণ চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করি।

স্তব।

হে সত্য সনাতন, সঙ্কট-খণ্ডন, দুষ্ট গঞ্জনকারী।
সাধু-জন-মনোহর, পরম সুন্দর, কনক-কুণ্ডল-ধারী॥
গোপকুল তিলক, শ্রীনন্দ-বালক, গোপিনীরঞ্জক শ্যাম।
বৃন্দাবন-জীবন, রাখাল-রঞ্জন, মদন-মোহন-ঠাম॥
কেউর কঙ্কণ, শ্রীঅঙ্গে শোভন, জলদ-বরণ হরি।
চারু-চূড়া ধারণ, বাঁশরী-বয়ান, কুঞ্জ-কাননচারী॥

হরি—হরি—হরিবোল হরি। (ধ্যানস্থ হওন)

(ইত্যবসরে ছায়া ও শনির প্রবেশ।)

ছায়া। কই—বৎস, একবার মাত্র সেই শিশুকে আমায় দেখাও।

শনি। জননি! কেন আপনি কারাগারে এলেন?

ছায়া। এলেম—সেই শিশু রত্নটিকে দেখ্‌তে, তুমি তাকে শীঘ্র দেখাও।

শনি। মাতঃ, বার—বার ব'লেছি—এখনও বল্‌ছি, সে বালক হরিভক্ত নয়, সে আমার শত্রু-পুত্র।

ছায়া। বৎস! মনতো তা বোধ মান্‌ছেনা, আমার মনে হ'চ্ছে, স্বয়ং গোলকবিহারী হরি যেন একটি নবীন ব্রাহ্মণকুমারের বেশ ধ'রে, এই কারাগার মধ্যে বন্দী হ'য়ে অবস্থান ক'চ্ছেন।

শনি। (সহাস্যে) হা-হা-হা, কি অত্যদ্ভুত কল্পনা, বলি জননি! এও কি আপনার বিশ্বাস?

ছায়া। হাঁ বৎস, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তুমি একবার মাত্র সেই শিশু রত্নটিকে দেখাও, তা হলেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বো।

শনি। (স্বগতঃ) তাইতো কি করি, জননী যদ্যপি মার্কণ্ডেয়কে দেখেন, তাহলে হরিভক্ত ব'লে তাকে নিশ্চয়ই চিন্‌তে পার্‌বেন। আর চিন্‌তে পার্‌লেই প্রমাদ, আমার মনোস্কামনা পূর্ণ হ'তে দেবেননা। তাইতো—কোনরূপে ফিরাতেও তো পার্‌ছিনা, আচ্ছা, মার্কণ্ডেয়কে দেখান যাক্‌। হরিভক্ত ব'লে যদি বিনষ্ট ক'র্‌তে নিবারণ করেন, তাহলে ব'ল্লেই হবে যে, না—বিনষ্ট ক'র্‌বোনা। পরে—যা সঙ্কল্প স্থির ক'রেছি তাতো ক'র্‌বোই।

ছায়া। পুত্র! একি, সেই বন্দী বালকটিকে দেখ্‌বো বলাতে তুমি ওরূপ বিমর্ষ হ'লে কেন? তাকে দেখাতে কি কোন আপত্তি আছে?

শনি। না জননি, আপনি স্বচ্ছন্দেই দেখ্‌তে পারেন। এক্ষণে একটু অগ্রসর হ'য়ে আসুন। (ছায়ার অগ্রে গমন) জননি! ঐ দেখুন, ঐ সেই নরপশু তপস্যার ভাণ ক'রে—চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত ক'রে উপবিষ্ট।

ছায়া। (সবিস্ময়ে) একি! একি!

একিরে হেরি পুত্র প্রাণ-ধন!
কারে বাপ্‌ বলিস্‌ নর-পশু?
আহা—মরি, মরি
বৈকুণ্ঠবিহারী হরি, তপস্বীর বেশ ধরি
ভূলোকে হয়েছে অবতার,—
দেখেও কি দেখনা প্রাণের নন্দন?
পূর্ণ জ্যোতি শ্রীঅঙ্গে বিরাজে,

ধ্যানযোগে,
নিমগন জ্ঞানময় হরি।
পরিহর পাপের কামনা,
পরিহর কুচিন্তা ভাবনা
ভুলে যাও—তীব্র ঈর্ষানল।
হরিভক্ত অবিনাশী
জাননা কি তাহা?

শনি। জানি মাতঃ,
জ্ঞানোদয় হইল আমার।

ছায়া। বড় তুষ্ট হৈনু বাপ,
দেহ এবে অমূল্য রতনে
ল'য়ে যাই নিজ ক'ক্ষ মাঝে।

শনি। (স্বগতঃ) এইবার সঙ্কট—বিষম,
চাহে মাতা মম অরাতীরে।
কেমনে তা—দিব।
কিন্তু কেমনে বা প্রবোধিব জননীর মন।
অহো—
পাইনু উপায়,
(জননীর প্রতি)
জননি!
শিরোধার্য্য তব বাণী,
বধিবনা শিশুর জীবন।
কিন্তু মাতঃ নিবেদন এই,
ধ্যানময় রহিয়াছে শিশু,
এ হেন সময়ে ধ্যান ভঙ্গ নহে বিধি,

স্বইচ্ছায় ভাঙ্গিলে ধেয়ান;
ল'য়ে যাব অন্তঃপুর মাঝে।

ছায়া। দেখো বৎস!
বিস্মিত না হও।
যাই আমি অন্তঃপুরে।

[প্রস্থান।

শনি। (স্বগতঃ) হুঁ—বাবু, আপনিও চল্লেন, পাপ শিশুর জীবনও যমালয়ে চ'ল্লো। তবে—মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন,—তা কি ক'র্‌বো, তাবলে আমার প্রতিজ্ঞা, আমার নিজের অভিশাপ-বাক্য নিষ্ফল হবে! কখনই নয়, মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত যে পাপ হবে, সে পাপে নয় নরকে বাস ক'র্‌বো, সেও ভাল—তত্রাচ পাপীষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে যমালয় দর্শন করাবোই করাবো। এক্ষণে তবে আর বিলম্ব করা বিধি নয়, জননী পর্য্যন্ত যখন এ কার্য্যে হন্তারকরূপী হলেন, তখন শীঘ্র—শীঘ্র শেষ ক'রে ফেলাই কর্ত্তব্য—অতি কর্ত্তব্য। এক্ষণে—তৎপর ঘাতুককে আহ্বান করি, না—না, আর ঘাতুককেই বা কেন? গোপনীয় কার্য্য নিজেই গোপনে গোপনে শেষ ক'রে ফেলি। (মার্কণ্ডেয়কে ল'ক্ষ্য করিয়া) ওরে দুরাচার! হর-হরি, ও শক্তি অংশে উদ্ভূত হ'য়ে তোর মনে মনে বড়ই স্পর্দ্ধা জন্মেছিল, তাতেই বক্র-নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলি, ওঃ—কি অহঙ্কার, সেই দিন হ'তে দারুণ ঈর্ষানল শনির হৃদয়ে দাবানল সমান হু—হু রবে জ্বল্‌ছে। আমি অভিশাপরূপ প্রতিশোধ দিয়েও পূর্ণকাম হতে পারি নাই। ওঃ দুরাচার দিগাম্বর আমার অভিশাপকে নিষ্ফল ক'র্‌বে অঙ্গীকার ক'রেছে, দেখি—সেই মহাদম্ভী ত্রিলোচনের সে প্রতিজ্ঞা কোথায় থাকে, বধিব—বধিব বধিব।

গীত।

আজ বধিব—বধিব একান্তে।
দেখিব কে রাখে দুরন্তে,
আজ নিশ্চিত, সন্তোষিব সর্ব্বান্তক কৃতান্তে॥
বহুবার করি চেষ্টা হয়েছি বিফল,
দেখিব এবারে কেমনে হয় নিষ্ফল,
এত বল কে ধরে বল,—
আজ রক্ষা নাই কোন মতে হইতে প্রাণান্তে॥

শনি। ওরে পাপ শিশু! ভব সংসারে এসে চক্ষু মুদ্রিত ক'রেই রইলি? একবার শেষের দেখাটা দেখ্‌লিনে? তা নাই দেখ, আর দেখ্‌তেও হবেনা। তুই নিজে জেনে শুনেই নয়ন মুদ্রিত ক'রেছিস্। যাক্ এখন শত্রুঘাতী অসি গ্রহণ করি। (অসি গ্রহণ) রে খরশাণ অসি, আমি বহু যত্ন পূর্ব্বক তোমাকে করে ধারণ ক'রে আস্‌ছি, তোমা দ্বারায় অনেকানেক সঙ্কট-সাগর হতেও ত্রাণ লাভ ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু অসি, আজ তোমার শেষ পরীক্ষার দিন, আজ তোমার নিকট আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য নির্ভর ক'র্‌ছে, আজ তুমি আমার প্রতিজ্ঞা, মান ও মুখ র'ক্ষা কর। (মার্কণ্ডেয়কে কাটিতে গিয়া সহসা বিস্ময়ে) ওকি! আচম্বিতে শূন্যদেশে একটি দেবীমূর্ত্তির উদয় হলো নয়? হেঁ—তাইতো বটে। কি আশ্চর্য্য! কি বিচিত্র ঘটনা! (জিজ্ঞাসু-ভাবে) কে তুমি—দেবি? কি—কি ব'ল্লে? তোমার নাম সুমতি? আমাকে সৎপথে ব্রতী কর্‌বার জন্য সদুপদেশ দেবে তারি জন্য এসেছ? ভাল—ভাল। হে দেবি সুমতি! এক্ষণে কি তোমার সদুপদেশ তাই বল, আমি স্থির-মনে শুন্‌ছি। (কর্ণপাত করণান্তর) হা-হা-হা, কি পরিতাপ! দেবী সুমতি! এই কি

তোমার হিতোপদেশ? এই কি তোহার হিত শিক্ষা দান? বেশ—বেশ, যথেষ্ট হয়েছে, আর তোমাকে সৎশিক্ষা দান ক'র্‌তে হবেনা, আর আমি তোমার মত হিতৈষিণীর হিত কথা শুন্‌তে ইচ্ছা করিনা। ছি—ছি; যে দুরাত্মা জন্ম গ্রহণ ক'রেই ব্যঙ্গভাবে আমার প্রতি কুটিল দৃষ্টিপাত ক'রেছিলো, যাকে আমি অভিশাপ দেওয়াতে শিব অসন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে শাসন বাক্যে ব'লেছে, তোমার অভিশাপ নিষ্ফল হবে, তাকেই—বলি, সেই দুরাচার মার্কণ্ডেয়কে কিনা আমি বিনা প্রাণান্তে পরিত্যাগ ক'র্‌বো—ওঃ—কি দুষ্ট মন্ত্রণা দান করা। যাও—যাও, সুমতি—প্রাণ ল'য়ে স্বস্থানে প্রস্থান কর। কি ব'ল্‌বো স্ত্রীজাতি অবধ্য, তাই ক্ষমা ক'র্‌লেম, নতুবা অন্য কেহ হ'লে ঐ পাপ উপদেশ প্রদান জন্য সমুচিত দণ্ড ভোগ ক'র্‌তো, এই সুতীক্ষ্ণ অসিতে খণ্ড—খণ্ড ক'রে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত ক'র্‌তেম। (ক্ষণেক পরে) ঐ—যে চ'লে গেছে,—আপদ শান্তি। এইবার নির্ব্বিঘ্নে স্বকার্য্য সাধন করি। (অসি উত্তোলন করিয়া মার্কণ্ডেয়কে কাটিতে গিয়া পুনর্ব্বার বিস্ময়ে) ওকি! আবার যে, কি উৎ-পাত! ও—না—না, এ তো সে মূর্ত্তি নয়, এও—একটি দেবীমূর্ত্তি বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র রূপ। ভাল জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি না কেন? (জিজ্ঞাস্যভাবে) শুভাননে! তুমি কে? কি? কি? তুমি কুমতি? তুমি আমার হিতার্থী হ'য়েছ? আমাকে হিত-কথা বল্‌তে এসেছ? ভাল—ভাল, বল। (সহাস্যে) হা-হা-হা, পরিতুষ্ট, পরিতুষ্ট, দেবি কুমতি! তুমিই যথার্থ আমার হিতৈষী, তোমার কথা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু দেবি, দুষ্মূর্ত্ত মার্কণ্ডের হরিতপ ভঙ্গ ক'র্‌তে না পার্‌লে আমি পূর্ণ-মনোরথ হ'তে পার্‌বোনা? তবে কি করি, কি উপায়ে দুষ্ট বালকের তপোভঙ্গ হয়—কি

ব'ল্লে? মায়াদেবীর সাহায্যে কার্য্য সিদ্ধি হবে? ভাল, তবে আর চিন্তা কি, দেবি! তুমি যে গমনোন্মুখী হ'চ্ছো? যেওনা—যেওনা, মিনতি ক'র্‌ছি, আর একটু অপেক্ষা কর, তোমার কৃপায় আমি অভীষ্ট পূর্ণ করি দেখে যাও, কি আবার আস্‌বে, সেই সুখের সময়ে অধীনকে আবার দেখা দেবে? ভাল, দেখো, যেন বিস্মৃত হ'ওনা, (সহসা বিস্ময়ে) ওকি! ওকি! দেবি! দেবি! কুমতি! শোন—শোন, যেওনা, বিষম সংশয়। হৃদয়ে দারুণ সন্দেহ জন্মেছে, সন্দেহ দূর কর। (জিজ্ঞাস্যভাবে) ভাল জিজ্ঞাসা করি, তোমার পশ্চাতে দাবানল—সমান প্রজ্জ্বলিত হয়ে রয়েছে ও—কি? কি আশ্চর্য্য! প্রফুল্লাননে! প্রফুল্লানন নত ক'র্‌লে কেন? সে হাসি সে মধুমাখা কথা কোথা গেল? উত্তর দাও, শীঘ্র ক'রে বল তোমার পশ্চাতে ও—কি জ্বল্‌ছে, আমার বড় ভয় হয়েছে, ও অনলকুণ্ড দেখে আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হয়ে উঠ্‌ছে, উঃ কি ভয়ঙ্কর! বল কুমতি, অবিলম্বে বল, ও কি?

কি? কি?
রৌরব? রৌরব?
জ্বলন্ত রৌরব নরক ঐ?
তব উপদেশ করিয়ে শ্রবণ,
তব উপদেশে কার্য্য করিলে সাধন,
পড়িব ঐ জ্বলন্ত নরকে।
নিক্ষেপিবে ধরি—অগ্নিক্ষেত্র-মাঝে?
অহো—অহো, না-না-না,
মরিব—মরিব পুড়ি,
ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে দেহ
ছার-খার—

ছার-খার হইবে ক্ষণেকে !
আরনা, আরনা,
যাও—যাও কুমতি,
না চাই শুনিতে তব উপদেশ,
হরিভক্তে হরিতপে নাহি দিব বাধা,
না হেরিব তোমারেও আর,
এই মুদিনু নয়ন।
(নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে চাহিয়া)
গেছে—গেছে ?
গেছে চলি রাক্ষসী পিশাচী,
পাপিনীর পাপ মূর্ত্তি নাহি নেত্র-পথে !
(ক্ষণেক চিন্তিয়া)

কি আশ্চর্য্য ! একি, চিত্তের বিকার ? না—আমি নিদ্রিত ছিলেম, যে তাই স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা, জননী ছায়াদেবী আমার সঙ্গে কারাগারে এসেছিলেন, পরে তিনি চ'লে গেলে আমি মার্কণ্ডের শিরশ্ছেদ বাসনায় অসি তুল্‌লেম, কিন্তু তার পর কি হ'লো কি ক'ল্লেম, আর কিছুই তো মনে হচ্ছেনা। কই, মার্কণ্ডকে তো বধ করি নাই। ওতো অক্ষত কলেবরেই উপবিষ্ট ! এতক্ষণ তবে আমি কি ক'র্‌ছিলেম, এতো বড়ই বিচিত্র ঘটনা ! ভাল আর একটু ভেবে দেখি। (ক্ষণেক চিন্তার পর) অহো—হয়েছে, ঠিক্ মনে হয়েছে। অকস্মাৎ এই স্থানে যেন দুটো স্ত্রীলোক এসেছিলো, প্রথম স্ত্রীলোকটার কোন কথা মনে নাই, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির কথাগুলি যেন বেশ মনে প'ড়্‌ছে, তার নামটি কি—না কু-ম-তি, হাঁ—বটে। কুমতিই আমাকে পরামর্শ দিয়েছে,—নরপশু মার্কণ্ডেয়কে হরিতপ হ'তে অন্যমনস্ক

ক'রতে না পারলে ওর জীবন বিনাশ হবেনা, ওকে কৃতান্তও গ্রহণ ক'রতে সমর্থ হবেনা। তবে আমি এখনও নিশ্চিন্ত কেন, ওর তপোভঙ্গের উপায় করি, তাইতো—কিরূপে,—ও—তার আর চিন্তা কি, দেবী কুমতিই তো ব'লে দিয়েছে; মায়া কর্ত্তৃক দুষ্ট বালকের যোগ ভঙ্গ হবে। এক্ষণে তবে মায়া দেবীকে বিশেষ প্রয়োজন। ভাল এই স্থানেই ধ্যানস্থ হই, ধ্যানযোগে কুহকিনী দেবীকে স্বস্থানে আনয়ন করি। (জানু পাতিয়া উপবেশন)

স্তব।

জয় জয় মায়া দেবি,
মহামায়া প্রকাশিনী,
ঘোররূপা বিশ্বরমে!
বিশ্ব—স্থাপনকারিণী।
(ধ্যানে নিমগন)

(কিয়ৎক্ষণ পরে মায়াদেবীর প্রবেশ।)

মায়াদেবী। (শনির প্রতি) গ্রহপতি! মায়ার ধ্যান পরিত্যাগ কর, নয়ন যুগল উন্মীলন ক'রে দেখ, তোমার আরাধ্য মায়াদেবী উপস্থিত।

শনি। (দেখিয়া আনন্দে) দেবি! এসেছ? প্রণাম হই।

মায়াদেবী। পূর্ণকাম হও। দেব শনৈশ্চর! এক্ষণে বল, অকস্মাৎ কি জন্য আমায় আহ্বান ক'রলে?

শনি। দেবি! আজ দারুণ বিপদে পতিত হয়ে তোমাকে আহ্বান ক'রেছি। করুণাময়িগো! বিস্তারিত বিবরণ কি জানাবো, তুমি যখন সকল হৃদয়েই অবস্থান ক'রছো তখন জগতের যাবতীয় ঘটনা সমস্তই তোমার জানা আছে, দেবি!

সম্প্রতি এই নিবেদন, তোমাকে ঐ দুষ্টমতি বালকের যোগ-ভঙ্গ ক'র্তে হবে, ও যাতে সংসার-মায়াজালে—বন্ধনগ্রস্থ হয় তাই তোমাকে ক'র্তে হবে।

মায়া। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও গ্রহপতি, মায়ার প্রতি ওরূপ ভয়ঙ্কর আদেশ ক'রোনা, আমি হরিভক্তের হরিতপে বিঘ্নোৎপাদন ক'র্তে কোনরূপেই পার্বোনা, বিশেষতঃ আমি জানি ঐ বালক সামান্য বালক নয়, হরি, হর ও মহাশক্তির অংশে জন্ম ল'য়ে ভূতলে এসে অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং মায়ার শক্তি কি যে, ওর তপে বাধা প্রদান করে।

শনি। অসম্ভব কথা কেন বল দেবি, এ শনির যদ্যপি তোমার কার্য্য সকল অবিদিত থাক্তো তাহলে বটে—যা ব'ল্তে তাই শোভা পেতো। কই বল দেখি, কখন না তুমি কোন হরিভক্তকে হরিতপে বাধা দিয়েছ? তোমার মায়ায় মোহিত হ'য়ে উগ্রতপা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র হরিতপে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ মেনকা সঙ্গে হিমালয় প্রান্তে শত বৎসর বিহার ক'রেছিলেন। হরিভক্ত ত্রিশি-রাকে তুমি নিজ মায়ায় মুগ্ধ করতঃ হরিতপে বিরত ক'ল্লে পর দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রাণ বিনাশে সক্ষম হন্, এইরূপ কত শত হরিভক্ত তোমার প্রলোভনে ভুলে যমালয় সন্দর্শন ক'রেছে তার নির্ণয় হয়না। তবে যদি আজ আমার বাসনা পূর্ণ ক'র্তে অনিচ্ছা হ'য়ে থাকে, চ'লে যাও।

মায়া। গ্রহপতি! বুঝেও কেন বোঝনা, এই বালক মার্ক-ণ্ডের জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত তোমার কতদূর ঈর্ষা-নল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে বল দেখি? তুমি শাপ দিয়েছ, মার্কণ্ড অষ্টম বর্ষ বয়সে কালের কর কবলিত হবে, কেহ র'ক্ষা ক'র্তে পার্বেনা। ভূতনাথ আশুতোষ প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, তোমার

অভিশাপকে নিষ্ফল ক'র্‌বেন তার অন্যথা কোনরূপে হবেনা। এমন স্থলে কেমন ক'রে আমি তোমার পক্ষে থেকে, হর, হরি ও মহাশক্তির বিপক্ষতাচরণে প্রবর্ত্ত হই, আমার যে দারুণ সঙ্কট উপস্থিত—তাকি একবার ভেবে দেখ্‌ছোনা ?

শনি। দেবি! আমি অন্য কোন কথা শুনুতে চাইনা, শুধু এই মাত্র শুনুতে চাই, তুমি আমার মনোস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌বে কিনা তাই বল।

মায়া। (স্বগতঃ) তাইতো—আমার যে উভয়সঙ্কট উপস্থিত হলো—কি করি, কোন দিকে যাই? যাই হোক্, কপালে যাই থাক্—শনির স্বাপক্ষে হরিভক্ত শিশু মার্কণ্ডেরই অনিষ্টাচরণে প্রবর্ত্ত হই। (উদ্দেশে) হে চিন্তামণি! হে নিত্য নিরঞ্জন বৈকুণ্ঠবিহারি! তুমি তো প্রভু অন্তর্যামী, অধিনীর এই ঘোর সঙ্কট তুমি সুস্পষ্টই অবলোকন ক'র্‌ছো। রমানাথ! আমি আজ অনিচ্ছাস্বত্বে তোমার প্রাণসম প্রিয় ভক্তের যোগ নষ্ট ক'র্‌তে প্রস্তুত হচ্ছি, দেখো কৃপাময়—দেখো হৃষীকেশ, কিঙ্করীর অপরাধ মার্জ্জনা ক'রো, আমি শনির আরাধনায় তার একান্ত বশীভূতা হয়ে এই দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হচ্ছি।

গীত।

দেখো দেখো ওহে বিপদ-কাণ্ডারী।
রেখো হে চরণতলে, বিপদে প্রদান করি শ্রীচরণতরী॥
শনির কাতর ডাকে না বুঝিয়ে এসে,
বিপদ-সাগর মাঝে পড়িনু যে শেষে,
হায়—হায় কি উপায় পাই কোনরূপে,—
হে শ্রীকান্ত পদপ্রান্ত ভরসা আমারি॥

জানি আমি ভক্ত সনে তুমি ভিন্ন নহ,
ভক্তপ্রাণে ক্লেশ দিলে তুমি প্রাণে সহ,
আমি দিব দারুণ ব্যথা নাহিক সন্দেহ,
দেখো হরি ভয়হারী ভয়ে প্রাণে মরি ॥

শনি। কি—দেবি! নতমুখেই রইলে যে? স্পষ্ট ক'রে বল, আমার নির্ণীত কার্য্যে নিয়োজিত হবে কিনা? আমি যত্তপি তোমা কর্ত্তৃক পূর্ণ-মনোরথ না হই, তাহলে তুমি যে নিরাপদে নিজ বাসে গমন ক'র্‌বে, এমন আশা মনেও ক'রোনা, যেরূপে হোক্ তোমাকে দুর্দ্দশার্ণবে নিক্ষেপ ক'রে আমার হৃদয়ের অপার দুঃখ-রাশির কথঞ্চিৎ লাঘব ক'র্‌বোই ক'র্‌বো।

মায়া। গ্রহরাজ! ক্রুদ্ধ হ'ওনা, শান্ত হও। আমি যখন তোমার বিনয়সূচক আহ্বানে তুষ্ট হ'য়ে এসেছি, তখন তোমার অভিলাষ পূর্ণ না ক'রে যেতে পারি কি? আমার অদৃষ্টে যাই হোক্, তোমার কার্য্য সফল ক'র্‌বোই ক'র্‌বো, যাও তুমি একটু স্থানান্তরে গমন কর।

শনি। আমি স্থানান্তরে গেলে কিরূপে—

মায়া। সময় মত উপস্থিত হবে।

শনি। কোন্ সময়, কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌বো?

মায়া। সে জন্য ভাবনা কি, এই বালক যখন আমার খেলায় তপস্যা ভুলে অনিত্য সংসার-মায়াতে মুগ্ধ হবে, সেই সময় আমি আচম্বিতে ওকে পরিত্যাগ ক'র্‌বো; তাহলেই ওর দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হবে; সেই অনুতাপের জ্বালায় যখন অস্থির হ'য়ে হায় আমি কি ক'র্‌লেম,—হায় আমি কি ক'র্‌লেম ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ক'রে উঠ্‌বে, সেই সময় তুমি দ্রুতপদে এসে স্বকার্য্য সাধন ক'র্‌বে।

শনি। ভাল কথা, আমি তবে চ'ল্লেম, তুমি নিজ মায়া-জাল বিস্তার কর।

[শনির প্রস্থান।

মায়া। (স্বগতঃ) এক্ষণে কিরূপে মার্কণ্ডের যোগ ভঙ্গ করি, ওর জননী মনকার কণ্ঠস্বরে ওকে কাতরস্বরে ডাকি, তাহলেই যোগ ভঙ্গ হবে, ভাল দেখি। (মার্কণ্ডের প্রতি)

কই—কই,
কইরে আমার জীবনাধিক ধন?
বহুদিন দেখি নাই তোর চন্দ্রানন।
মায়ে ফেলে,
এলি চ'লে নিঠুর নন্দন,
তব শোকে দগ্ধ হ'য়ে যায়রে জীবন।
ওঠ বাপ্
কও কথা,
যাক্ ব্যথা দগ্ধ হৃদি হ'তে।
একি—একিরে নিষ্ঠুর!
একিরে পাষাণ!
একি তোর হিয়া?
মা ডাকে কাতর প্রাণে
না শুনিস্ তাহা?
আরে—আরে কু-সন্তান!
আরে—রে নিদারুণ!
হরিতপ এতই কিরে বড়?
অহো—দশ মাস দশ দিন,
কত যে পাইনু ক্লেশ

কত যে পাইনু ব্যথা, প্রসবের কালে
তুই কি জানিবি তাহা ?
জানে মাত্র হৃষীকেশ।
ছি—ছি, কিবা অভাগিনী আমি,
কুসন্তান ধরিনু উদরে।
হৃদয়-শোনিত-দানে বাঁচাইনু যারে,
সে আমায় কথা নাহি কয়,
মা ব'লে জুড়ায়না প্রাণ ?
ধিক্—ধিক্ রে তোরে পুত্র নিরদয়।

(শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া ও মুক্তির প্রবেশ।)

ভক্তি। সাবধান—সাবধান ! ওরে বাছাধন,
মায়াদেবী ডাকে তোরে করিস্‌না শ্রবণ।
আমি ভক্তি, স্থান দে বাপ আমায় অন্তরে,
আমারে পূজিলে কেবা কি করিতে পারে।

শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা, আমার নাম—ওরে যাদুমণি,
ভাবরে আমায় বলি আপন জননী !
কুহকিনী ছলে ভুলি আমায় ত্যজিলে,
অচিরে ডুবিবি বাছা বিপদ-সলিলে।

দয়া। দয়া নাম ধরি আমি শিশু সুকুমার।
বহু প্রীতি তোর প্রতি আছয়ে আমার ॥
কিন্তু বাছা ভুল যদি মায়ার মায়াতে।
চ'লে যাব অভিমানে পড়িবি বিপাকে ॥

মুক্তি। শুনরে হরির সেবক ! মুক্তি মোর নাম,
আমারে পূজিলে জীবে পূর্ণ মনোস্কাম।
ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া যথা আমি তথা থাকি,

তুষ্ট কর মোরে বাছা মা-মা ব'লে ডাকি।
কিন্তু বাপ ভুল যদি আমা চারি জনে,
ঠেকিবি সঙ্কট ঘোরে, হারাবি জীবনে।

মায়া। শুন শ্রদ্ধা! শুন ভক্তি!
শুন দয়া! শুন মুক্তি!
কত শক্তি ধরলো তোমরা,
বুঝিব তা সাক্ষাতে নিশ্চয়।

শ্রদ্ধা। রাখ পর্দ্ধা কুহকিনি!
জানি লো ক্ষমতা তব,
ভণ্ড ভক্ত হয় যেবা—দুষ্ট দুরাচার,
তার কাছে তেজ তব বটে শোভা পায়।
প্রকৃত হরির ভক্ত হয় যেই জন,
অটল হৃদয় তার কভু নাহি টলে,
তার স্থানে হতমান হও সুনিশ্চয়।

মায়া। জলের তিলক ভালে কতক্ষণ রহে,
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে হানিলে,
বুঝিব—বুঝিব আজি গর্ব্ব তো সবার
দেখিব মার্কণ্ডে আজি কেবা র'ক্ষা করে।
মুহূর্ত্তে ভুলাবো হরিনাম,
মহাধ্যান এখনি টুটিবে,
তাড়াইব তো সবারে মুখে কালী দিয়ে।

ভক্তি। দেখা যাবে,
কার্য্যে কর পরিণত।

মায়া। ভাল—ভাল।
(উদ্দেশে)

কই—কই,

কোথা এবে পঞ্চ সুকুমার!

(মায়া দেবীর আহ্বানে পঞ্চ শিশুর গান-
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

কেন ডাকিলি জননি, বল বল শুনি, আমা পঞ্চ সহোদরে।
কি কার্য্য সাধিব, কাহারে ভুলাব, বল মা তাই ত্বরা ক'রে ॥
আমরা তোর কৃপা-বলে,
এ মহীমণ্ডলে, পলকে জিনিতে পারি গো বলে,—
তুই মা সহায়, কি ভয় কাহায়, এই সৃষ্টি—চরাচরে।
আমরা কঠিন প্রস্তরে,
পলক ভিতরে, মায়াতে পারি গলাইতে,—
যোগেশ শঙ্কর, তাঁহার অন্তর, টলাতে পারি তোর জোরে ॥

পঞ্চ শিশু সকলে। (সমস্বরে মায়ার প্রতি) জননি! প্রণাম হই। (প্রণাম করণ)

মায়া। বৎসগণ! তোমাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকুক। এক্ষণে পুত্রগণ! তোমরা শীঘ্র ঐ শিশু তপস্বী মার্কণ্ডের যোগভঙ্গ কর।

প্রথম শিশু। যে আজ্ঞা। এতো অতি সামান্য কাজ মা, স্বর্গারোহণকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যখন মায়াচ্ছন্ন ক'রেছিলাম, তখন এই বালককে মুগ্ধ ক'র্‌তে ভার কি? (সহচরগণ প্রতি) ভাই! এক্ষণে আমরা সকলে ঐ নবীন যোগী মার্কণ্ডের খেলার সঙ্গী ঋষি-বালকগণের রূপ ধারণ করি এস।

দ্বিতীয় শিশু। হেঁ ভাই বেশ কথা, তা হ'লেই মার্কণ্ডেয় হরিতপ ভুল্‌বে।

(সকলে ঋষিকুমারের বেশ ধারণ।)

শ্রদ্ধা। (মার্কণ্ডের প্রতি)
ভুলোনারে যাদুমণি কুহকিনী ছলে,

ভক্তি। (মার্কণ্ডের প্রতি)
ভক্তিভাবে ভাব হরি-চরণকমলে।

ছায়া। (মার্কণ্ডের প্রতি)
অটল হইয়া ধ্যানে সঁপে থাক মন।

মুক্তি। (মার্কণ্ডের প্রতি)
পাইবে পরমা মুক্তি ওরে বাছাধন॥

ছায়া। দেখিব কেমনে রক্ষা করিস্ এখন।
বৎসগণ!
শীঘ্র কর স্বকার্য্য সাধন।

প্রথম শিশু। যে আজ্ঞা জননী।

(ঋষিকুমারবেশী পঞ্চ মায়া-
কুমারের গীত।)

(ওরে) ওঠ—ওঠ তুই ওঠরে—ও ভাই জীবন রতন।
কেন কিসের লাগি, নবীন যোগী, সেজেছিস্ বল্ তার বিবরণ॥
উহু—বুক ফেটে যায়,—
মরি রে যাতনায়, দেখে তোর ঐ মলিন বদন,—
আর তপেতে কাজ নাই, আয় প্রাণের ভাই,
ব'ক্ষে ধরি করিয়ে যতন।
কেন কঠিন হইয়ে, এলিরে ফেলিয়ে,
আমা সবে সে শ্মশানে,—
আমরা খুঁজে খুঁজে এনু হেথা, কথা ক ভাই তুলে বদন॥

(ওরে) পিতা মাতা তোর, শোকেতে কাতর,
পাগলিনী মনকা জননী,—
হা পুত্র বলে, ধরাতলে, সদা হয় ভাই অচেতন ॥

(মার্কণ্ডের যোগভঙ্গে অকৃতকার্য্য হওন।)

মায়া। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য!
নাহি টলে ক্ষুদ্র শিশু মন!

শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া ও মুক্তি। (সমস্বরে) সাধু! সাধু! সাধু!

শ্রদ্ধা। (মার্কণ্ডের প্রতি)
ধন্য ধন্য বাছা তুই ত্রিলোক-মণ্ডলে।
মায়ারে করিলি জয় অতি অবহেলে ॥

ভক্তি। (মার্কণ্ডের প্রতি)
বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্ তোর করি আশীর্ব্বাদ।
শ্রীহরি আসিয়ে ঘুচান্ মনের বিষাদ ॥

দয়া। (মার্কণ্ডের প্রতি)
হরিভক্ত তব সম নাহি রে ভুবনে।
অনাসে মায়ার রজ্জু ছিঁড়িলি এক্ষণে।

মুক্তি। (মার্কণ্ডের প্রতি)
আর কিবা ভয় বাছা মুক্তিপদ পাবে।
অবিলম্বে ঘন-শ্যাম দেখা তোরে দিবে ॥

মায়া। ক্ষান্ত হও, এইবার বোঝা যাবে।
আপন স্থানে যাও পঞ্চ শিশু,
আমি দেখি দুরন্ত বালকে।
[পঞ্চ শিশুর প্রস্থান।

রে দাম্ভিক শিশু!
দেখি তুমি—কত বড় যোগী,

করিয়াছ মম ঘোর অপমান,
এইবার রহ দেখি ধ্যানেতে অটল,
কইরে মায়ার সে মায়া শরাসন'
কই—কই সম্মোহন শর ?
যোগীবর হর, কাতর যাহাতে ;—
পাষাণে হানিলে যে বাণ তখনি সে গলে।
লইলাম এইবার সেই শর—শরাসন।
(শরাসন ও বাণ গ্রহণ।)

শ্রদ্ধা। (মার্কণ্ড প্রতি)
সতর্ক হও, সতর্ক হও, প্রাণাধিক-ধন।

ভক্তি। (মার্কণ্ড প্রতি)
এইবার স্থিরচিত্তে ধ্যানে দাও মন ॥

দয়া। (মার্কণ্ড প্রতি)
যদ্যপি এবার জয়ী পার হইবারে।

মুক্তি। (মার্কণ্ড প্রতি)
বাঁধা রবে রাধাকৃষ্ণ তব প্রেম-ডোরে ॥

মায়া। (মার্কণ্ডকে ল'ক্ষ্য করিয়া)
যাওরে দুরন্ত শিশু,
যাও যম-ঘরে। (অস্ত্র ত্যাগ)
(মার্কণ্ডের যোগভঙ্গ)

মার্কণ্ড। (সবিস্ময়ে) একি! একি! আমি কোথায়? কে আমাকে এখানে আন্‌লে? আমার পিতা মাতা কোথায়?

শ্রদ্ধা। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!
এইবার সঙ্কট দারুণ,—
র'ক্ষা নাই কোন মতে।

মার্কণ্ডেয়রে !
এখনও বাপ্ হরে সাবধান
দেরে স্থান আমা চারি জনে।

ভক্তি। কি হবে—কি হবে,
আর বুঝি রক্ষা নাহি পায়
যায়—যায় প্রাণাধিক ধন।

দয়া। শোন্‌রে কথা মুনির কুমার,
বল্‌রে বারেক শ্রীহরি নাম।

মুক্তি। মায়া কুহকিনী ঘটাইল অনর্থ আজিরে,
বারেক বুঝিয়ে বাছা দেখরে অন্তরে।

মায়া। একবারে দেখিবে গিয়ে যমের মন্দিরে।

মার্কণ্ড। তাইতো—এখন আমি কি করি, কোথায় এসেছি তাও তো জানিনে, কে নিয়ে এসেছে কাকেও তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, কোন্ দিকে যাই, কোন্ দিকে গেলে পথ পাই, কে আমাকে আমার পিতা মাতার নিকট ল'য়ে যাবে ?

মায়া। (মার্কণ্ডের প্রতি) শিশু ! ভয় কি—ভয় কি, আমি তোমাকে তোমার পিতা মাতার নিকট ল'য়ে যাব।

মার্কণ্ড। কে—তুমি, দয়া ক'রে পরিচয় দাও।

শ্রদ্ধা। (মার্কণ্ডের প্রতি) অবোধ অজ্ঞান !
মায়া ওর নাম,
ভুলনারে উহার কথায়।

মার্কণ্ড। ওরা আবার কে ? আমাকে কি ব'ল্‌ছে ?

মায়া। শিশু ! ওদের কথায় কর্ণপাত ক'রোনা, ওরা মায়া ধারিণী রাক্ষসী।

মার্কণ্ড। (সভয়ে) এঁ্যা—ওরা রাক্ষসী; তবে কি হবে, আমাকে তো ওরা মেরে ফেল্‌বেনা?

মায়া। আমার কাছে থাক্‌লে ওরা তোমার কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বেনা।

মার্কণ্ড। তবে তুমি দয়া ক'রে আমাকে কাছে ক'রে নাও।

মায়া। এস তবে কোলে করি।

মার্কণ্ড। যাই। (মায়ার কোলে উঠিতে গমন)

শ্রদ্ধা। (মার্কণ্ডের প্রতি ব্যস্তে)
ক্ষান্ত হ-রে—শান্ত হ-রে,
ছুঁস্‌নে—ছুঁস্‌নে।

মায়া। এস শিশু কোলে। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

ভক্তি। হায়—হায়,
ফুরালো—ফুরালো সকল আশা,
চল—শ্রদ্ধা চল দয়া, চল মুক্তি,
চল যাই কাঁদিতে কাঁদিতে রমানাথ পাশে।

[শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া ও মুক্তির প্রস্থান।

মার্কণ্ড। উঃ—উঃ—একি হলোগো—(মায়ার কোল হইতে অবসন্ন হওতঃ ভূতলে পতন)

মায়া। দুষ্ট বালক! নে—এইবার হরির ধ্যানে অটল হ'য়ে উপবিষ্ট থাক্।

মার্কণ্ড। হায়—হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো, বুকের ভিতর যে সব আঁধার দেখ্‌ছি, হৃদয় মধ্যে কেমন চারিটি অমূল্য মণি ছিল, তাদের জ্যোতিতে আমি রাধাকৃষ্ণের মনোহর রূপ দেখ্‌ছিলেম, হায়—হায়, সে মণি চতুষ্টয় কোথা গেল; আর সাধনের ধন লক্ষ্মী নারায়ণই বা কোথায় গেলেন, কে নিলে গো?

কে এই দীনহীনের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'ল্লে? হায়—হায়, কে যে কি ব'ল্লে, কে যে কি ক'ল্লে—আমি তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেমনা। উঃ—বুক ফেটে গেল গো—

মায়া। (স্বগতঃ) এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হ'য়েছে, মার্কণ্ডেয় এখন বিষহীন ভুজঙ্গ-শিশু, এই সময় শনৈশ্চর আপন কার্য্য অনায়াসেই সুসম্পন্ন ক'র্‌তে সক্ষম হবে। এই যে, শনৈশ্চর আগত প্রায়।

শনি। (মায়ার প্রতি) দেবি! কতদূর কৃতকার্য্য হ'লে বল।

মায়া। কতদূর কৃতকার্য্য কি, সম্পূর্ণরূপেই কৃতকার্য্য হয়েছি। দ্বিজকুমার শিশু মার্কণ্ডেয় এখন যে সে বালক, ওর হৃদয় হ'তে শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া ও মুক্তি সকলকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছি, ওর হৃদয় এখন মায়ার তেজে মরুভূমি, ওতে ঘোর সংসারানল হু—হু রবে জ্বল্‌ছে,—এই সময় তুমি অবহেলে স্বকার্য্য সাধন কর।

শনি। দেবি! দেবি! আজ হ'তে আমি তোমার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী হ'য়ে রইলেম, আমার মন, প্রাণ, তোমার নিকট একবারে বিক্রীত হলো, যখন যা আদেশ ক'র্‌বে, দাসের ন্যায় অবিচার্য্য ভাবে তাই প্রতিপালন ক'র্‌বো।

মায়া। গ্রহপতি! এতদূর হীনতা প্রকাশের আবশ্যক কি, পরস্পর পরস্পরের উপকার ক'র্‌তেই হয়। এক্ষণে তুমি চিরাভীষ্ট পূর্ণ কর, আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

শনি। যে আজ্ঞা। (আনন্দে) এইবার পূর্ণ মনস্কাম,—কার সাধ্য, কে এইবার দুষ্ট বালককে র'ক্ষা ক'র্‌তে সমর্থ হবে। (প্রকাশ্যে) কোথায় দূতগণ!

দূত। (দূর হইতে) অনুমতি করুন্।

শনি। ওরে! শীঘ্র এই নর পশুর গ্রীবাদেশ নত ক'রে ধর।

দূত। আজ্ঞে—কেনে?

শনি। কাট্‌তে—কাট্‌তে।

দূত। যে আজ্ঞে, ধরি—ধরি। (মার্কণ্ড সমীপে গিয়া মার্কণ্ড প্রতি) ও—বাবা, আপন ইচ্ছায় ঘাড়টা নোয়াও, নইলে জোর ক'রে ধ'র্‌বো, আর কচি ঘাড়টি নুইয়ে দোবো—জানো।

মার্কণ্ড। তুমি কি ব'ল্‌ছো, আমি তোমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

দূত। বুঝ্‌তে পার্‌ছোনা, এই বল্‌ছি কি তুমি বড্ড হাবা ছেলে, তুমি কি কাকেও কখনও পেন্নাম ক'রেছিলে?

মার্কণ্ড। কেন—ও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার তাৎপর্য্য কি?

দূত। তাৎপজ্জ আছে, তুমি পেন্নাম ক'রেছিলে নাকি বলনা।

মার্কণ্ড। ক'রেছি বইকি, কত শতবার গুরুজনগণকে প্রণাম ক'রেছি।

দূত। হেঁ—ছাই ক'রেছ, পেন্নাম যে কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয় তাই জাননা।

মার্কণ্ড। জানি বই কি—প্রণাম ক'র্‌তে আবার কে না জানে—

দূত। আচ্ছা কই পেন্নাম কর দেখি।

মার্কণ্ড। কাকে প্রণাম ক'র্‌বো।

দূত। কেন—আমাদের ঐ মহারাজকে।

মার্কণ্ড। উনি কি দয়া ক'রে আমার প্রণাম নেবেন?

দূত। খুব নেবেন।

মার্কণ্ড। ভাল—ভাল, তাতেই আর দোষ কি, উনি নবগ্রহের শিরোমণি, উনি আমার নমস্য দেবতা, ওঁকে আমি স্বচ্ছন্দেই প্রণাম ক'র্‌তে পারি।

দূত। (স্বগতঃ) হুঁ—কর। পেন্নামের ভেতর কি মজা তা তো যাদু জনানা, যেমনি ক'র্‌বে পেন্নাম, অমনি যাবে গদ্দান। যাহোক্ বাবা আমাকে আর খেঁচে খুঁচে ধ'র্‌তে হলোনা, এমনি বুদ্ধির তেজখানা।

শনি। (স্বগতঃ) দূত বড় কৌশলী, এরূপে কার্য্য সাধন হ'লে বড়ই সুবিধা হয়।

মার্কণ্ড। দেব—দেব গ্রহপতি! জানিনা আমি কি দোষে আপনার জ্বলন্ত রোষানলে পতিত হয়েছি। জানিনা কেন আপনি শত্রু জ্ঞানে আমার বিনাশ আশায় নিরন্তর চেষ্টিত। যাই হোক্ দেব! সবিনয়ে এ দীন হীন বালকের এই প্রার্থনা, আমি আপনাকে প্রণাম ক'ল্লে, আপনি যেন শত্রুর প্রণাম ব'লে গ্রহণ ক'রতে ঘৃণা প্রকাশ ক'র্‌বেননা।

গীত।

প্রভু, সবিনয়ে করি এই প্রার্থনা।
শত্রু ব'লে এ অধমে যেন ঘৃণা ক'রোনা॥
তব পদে ক'ল্লে প্রণাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
পাব মোক্ষধাম
তুমি ভাব আমার অরি, আমি তো তা ভাবিনা॥
জানি আমি আপন মনে, যা শুনেছি গুরুর স্থানে,
গুরু ব'লেছেন
শত্রু কেবা মিত্র কেবা এক সে হরি বিনা॥

শনি। (স্বগতঃ) কি আত্মত্যাগ! নিজের প্রাণ র'ক্ষার জন্য তো আমাকে কোন কথা ব'ল্লেনা; কি আশ্চর্য্য! আমাকে শত্রু ব'লে শিশু মার্কণ্ডের মনে তো কোন রূপ দ্বিভাবের উদয় হয় নাই, আমি সকলের কাছে যেমন পূজনীয়, বালক মার্কণ্ডের নিকট সেইরূপ পূজনীয় হ'য়েছি—তাইতো—কি করি, (চিন্তা করণান্তে) ওঃ—না—না, তা কখনই নয়, পাপ শিশু চতুর চূড়ামণি, এখন প্রাণ-ভয়ে ওরূপ কৃত্রিম সরলতা প্রকাশ ক'ল্লে। ওর যদি সরল মন, সরল স্বভাব হবে, তাহলে কি জন্ম গ্রহণ ক'রেই আমার প্রতি কুটিল দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করে? ধূর্ত্ত,—পাপাচার শিশু মহাধূর্ত্ত। যাক্—ও সব কথা নিয়ে কেন বৃথা আন্দোলন করি, কর্ত্তব্য কার্য্যে যত্নবান হই। (প্রকাশ্যে মার্কণ্ডের প্রতি) কই শিশু, প্রণাম কল্লিনে? ওঃ—বুঝেছি, শত্রুকে প্রণাম ক'র্‌তে ঘৃণা বোধ হ'চ্ছে—আচ্ছা তা নাই কর, ভাল তোর ইষ্ট-দেবকে প্রণাম ক'রে প্রণাম ক'র্‌তে জানিস্ কিনা তার পরিচয় দে।

মার্কণ্ড। আপনি অমন কথা ব'ল্‌বেননা, আমি শত্রু বা মিত্রকে স্বতন্ত্র ব'লে ভাবিনা, আমার বিবেচনায় শত্রুও যেমন, মিত্রও তেমনি, কেননা, স্বয়ং হরি যখন কর্ম্মীরূপে সকল ঘটে থেকে সুকার্য্য—কুকার্য্য উভয়কেই সম্পন্ন ক'র্‌ছেন, তখন সকল কার্য্যের তিনিই মূল। আরও দেখুন, একটা স্থূল কথায় ব'লে থাকে, মঙ্গলময় হরি যে কোন কার্য্য করেন সে সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্য। অতএব প্রাণীমাত্রেরই ভাবা উচিত যে, দুঃখ কিছুই নয়, অনাদি কারণ দেব নারায়ণ আমাদের মঙ্গল বিধানের জন্যই নিয়ত বিব্রত। গ্রহকুল-পতি! আপনি ব'ল্লেন কিনা আমি তোর শত্রু, হাঁ প্রভু! আপনি আমার শত্রু কিসে? আমি গুরুদেবের মুখে

শুনেছি, আপনি দেবদেব মহাবিষ্ণুর পূর্ণ অংশ নবগ্রহের শ্রেষ্ঠ গ্রহরূপী। আমার পরম সৌভাগ্য তাই আপনার চরণ সন্নিধানে অবস্থান ক'র্‌ছি। আমার বিবেচনায় আপনিই তো আমার হরি, আপনিই আমার প্রাণের দেবতা সেই কাঙ্গাল-সখা।

শনি। (স্বগতঃ) যতই কেন মিষ্ট-কথা বলনা, এ লৌহ নির্ম্মিতহৃদয়, এতে বিন্দুমাত্রও দয়া নাই। (প্রকাশ্যে) ওরে দুষ্ট-বুদ্ধি বালক! তোর ভাব ভক্তি আমি বেশ বুঝেছি, শুধু মুখেই মধু, কিন্তু অন্তরে জ্বলন্ত হলাহল, নইলে এত বাক্যাড়ম্বর কেন, একটা প্রণাম করা নিয়ে তো কথা, যে অবধি তুই ব'ক্‌ছিস্‌, এতক্ষণ—লক্ষ লক্ষ প্রণামের কার্য্য সমাধা হ'য়ে যেতো।

মার্কণ্ড। দেব! তবে আর আমার কোন কথার আবশ্যক নাই, ইচ্ছাময় সেই হরির ইচ্ছা পূর্ণ হোক্‌, এই আমি আপনার শ্রীচরণে প্রণাম ক'চ্ছি। (প্রণাম করণ)

শনি। (উদ্দেশে) শম্ভু! এইবার তোমার মার্কণ্ডেয় গেল,—যা-রে পাপীষ্ঠ শিশু যমালয়ে যা। (অসি লইয়া মার্কণ্ডেয়ের গল-দেশে আঘাত ও মার্কণ্ডের মূর্চ্ছা)

(ইত্যবসরে ধর্ম্ম পাশ হস্তে ও বিষ্ণুর চক্র হস্তে বেগে প্রবেশ।)

বিষ্ণু। বন্ধন কর—বন্ধন কর।
অতি দুষ্ট দুরাচার পাতকী দুর্জ্জন,
নাগপাশে বাঁধি ল'য়ে
ফেলহ নরকে।

শনি। (সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) এ্যাঁ! এ্যাঁ! একি! কি কুকাজ! অহো—কি হবে, এ্যাঁ!

ধর্ম্ম। (শনির প্রতি) গ্রহপতি! দুষ্কার্য্যের সমুচিত ফল ভোগ কর। (নাগপাশ দিয়া শনির কর বন্ধন)

বিষ্ণু। (শনির প্রতি) রে মন্দবুদ্ধি পাপাত্মন্ শনি! পাপের ফল যে সুনিশ্চয় ফলে একি তুই ভ্রমেও ভাবিস্ নাই, হাঁরে ও মূর্খ! এই শিশু মার্কণ্ডের প্রাণ বিনাশের জন্য কি সাহসে তুই অগ্রসর হলি? তুই জানিস্‌নে যে মার্কণ্ড কে?

শনি। (সকাতরে) জেনেছিলেম, বুঝেছিলেম। কিন্তু প্রভু, জেনেও জানি নাই—বুঝেও বুঝি নাই। আজ আমার ভ্রম গেল, আজ আমি যথার্থ জান্‌লেম, মার্কণ্ডেয় অবিনাশী।

স্তব।

র'ক্ষ র'ক্ষ কমলাক্ষ্য র'ক্ষ পাতকীরে।
যায়—যায় প্রাণ—হরি নাগপাশ ঘোরে॥
কাতরে কিঙ্কর ডাকে, চাও কৃপা-চক্ষে।
তুমি না রাখিলে পায় কে দেখিবে দুঃখে॥
দীন-গতি, দিন-পতি, দুর্নীতি গঞ্জন।
দীননাথ দিনবন্ধু দীন-জন তারণ॥
দয়াময় দামোদর দর্পী দর্প-হারক।
চক্রধর, চক্রপাণি, মহাচক্র ধারক॥
চতুর্ভুজ, চিন্তামণি, চিন্তাতীত পুরুষ।
চরমের সার ধন তুমিই হে পরেশ॥
ক্ষম—ক্ষেমঙ্কর জ্ঞানহীনে নিজ গুণে।
প্রাণ যায় র'ক্ষ হরি দারুণ বন্ধনে॥

প্রভো। অধীনের গত অপরাধ মার্জ্জনা করুন্, আমি এ জীবনে আর মার্কণ্ডের ছায়া স্পর্শও ক'র্‌বোনা।

বিষ্ণু। সাবধান, কদাচ আর যেন এরূপ কুকার্য্য না হয়, ধর্ম্মরাজ! আপনি নিজ পাশ মুক্ত ক'রে নিন্।

(ইত্যবসরে দূরে মহাদেবের প্রবেশ।)

মহাদেব। (দূর হইতে) ভাল—ভাল হরি, দুষ্কর্ম্ম শনির ভাল—শাস্তি বিধান ক'র্‌লে? (ধর্ম্মের প্রতি) সাবধান ধর্ম্মরাজ, কার কথায় তুমি দুরাচারের পাশ মুক্তি ক'র্‌তে যাচ্ছ? (বিষ্ণুর প্রতি) বলি হাঁহে বনমালি, তুমি যে ব'লে ছিলে, শনির প্রাণ বধ না ক'রে, দুষ্টমতির যথোচিত শাস্তি বিধান ক'র্‌বো, বলি, এই বুঝি তার শাস্তি বিধান? এই বুঝি দুরাচারের দুষ্কর্ম্মতার সমুচিত দণ্ড? ভাল—জিজ্ঞাসা করি, কেন বল দেখি শনির প্রতি তোমার এত মমতা? না—শনিকে কিছু ভয় রাখ? ও—এই কথাই ঠিক্, শনির ভয়ে তুমি ভীত—এই কথাই সুনিশ্চয়। নইলে এত তোষামুদী কিসের? এত মন রাখ্‌বারই বা আবশ্যক কি? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত নব নব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়, যিনি কটাক্ষে ত্রৈলক্য লয় সাধনে সক্ষম, তাঁর আবার কিনা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা শনি—আবশ্যকীয় বস্তুর মধ্যে গণনীয়। বধ কর হরি এখনি বধ কর, সৃষ্টি র'ক্ষার তরে আমি নয় তোমাকে একটা শনি সৃজন ক'রে দেব, তাহলেইতো হবে, নাও—ওকে বধ কর। আর যদি তুমি না পার, আমাকে অনুমতি কর, এই ত্রিশূলে দুষ্ট দুরাচারকে কালের করাল কবলে নিক্ষেপ করি। (শনির প্রতি) ওরে—গর্ব্বিতমতি দুরাত্মন্! শিব তোর কাছে একটা কীটানুকীটের মধ্যে গণ্য—কি বল? (সক্রোধে) ওঃ—কি দারুণ জ্বালা, মারি দুষ্টে—মহাশূল ঘুচাই সন্তাপ। (ত্রিশূল উত্তোলন)

শনি। (সভয়ে বিষ্ণু প্রতি) দামোদর! দামোদর! র'ক্ষা করুন্, প্রাণ যায়—মলেম বুঝি।

মহাদেব। না—না, তুই ম'র্‌বি কেন, ম'র্‌বে হরিভক্ত শিশু

মার্কণ্ড। (সরোষে) উঃ—কি ব'ল্‌বোরে—পাপাত্মন্! (দন্তে দন্তে পেষণ)

শনি। (সত্রাসে কাঁপিতে কাঁপিতে) হরি! হরি! দয়াময় হরি! আমার যে হৃদ্‌পিণ্ড শুষ্ক হয়ে উঠ্‌লো। অহো—অহো, মহাকালের ভীষণাকৃতি আর যে আমি নিরীক্ষণ ক'র্‌তে পারিনে, গেলেম—গেলেম, হরি—দয়াময়, করুণানিদান! করুণা ক'রে মহাকালের রোষানলে আমার প্রাণ র'ক্ষা করুন্।

বিষ্ণু। দেখ শনৈশ্চর, তোমাকে র'ক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত কার্য্য, এক্ষণে তুমি মহাযোগী মহেশ্বরের শরণাপন্ন হও।

মহাদেব। সাবধান দুরাচার, মহাযোগী মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ ক'র্‌তে এলে যদি বা প্রাণের আশা থাক্‌তো, তাহলে আর থাক্‌বেনা। দেখ্‌ছো শূল—এতে যমালয় দর্শন ক'র্‌তে হবে।

শনি। কি—করি, কোথা যাই, হায়—হায়, ভগবান হরিও আশ্রিত জনকে পদাশ্রয় দিলেননা। হে হরি! হে মধুসূদন! হে বিপদ ভয় ভঞ্জন! আমি অতি দুর্ম্মতি, আমার কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন্, ভীষণ ভৈরব-কোপানলে আমাকে প্রাণদান করুন্ প্রভু।

বিষ্ণু। (মহাদেবের প্রতি) হে মহাকাল! হে ভীমরূপ! হে অরিন্দম মহাভৈরব! আপনি আজ আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে শনির গত অপরাধ ক্ষমা করুন্।

মহাদেব। কি? কি ব'ল্লে হরি—ক্ষমা—? কার নাম ক্ষমা? ক্ষমা কাকে বলে তাতো কই জানিনে, মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়ে ক্ষমা স্থান পায়না। আর তাও বলি, কাকে ক্ষমা, শনিকে? যে দুরাচার জগতের অরি—তাকে? কিছুতেই নয়, শুন হরি, মার্কণ্ডের তরে অনেক স'য়েছি, নীচাশয় অনেক কষ্ট দিয়েছে, আজ যদিও

তোমার অনুরোধে ওর পাপ জীবন রক্ষা পায়, কিন্তু জনার্দ্দন, শিব শক্তি যে কতদূর ওকে একবার তার পরিচয়টা প্রদান ক'রতে হবে, এই ত্রিশূলে বিদ্ধ ক'রে দুরাচারকে চতুর্দ্দশ ভুবন পরিদর্শন করাতে হবে।

শনি। (সভয়ে কম্পিত হওতঃ) ও—কি— সর্ব্বনাশ! তাহলেই যে যাবো, হা দয়াময় হরি,—হা অগতির গতি এ অগতির গতি কি-হ-বে।

বিষ্ণু। গৌরীপতে! ভীম দাবানল সদৃশ ক্রোধ পরিহার করুন্, দেখ্‌ছেননা, শনির দেহে প্রাণ নাই ব'ল্লেই হয়।

মহাদেব। এদিকেও দেখ্‌ছেননা, মার্কণ্ডেরও তো দেহে প্রাণ নাই ব'লেই হয়। স্বয়ং, জননী কমলা এসে সুশ্রুষায় ব্রতী হ'য়েছেন, তাতেও এ পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় নাই—এমনি দুরাচার প্রাণপণে শিশুর গ্রীবায় অস্ত্রাঘাত ক'রেছে। ওঃ—ওকেও আবার ক্ষমা। (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ)

শনি। (সভয়ে) অহো—কি ভীষণ মূর্ত্তি, কি হয়—এখন, কোথা যাই—এখন।

বিষ্ণু। যাই হোক্—হে শম্ভু, বার-বার আমি অনুরোধ ক'রছি, আমার বিনয়ে ছায়াপুত্রের প্রতি প্রসন্ন হোন্।

মহাদেব। (বিরক্তে) অ্যাঃ—কি জঞ্জাল। হরি! ছি-ছি, বার-বার, যাক্ আর শনির দণ্ড বিধানের আবশ্যক নাই।

[দূরে কালিকা রূপে ভগবতীর প্রবেশ।]

কালিকা। (দূর হইতে)

জানি—জানি হরি,
তুমি যারে রাখ,
অন্যে তারে মারিতে না পারে,

ভাল মায়াময়,
শিবরোষ নিভালে নয় মধুর বচনে,
কিন্তু চিন্তামণি,
এইবার—কি হবে উপায় ?
জানতো হরি,
মিষ্টবাক্যে কালিকা ভুলিবার নয়।
সঙ্কল্প করিয়া করে ধ'রেছি যে কৃপাণ
অরি—রক্তপান বিনা কভু না বাহুড়ে।

শনি। (কালিমূর্ত্তি দর্শনে মহাত্রাসে কম্পন) ওঃ—ওঃ—অহো—অহো, একি—একি, ভয়ঙ্করী—কালিকা যে, হায়-হায়, আর র'ক্ষা পেলেমনা,—প্রাণের আশা এইবার ফুরালো। (কম্পন)

বিষ্ণু। (স্বগতঃ) তাইতো, শনিকে র'ক্ষা করা দেখ্‌ছি আমার নিতান্তই সাধ্যাতীত হলো, অসুর নাশিনী অম্বিকা যখন অসুর-ঘাতিনী কালিকা রূপে উপস্থিত, তখন শনির আর প্রাণের আশা নাই, কিন্তু শনির প্রাণ র'ক্ষা না হ'লেও যে নয়—কি করি—কি উপায়ে কালিকার ক্রোধানল নির্ব্বাণ করি। (চিন্তিয়া) ও—উপায় স্থির হ'য়েছে, এক্ষণে শনৈশ্চর-জনক সূর্য্যদেবকে বিশেষ প্রয়োজন, তিনি এসে কালিকার স্তব স্তুতি ক'ল্লে পর ওঁর ক্রোধ প্রশমিত হ'তে পারে। এক্ষণে তবে সূর্য্যদেবের মনকে বিচলিত করি। তাহলেই তিনি পুত্রের অকল্যাণ ভেবে শীঘ্রই এস্থলে উপস্থিত হবেন।

কালিকা। বলি শনি! এই বিকট বদনে একবারে তোকে নিক্ষেপ ক'র্‌বো—না খণ্ড খণ্ড ক'রে ছেদন ক'রে বদন মধ্যে ক্ষেপণ ক'র্‌বো? শীঘ্র বল কিরূপে কালিকার মনের জ্বালা ও জঠরজ্বালা নিবারিত ক'র্‌তে চাস্? আমার আর বিলম্ব সহ্য হয়না।

কই কিছুইতো ব'ল্লিনা, ভাল না বলিস্, আমি তোর উষ্ণ শোণিত পান কর্‌বার জন্য বড়ই পিপাসিত, আয় এই খড়্গাঘাতে ব'ক্ষ বিদীর্ণ ক'রে শোণিত পান করি।

(শনির প্রতি ধাবমান)

(ইত্যবসরে সূর্য্যদেবের প্রবেশ।)

স্তব।

সূর্য্যদেব। ক্ষন্তং ক্ষন্তং ভীমা ভব-মন বিমোহিনী।
রক্ষং রক্ষং কালী চণ্ড-মুণ্ড বিঘাতিনী॥
ত্রাহি ত্রাহি ডাকি মাগো ত্রৈলক্যতারিণী।
বরদে বিজয়ে র'ক্ষ গিরীন্দ্র-নন্দিনী॥
বিমলা বগলা বামা ভৈরবী ডাকিনী।
শাকিনী হাকিনী শ্যামা যোগিনী সঙ্গিনী॥
ঘোরং মূর্ত্তি এলোকেশী অরুণ-নয়নে।
দুর্ম্মদা দৈত্যহা দুর্গা দানব সংগ্রামে॥
অভয়া সদয়া দীনে হওগো তারিণী।
ভিক্ষা চরণে দীনের দুরিত বারিণী॥

গীত।

সদয়া হও মা কালকে।
প্রসন্ন-নয়নে চাওগো নগেন্দ্র-বালিকে॥
অতি কুমতি মম তনয়, বহু অপরাধে অপরাধী হয়,
স্বগুণে সদয়া হও—সুরেন্দ্র পালিকে॥
পতিত আমি চরণে, ঠেলনা আমায় চরণে,
অপকীর্ত্তি হবে ভবে পুত্রে ব্যথা দিলে,—
স্বপুত্র লইনু শরণ, ওরূপ কর মা সম্বরণ,
ভীম-খড়্গা ভূমে ক্ষেপণ কর মা শিবে সুখশালিকে॥

কালিকা। সূর্য্যদেব! তোমার স্তবে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেম। এক্ষণে একটি প্রার্থনা ব্যতীত তুমি আমার নিকট যা প্রার্থনা ক'র্‌বে আমি তদ্দণ্ডেই তা প্রদান ক'র্‌বো। বল আমার নিকট কি চাও।

সূর্য্য। দয়াময়ি! যা চাবো, দয়া ক'রে তাই দেবে কি?

কালিকা। অগ্রেই তো ব'লেছি সূর্য্যদেব, একটি ব্যতীত যা চাবে তাই দেব।

সূর্য্য। জগদম্বে! কোন্‌টি ব্যতীত যা চাবো তাই দেবে মা?

কালিকা। ছায়া-গর্ব্ভসম্ভূত, তোমার কুলাঙ্গার পুত্র পাপীষ্ঠ শনির পাপ প্রাণ ব্যতীত।

সূর্য্য। চামুণ্ডেগো! তবে আর কি চাবো মা? এই পিতা পুত্রে তোর পদতলে পতিত হ'চ্ছি, তুই ঐ দৈত্যঘাতী খড়্গে আমাদের উভয়ের প্রাণ সংহার কর্। (শনির প্রতি) বৎস শনৈশ্চর! আর বৃথা ভয়ে কেন কম্পিত হ'চ্ছ, এস পিতা পুত্রে মিলে ওই পাষাণী মায়ের দানব-বিনাশী খড়্গমুখে প্রাণ স্থাপন করি, ওঁর রক্ত পিপাসা নিতান্তই বলবতী হ'য়েছে, সে পিপাসা যাক্, সন্তান-শোণিতে দারুণ পিপাসার শান্তি হোক্।

মহাদেব। (কালীর প্রতি) কালিকে! হলোনা, যা ভেবে-ছিলেম তা ঘট্‌লোনা। ঘট্‌বে কিরূপে চক্রী—হরি যে বিপক্ষ পক্ষে, ওঁর চক্র অতিক্রম ক'র্‌তে শিবও অশক্ত, শক্তিও শক্তি-হীন। (বিষ্ণুর প্রতি) যা হোক্ হরি, তুমি সত্য, তোমার নাম সত্য, আর তোমার কথাও সত্য। যে যত যত্ন, যত চেষ্টাই করুক্‌না কেন সবই বৃথা, তুমি যা স্থির ক'রে রাখ তার অন্যথা কিছুতেই হবার নয়। শিব এলেন কিনা বিশ্বনাশী শূল হস্তে রুদ্রবেশে, শঙ্করী এলেন কি—না কালীমূর্ত্তি ধ'রে ভীম খড়্গ করে, কিন্তু হবার

মধ্যে হলো কিনা শরৎকালের মেঘাড়ম্বর, দুটো তর্জ্জন গর্জ্জন হাঁক ডাক হ'য়েই সব ফাঁক। দশদিক একবারে পরিষ্কার, কোথায় বা মেঘ—আর কোথায় বা জল। ভাল—কৃষ্ণ কেন আর বৃথা লজ্জা কষ্ট পাও, নাও—তুমি থাকো, তোমার প্রাণ সম ভক্ত শনিকে নাও, পরমাত্মীয় সূর্য্যদেবকে নাও, আর হতভাগ্য অভক্ত মার্কণ্ডেয়—তা ওকে রাখ্‌তে হয় রেখো, মার্‌তে হয়, নিজে না পার ভক্ত শনিকে দিয়ে বধ করো—আমি চ'ল্লেম। (কালীর প্রতি) ভদ্রকালিকে! এই সময় ভদ্রতা রেখে মানে মানে প্রস্থান করি চল, দেখ্‌ছো কি, বুঝেছো কি, আর এ স্থানে তিলার্দ্ধ থাকা কদাচ উচিত নয়, এর পর হয়তো শনি হস্তে শঙ্কর—শঙ্করীর অপমান হ'তে পারে—বুঝেছ? চল—চল, শীঘ্র অগ্রসর হই। (বিষ্ণু প্রতি) বৈকুণ্ঠবিহারি! তবে আমরা বিদায় হ'লেম।

বিষ্ণু। দিগাম্বর! পীতাম্বর কোন দোষে আপনার নিকট এত দোষী হ'লো যে তজ্জন্য অভিমান ভ'রে আপনি কৈলাসবাসে গমনেচ্ছুক হলেন?

মহাদেব। কি আশ্চর্য্য! আমি কি তোমাকে দোষী বল্‌ছি? তোমার দোষ বেদে—নাই, পুরাণে নাই, তন্ত্রে নাই, মন্ত্রে নাই, সাধনে নাই, আরাধনে নাই—তুমি নির্দ্দোষী, এমন কি নির্দ্দোষীরও চূড়ামণি।

বিষ্ণু। উঃ—এত ভর্ৎসনা এ অতি অসহ্য! ভাল দিগাম্বর এরূপ ভর্ৎসনার কারণ কি?

মহাদেব। মহাচক্রি! কারণ যে কি তাকি তুমি জাননা? মনে ক'রেছ শিব একটা পাগল তো পাগল ও আর কি বুঝ্‌তে পার্‌বে—কেমন কিনা?

বিষ্ণু। কই ত্রিলোচন, আমি তো কিছুই জানিনা।

মহাদেব। জাননা—জাননা হৃষীকেশ? ভাল বল দেখি শুনি, কার আহ্বানে সূর্য্যদেব এখানে এসে উপস্থিত হলো, কে মনে মনে মন্ত্রণা ক'রে মনের ডাকে সূর্য্যদেবকে এ সংবাদ দিলে? বল বল মাথা হেঁট ক'রোনা? শঠ! চতুর! পঞ্চানন যে তোমার কৃপায় তোমার চাতুরী বেশ বুঝ্‌তে পারে, একি জেনেও জাননা?

বিষ্ণু। (সলজ্জে) সর্ব্বজ্ঞ পশুপতে! আমি অপরাধী, আমাকে মার্জ্জনা করুন্, আর আমি শনির রক্ষা বিষয়ে মনোযোগী নই—আপনাদের এখন যা ইচ্ছা হয় তাই করুন্।

মহাদেব। আর কি ক'র্‌বো হরি, সে পথ তুমি অগ্রেই রুদ্ধ ক'রেছ, এখন তুমিই বরং যা ক'র্‌তে হয় কর।

বিষ্ণু। দেবদেব আশুতোষ, এখনও আপনি আমার উপর অসন্তোষ। কিসে আপনার সন্তোষলাভ হবে; এইবার পদতলে পতন ভিন্ন তুষ্টি সাধনের অন্য উপায় দেখিনা—তাই করি। হে যোগীবর যোগেশ! এই আমি আপনার পদতলে পতিত হলেম, আপনি কিঙ্করের প্রতি প্রসন্ন হোন্। (পদতলে পতন)

গীত।

প্রসন্ন হও হে দিগাম্বর পীতাম্বর প্রতি।
আমি নিলাম তব চরণে শরণ রাখ চরণে দেব পশুপতি॥
না ভাবি অন্তরে আগে হ'য়েছি অপরাধী,
ক্ষমা কর সে অপরাধ চরণ ধ'রে সাধি,
(ক্ষমা কর হে) (আশুতোষ দাস দোষ)
যদি ক্ষমা না কর শুভঙ্কর কি হবে তবে বল হে গতি॥

মৃত্যুঞ্জয়, সদয় হও, অধীন জনে,
(আমি তোমার কিঙ্কর কেনা জানে),
(আমি বিক্রীত তব চরণে),
আমার দণ্ড কর, দণ্ডধর, যাহা লয় হে তব মতি ॥

কালিকা। আমিতো আর নিরস্ত থাক্‌তে পারলেমনা, বলি উমাকান্ত! আজ একি ভ্রান্ত? কান্তহে! কোন ধন পদতলে প'ড়ে তাকি তুমি দেখ্‌ছোনা, যে ধনের লাগি তুমি সর্ব্বত্যাগী, যে ধনের তরে তুমি ভিখারী, যার জন্য অঙ্গে ভস্ম, গায়ে সর্প, গলে হাড়-মালা, পরিধানে বাঘাম্বর, বলি সে ধনেরও এ অনাদর, হর মহেশ্বর এও কি সাজে, না—এও দেখা যায়, তোল কান্ত নীলকান্তে ব'ক্ষে তোল। আহা মরি—মরি, নীরদ নিন্দিত শ্যাম তনুখানি যে ধূলি মাখা হলো,—

মহাদেব। কি বল্‌ছো শঙ্করি! কিসে তুমি শ্রীধরের এত অনাদর দেখ্‌লে?

কালিকা। কেন নাথ, শ্রীকান্ত যে তোমার পদ- প্রান্তে এখনও পতিত র'য়েছে তাকি দেখ্‌তে পাচ্ছনা?

মহাদেব। থাক্‌লেনই বা পদতলে পতিত, তাতে আর অনাদর কিসে হলো?

কালিকা। অনাদর হলো বই কি স্বামিন্, মুনিগণের শিরোমণি চিন্তামণি কি পদতলে পতিত থাক্‌বার ধন?

মহাদেব। ও—এই জন্যই অনাদর ভাবছো। হা-হা-হা, জ্ঞানময়ী দুর্গে! আজ আমি দেখ্‌ছি তোমারই সম্পূর্ণ জ্ঞানের অভাব জন্মেছে। ভাল গণেশ-জননি! বল দেখি শুনি, কোন ব্যক্তিকে কেউ যদি কোন একটি বস্তু বিক্রয় করে, তাহলে সেই ব্যক্তি সেই বস্তুর পূর্ণ অধিকারী হয় কিনা?

কালিকা। তা অবশ্যই হয়।

মহাদেব। ভাল সে—সেই বস্তুটিকে ইচ্ছামত যত্ন ক'র্‌তেও পারে, অযত্ন ক'র্‌তেও পারে, রাখ্‌তেও পারে, আবার নষ্ট ক'র্‌লেও ক'র্‌তে পারে কিনা?

কালিকা। হাঁ তা পারে বই কি, সে জিনিসটি যখন তার তখন সে যা ইচ্ছা তাই ক'র্‌তে পারে।

মহাদেব। তবে প্রিয়ে, হরির অনাদর কেমন ক'রে করা হলো?

কালিকা। কেন।

মহাদেব। হাঁহে শিবে! হরি কি আমার বস্তু? না আমিই ঐ হরির বস্তু। অম্বিকে! আমি কি আর আমার আছি, আমি যে ঐ চরণে বিক্রীত হয়েছি। দুর্গে! কার পদতলে কাকে দেখে, কার অনাদর ভাবছিলে? যার পদতলে সেই পতিত, তার অনাদর সেই ক'রেছে।

কালিকা। ওঃ—ভ্রম গেল, ভ্রান্তি গেল, এতক্ষণে বুঝ্‌লেম নাথ এতক্ষণে জ্ঞানহীনা শক্তির জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত হলো।

(ইত্যবসরে দূরে নারদের প্রবেশ।)

নারদ। আমি এ কোন স্থানে এলেম? একি সেই হরিভক্ত মার্কণ্ড পীড়ক শনির কারাগার! না—না এতো কারাগার নয়, কারাগারে তো রাজদ্রোহী অপরাধীগণই অবস্থান করে; এ তবে কি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা, হর হরি এবং উমা ও রমা এঁরা তবে এখানে কি জন্য? এরা কি গ্রহপতি শনির নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হ'য়ে তার কারাগারে বন্দী হয়েছেন? হাঁ যথার্থই বটে, শনির কাছে এঁরা ঘোর অপরাধে অপরাধী। শনির যথা

সর্ব্বস্ব ঐ তস্করদ্বয় ও তস্কর-পত্নীদ্বয়ে অপহরণ ক'রে ল'য়ে পলায়ন ক'রেছিল, অনেক চেষ্টা ক'রেও শনি, তস্করদ্বয়ের অনুসন্ধান ক'রতে পারে নাই, পরে মার্কণ্ডেয়রূপী মহাতপস্বীর আশ্রয় লাভ ক'রে তার বলে ও কৌশলে শনি আজ তস্করদ্বয়কে সস্ত্রীক বন্ধন ক'রে এনে কারাগারে র'ক্ষা ক'রেছে। অহো—গ্রহপতি শনি, কে তোমায় অসাধু বলে? সাধুগণের অগ্রগণ্য তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য। তোমার হরিভক্তের প্রাণ বিনাশ কল্পনাকেও শতবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওরে মূঢ় মন! কেন মিছে সাধন, কেন মিছে আরাধন, হরি হরি বলা ছাড়, হরিপূজা ভুলে যা, ভবারাধ্য ভগবানকে যদি লাভ ক'রতে অভিলাষ থাকে, তবে দুর্ব্বৃত্ত হ—অত্যাচারী হ, সবলে কোটি বন্ধন ক'রে অসি ধ'রে ধনুর্ব্বাণ করে দেব দ্বিজে বিনাশ কর, হরিভক্তগণকে কঠিন যন্ত্রণায় কাতর কর, তবেই মুক্তি, তবেই পরমাগতি লাভ ক'রবি। দেখ ঐ উপায় অবলম্বন ক'রে কত শত জন বিশ্বারাধ্য হরি-চরণ লাভ ক'রেছে, আজও দেখ্ রবিনন্দন শনি সেই উপায়ে হরি হরকে গৃহে ব'সে লাভ ক'রেছে। ওরে মন মাতঙ্গ! মহা সুযোগ—মহাসুযোগ, এমন সুন্দর পথ আর নাই, ঐ পথে চল, ঐ দেখ কৃতান্ত ব্যাধ তোকে বশে আন্‌বার জন্যই অঙ্কুশ হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফির্‌ছে, সাবধান? এখন সাবধান?

গীত।

মন মাতঙ্গ হ-রে সাবধান।
ও—তোরে ধর্‌বার তরে, পাছে ফেরে, ব্যাধ বলবান॥
কুটিল পথে চ'লোনারে, সরল পথ যেথা পড়ে,
দেখে নেরে থাকৃতে সময় অতি যতনে,
নইলে পরে প'ড়বি বড় বিপদে নিশ্চয়,—

কাঁদ্‌বি তখন হাহাকারে, ব্যাধের অঙ্কুশ প্রহারে,
তাইতে বলি বিনয় ক'রে কর আত্ম ত্রাণ ॥

নারদ! প্রণাম হই। (প্রণামান্তে) হে পীতাম্বর! হে বাঘাম্বর, আজতো দেখ্‌ছি শনির ভাগ্যই সুপ্রসন্ন, শনির কারাগার আজ শিবলোক ব'ল্লেও হয় আর গোলক ব'ল্লেও হয়। যেহেতু গোলকেশ্বর গোলকেশ্বরী, কৈলাসেশ্বর কৈলাসেশ্বরী শনির কারাগারে বিরাজমান। ওহে করুণানিদান! যে ভক্ত—অরি তারিতো কামনা অগ্রে পূর্ণ ক'র্‌লে, কিন্তু ভক্তের কামনা আর এই অভক্ত নারদের কামনা কি অপূর্ণই থাক্‌বে?

বিষ্ণু। বিধিপুত্র! তুমি আমার প্রিয়ভক্ত, বল তোমার কি কামনা পূর্ণ ক'র্‌বো, এখন ভক্ত মার্কণ্ডের কামনা আমি পরে পূর্ণ ক'র্‌বো।

নারদ। আমার কামনা অগ্রে পূর্ণ ক'র্‌বেন, ভাল করুন্ তবে, আমিও তাই চাই।

বিষ্ণু। বল—তোমার কামনা কি?

নারদ। কমলাঁখি! আমার কামনা এই, মায়াবিনী কুহকিনীর সমুচিত দণ্ড।

মহাদেব। অহো—সত্য বটে, সেই দুশ্চারিণী হ'তেই এতদূর ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত।

(ইত্যবসরে মায়াকে বন্ধন করিয়া লইয়া নন্দীর প্রবেশ।)

নন্দী। (মায়ার প্রতি) আয় পাপিনী, হরি হরের সমক্ষে আজ তোর জীবন লীলার অবসান হবে।

মায়া। র'ক্ষ হর গঙ্গাধর র'ক্ষ হৃষীকেশ,
অকারণে দাসী প্রতি কেন হেন দ্বেষ।

মহাদেব। রে—দুশ্চারিণি! অকারণে তুই দোষী? প্রকৃত-পক্ষে তুই মহাদোষে দোষী। তোরই ছলনায় হরিভক্ত মার্কণ্ডের হরিনাম—হরিধ্যান বিচ্যুত হ'য়েছিল—পাপিনী কুহকিনি! এই-বার দেখ হরিভক্তের তপোবিঘ্নের কি ফল।

(ত্রিশূল লইয়া মায়ার ব'ক্ষে ঘাতনোদ্যোগ।)

মায়া। (সভয়ে বিষ্ণু প্রতি) হরি র'ক্ষ, হরি র'ক্ষ, জয় জগদীশ র'ক্ষ। (বিষ্ণুর পদতলে পতন)

বিষ্ণু। (মহাদেবের প্রতি)

সম্বর জ্বলন্ত রোষ দেব দিগাম্বর,
অপরাধিনী নহে পদে মায়া শক্তীশ্বরী।

মহাদেব। আবার—শ্রীহরি!

দূর হোক্
উচিত এ স্থান হ'তে প্রস্থান আমার।
(কালীর প্রতি)
এস কালিকে!

বিষ্ণু। আশুতোষ!

পরিহর রোষ,
শুন প্রভু কথা।

মহাদেব। আর না হরি,

আর না শুনিব কথা,
শেষ কথা বলি শুন জগবন্ধু নারায়ণ,
মার্কণ্ডে করহ প্রভু কৃপা-কণা দান।

কালিকা। আমারও মিনতি পদে দেব শ্রীগোবিন্দ,

রাখিও মার্কণ্ডে তব অভয় চরণে।

[উভয়ের প্রস্থান।

নন্দী। কি কাজ হেথায় থাকা,
জনক জননী, করিল গমন।
হৃষীকেশ প্রণমি চরণে। (প্রণাম)
হইনু বিদায়।

[প্রস্থান।

নারদ। দয়াময়!
এ কেমন বিচার তোমার?
দুষ্টা—মায়া-দেবী,
করিয়াছে—ঘোর অত্যাচার,
তাহে কর ক্ষমা দান!
ছি-ছি খেদ বড় রহিল মরমে,
হরিভক্তে কষ্ট দিয়ে সবে নিরাপদ।

বিষ্ণু। কি ইচ্ছা তোমার নারদ?

নারদ। শুনিবারে মম ইচ্ছা
ইচ্ছা যদি তব ইচ্ছাময়,
শুন তবে মন দিয়ে।
দুষ্টবুদ্ধি—দুরাচার রবির নন্দনে,
ফেল দুষ্টে অবিলম্বে জ্বলন্ত রৌরবে।
আর ঐ পাপিয়সী দুষ্টা কুহকিনী
শনি উপদেশে কৈল ঘোর পাপাচার,
নাহিক নিস্তার ওর,
দাও শাস্তি পাপিনীরে,
ফেল ভীম প্রেতিনী কুপেতে।

বিষ্ণু। পালিব তোমার কথা বিধির তনয়,
শাস্তি দিব সমুচিত ভক্ত-দ্বেষী-দ্বয়ে।

যাও—সূর্য্যদেব,
নিজ স্থানে করহ গমন।
তব অনুরোধে,
পুত্রে তব বধিবনা আর,
কিন্তু পাবে শাস্তি পাপের কারণে।

সূর্য্যদেব। যাচি ক্ষমা পদাম্বুজে শ্রীমধুসূদন,
কর ক্ষমা অজ্ঞান তনয়ে।

বিষ্ণু। ক্ষমিয়াছি ওরে,
প্রাণ রক্ষা হৈল সে কারণ।
এবে ভক্তগণ অনুরোধে,
বিশেষতঃ
পাপীর পাপের শাস্তি করিতে বিধান,
অষ্টম বরষ হবে দুঃখে গোঁয়াইতে।
পৃথিবীর তলে,
পাতাল প্রদেশে,
প্রেত্তিনী নামেতে যেবা কুপ ভয়ঙ্কর,
তথায় বঞ্চিবে শনি দিবস রজনী,
মায়াও অবশ্য হবে শনি অনুগামী।

সূর্য্যদেব। কি আর কহিব হরি,
দয়া করি কৈলে প্রাণদান,
শিবরোষে তুমিই বাঁচাইলে প্রভু,
কর এবে যাহা মনে লয়।
প্রণমি চরণে,
চলিনু স্বস্থানে। (শনি প্রতি!
যাও তবে বৎস,

ভুঞ্জিতে করম-ফল সে ভীষণ স্থলে।
আশীর্ব্বাদ করি,
এস ত্বরা ফিরি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। ধর্ম্মরাজ!
নাগপাশে বাঁধি লহ একত্রে দোঁহারে।

ধর্ম্ম। যে আজ্ঞা প্রভু।

শনি। একমুখে কত কথা কহিলে শ্রীনাথ?
মুক্তি দান আজ্ঞা হৈল ঐ মুখ হৈতে,
পুনর্ব্বার হৈল আজ্ঞা বাঁধিতে পাশেতে?
এ কেমন নারায়ণ তোমার বচন
বুঝিতে না পারি কিছু।

বিষ্ণু। বুঝায়ে দিতেছি আশু।
হীনমতি!
ক্রুর অতি কে আছেরে তোর সম?
আপনার দোষে দুষ্ট পড়িলি বিপাকে।
যেইকালে করিনুরে মুকুতি প্রদান,
সেইকালে ক্রুরতা কৈলে পরিহার,—
ঘটিতনা ভালে তব এতেক দুর্গতি।
মনে মনে ভাব দুষ্ট আমি মহাবীর।
করিয়াছ পুনঃ পাপ-কামনা অন্তরে।
পুনরপি মার্কণ্ডেরে ফেলিবে পাথারে,
বল সত্য,
সত্য নহে ইহা?
ওরে—মম ঠাঁই লুকাতে কি কেহ কভু পারে?

সতত বেড়াই আমি সবার অন্তরে।
যাও—যাও ধর্ম্মরাজ,
ল'য়ে যাও পাপী পাপিনীরে,
ফেল অন্ধ কূপে—
পাতাল-নগরে।

ধর্ম্মরাজ। যে আজ্ঞা।
এস গ্রহপতি!
এস মায়া।

শনি। (স্বগতঃ)
যাই—খেদ নাহি তায়,
কিন্তু মার্কণ্ডে এ জীবনে কভু না ছাড়িব।
প্রতিজ্ঞা আমার,
প্রাণ যাবে,
তবু দুষ্টে দেখিব—দেখিব, দেখিব।

[শনি ও মায়াকে বন্ধন করিয়া লইয়া ধর্ম্মরাজের প্রস্থান।

বিষ্ণু। নারদ! এইবার নিশ্চিন্ত হলেম, বৎস মার্কণ্ডের আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই।

নারদ। কেমন ক'রে জান্‌বো বল, তুমিই জান বিপদাশঙ্কা আছে কিনা, আমারতো পূর্ব্বাপর যা ধারণা ছিলো, তাতো পরীক্ষার মুখে এক প্রকার বিফল হলো—

বিষ্ণু। তোমার কি ধারণা ছিলো?

নারদ। ধারণা ছিলো এই, হরিনামে বিপদ থাকেনা।

বিষ্ণু। কেন, সে কথা কি মিথ্যা?

নারদ। সত্যই বা বলি কেমন ক'রে?

বিষ্ণু। হাঁ—তা সত্য বটে, যেহেতু তুমিই বৎস মার্কণ্ডের দীক্ষাগুরু।

নারদ। ওহে কল্পতরু! তোমার প্রসাদে সদর্পে মুক্তকণ্ঠে আমি ব'ল্‌তে পারি, বৎস মার্কণ্ডের কাছে আমি তোমাপেক্ষাও শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, তোমাপেক্ষা মার্কণ্ডের প্রতি আমার অধিকার অনেকাংশে অধিক।

বিষ্ণু। যাও—যাও, অধিক বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই, আমি প্রাণাধিক মার্কণ্ডের আনন্দবর্দ্ধন করি।

নারদ। ভাল, আমি নিরস্ত হলেম।

বিষ্ণু। (লক্ষীর প্রতি) কমলে! বৎস মার্কণ্ডেয়কে অঙ্কোপরি র'ক্ষা ক'রে বিরস অন্তরে কি ভাবছো?

লক্ষ্মী। কান্ত! বিষম ভাবনা উপস্থিত হয়েছে, আমি বহু মত শুশ্রুষা দ্বারায় বৎস মার্কণ্ডের এ পর্য্যন্তও চৈতন্য দান ক'র্‌তে সক্ষম হ'তে পারি নাই।

বিষ্ণু। কই প্রিয়ে দেখি। (মার্কণ্ডকে নিরীক্ষণ করতঃ) রমে! প্রাণাধিক ভক্তের এই দীর্ঘ মোহাচ্ছন্নের করণ তুমি অবগত হ'তে পার নাই? আমি বেশ অবগত হলেম।

লক্ষ্মী। বনমালি! এর কারণ কি?

বিষ্ণু। কমলে! মহাবল-শালিনী মায়া, হরিভক্তিকে ও দয়া, শ্রদ্ধা, মুক্তিকে মার্কণ্ডের হৃদয় হ'তে বহিস্কৃত করবার জন্য এত ঘোরতর যুদ্ধ ক'রেছে যে, সেই দারুণ যুদ্ধের ঘাত—প্রতিঘাতে বৎস মার্কণ্ডের মন একবারে নিতান্ত দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে, মনের এমন শক্তি নাই যে, চৈতন্য দেবীর সহিত যোগদান করে।

লক্ষ্মী। তবে এখন এর উপায় কি?

বিষ্ণু। উপায়—বৎসের মরু-ভূ সম হৃদয়ে পুনর্ব্বার শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া ও মুক্তিকে অবস্থান ক'র্‌তে আদেশ দিতে হবে।

লক্ষ্মী। প্রাণকান্ত! এখনই তবে সে আদেশ করনা কেন।

বিষ্ণু। সম্প্রতি তাদিকে সে—আদেশ করা বৃথা যে।

লক্ষ্মী। কেন হরি?

বিষ্ণু। আগে মনকে বলবান না ক'র্‌লে তারা এসে কি ক'র্‌বে?

লক্ষ্মী। মন, বলবান হবে কিসে?

বিষ্ণু। পুনর্ব্বার দীক্ষা দানে।

লক্ষ্মী। তবে আর চিন্তা কি চিন্তামণি, বৎস নারদকে আদেশ কর, নারদ পুনর্ব্বার বাছাকে দীক্ষা দান করুক।

বিষ্ণু। লক্ষ্মি, তুমিই নারদকে সে আদেশ কর, আমি আর—

লক্ষ্মী। ভাল— আমিই আদেশ ক'র্‌ছি। (নারদের প্রতি) বৎস নারদ!

নারদ। কেন মা?

লক্ষ্মী। তুমি এক্ষণে সত্বর হ'য়ে মার্কণ্ডেয়কে পুনর্ব্বার দীক্ষা দান কর।

নারদ। তোমার আদেশ শিরোধার্য্য। (বিষ্ণুর প্রতি) বলি হাঁহে কল্পতরু, এইবার আপন মনে ভেবে দেখ্‌লে ভাল হয়না যে অগ্রে দীক্ষা-গুরু কি অগ্রে জগৎগুরু। ভক্তবৎসল, এইবার একটু গভীর চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে হয়না যে, ভক্তের কাছে তুমি অগ্রে পূজনীয় না আমি অগ্রে পূজনীয়। ভক্তের প্রতি তোমার অধিকার সমধিক না আমার অধিকার সমধিক—এইবার তার ভালরূপ পরিচয়টা লওয়া কি উচিত হয়না?

বিষ্ণু। নারদ উপহাস রাখ, যাও—তোমাকে আর মার্কণ্ডের

দীক্ষাগুরু হ'তে হবেনা, আমি স্বয়ং মার্কণ্ডের দীক্ষাগুরু হ'য়ে দীক্ষা দান ক'র্‌ছি।

নারদ। ভাল প্রভু ক'রুন্।

বিষ্ণু। (মার্কণ্ডের কর্ণমূলে মুখ স্থাপন করতঃ) হরে-কৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরে-হরে, হরে-রাম-হরে-রাম-রাম-রাম-হরে-হরে। বৎস মার্কণ্ডেয়! অতি পবিত্র অন্তরে স্থির-মনে শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকা। প্রাণাধিক! পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। কৃষ্ণ-কেশব, ব্রজকিশোর-মাধব, শ্যাম মধুর মূর্ত্তি বামে ব্রজ-সুন্দরী। নেহার নেহার হৃদে কিশোর কিশোরী॥ যুগল চরণে, বাজয়ে নুপুর, অতি সুমধুর—রুণু রুণু রুণু। ভকত অলিকুল, পদ-পাশে আকুল, বেড়াইছে সদা করি গুণু গুণু গুণু॥ কটিতটে পীত ধড়া, শিরে শিখি-পুচ্ছ চূড়া, গলেতে শোভয়ে ফুল্ল-ফুলহার। ভক্তচিত্ত প্রীতিপ্রদ অতি চমৎকার॥ সেই রূপ ভাব সদা হৃদে কর ধ্যান, তবেই হইবে বৎস পূর্ণ মনস্কাম। শ্রীহরি—শ্রীহরি—শ্রীহরি। বৎস মার্কণ্ডেয়! আর কেন নয়ন দুটি নিমীলিত ক'রে র'য়েছ? নয়ন উন্মীলন কর, কথা কও। (ক্ষণেক পরে) একি! একি—আশ্চর্য্য! মার্কণ্ডের তো চৈতন্য লাভ হলোনা।

(ইত্যবসরে দূরে ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। (দূর হইতে) ওহে ভ্রমহারী হরি! আপনাতেও কি ভ্রম স্থান পায়?

বিষ্ণু। কে—বিশ্বকর্ত্তা বিধি, আসুন আসুন।

ব্রহ্মা। এইতো এলেম দয়াময়।

বিষ্ণু। আপনি আমার ভ্রম-জনিত কোন কার্য্য দর্শন ক'র্‌লেন?

ব্রহ্মা। হৃষীকেশ! নিঃসন্দেহই যে ব'ল্‌তে পারি আপনি ভ্রমাচ্ছন্ন, এমন শক্তি আমার নাই। কেননা কি ভাবে যে কি খেলা খেলছেন তা যখন বল্‌তে অক্ষম। তবে যতটুকু জ্ঞান-শক্তি দিয়েছেন তার দ্বারায় অনুভব ক'চ্ছি এই, স্বয়ং দীক্ষাগুরু হ'য়ে মার্কণ্ডেয়কে দীক্ষা দান করা এইটি আপনার সম্পূর্ণই ভ্রান্তির কাজ হ'য়েছে।

বিষ্ণু। কেমন ক'রে?

ব্রহ্মা। যেমন নিজের গুণ, নিজের রূপ, নিজে ব্যাখ্যা ক'র্‌লে জন সাধারণে তাকে উন্মাদ-শ্রেণীভুক্ত করে, আত্ম প্রশংসা-ব'লে যেমন তার সকল কথা নিষ্ফল হয়, তেমনি আপনিও নারদের সহিত বাদ ক'রে মার্কণ্ডেয়কে আত্মরূপ, আত্মগুণ শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান ক'চ্ছেন। ভাল গুণময়, এটি কি আপনার দারুণ ভ্রমের ল'ক্ষণ লক্ষিত হলোনা?

বিষ্ণু। অহো—বটে—বটে, আপনার কথায় ভ্রম বিদূরিত হ'লো, এক্ষণে উপায় কি?

ব্রহ্মা। উপায় আছে। বৎস নারদ কর্ত্তৃক যদি মার্কণ্ডের পুনর্দীক্ষা প্রদানের একান্ত অনভিমত হয়, তবে দেবী কমলা উনিই মার্কণ্ডেয়কে দীক্ষা দান করুন্। তবে যুগল-মন্ত্রে নয়, শুধু হরিমন্ত্রে দীক্ষিত করুন্।

বিষ্ণু। তাহলে কি মার্কণ্ডের চৈতন্য লাভ হবে?

ব্রহ্মা। হাঁ প্রভু—তাহলেই নিশ্চয় চৈতন্য লাভ হবে।

বিষ্ণু। কমলে! তুমিই তবে মার্কণ্ডেয়কে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত কর।

লক্ষ্মী। তা কেমন ক'রে হবে নাথ, এমন ভক্তকে আমি ভক্ত ব'ল্‌তে পাবনা।

বিষ্ণু। কেন লক্ষ্মি, ভক্ত ব'ল্‌তে পাবেনা কেন?

লক্ষ্মী। কিরূপে পাব, যুগল মন্ত্র ব্যতীত শুধু হরিমন্ত্রে দীক্ষা দিলে, মার্কণ্ড শুধু তোমাকেই পূজা ক'র্‌বে, তোমারই ধ্যানে চিত্ত সমর্পণ ক'র্‌বে, কিন্তু নাথ আমাকে তো আর ডাক্‌বেনা, আমিকেবল ওর দীক্ষাগুরুর স্থানিয়া হবো মাত্র।

বিষ্ণু। ও—বুঝেছি লক্ষ্মি, মার্কণ্ড আমার ভক্ত হ'লে তোমার প্রাণে তা সবেনা। ভাল কমলে! তুমিই বা—কে, আর আমিই বা—কে, লক্ষ্মী-নারায়ণ যে অভেদাত্মা তাকি তুমি জাননা লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। কান্ত! জানি সবই, তবে এরূপও তো হ'তে পারে, লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন অভেদ, তখন তুমিই কেন বৎস মার্কণ্ডেয়কে রাধামন্ত্রে দীক্ষিত করনা।

বিষ্ণু। তা—কিরূপে—হয়।

লক্ষ্মী। কেন হরি লক্ষ্মী-নারায়ণ যে অভেদ। চতুর চূড়ামণি! আপনার বেলায় বাঁধাবাঁধি, পরের বেলায় এলো-সুতো—

বিষ্ণু। যাক্। (ব্রহ্মার প্রতি) পিতামহ! আপনিই মার্কণ্ডেয়কে দীক্ষা দিন্।

ব্রহ্মা। আমার প্রতি ওরূপ আজ্ঞা ক'র্‌বেননা, বৎস নারদ যখন একবার মার্কণ্ডের দীক্ষাগুরু হ'য়েছে, তখন আমার দ্বারায় ওর দীক্ষা গ্রহণ কোনমতে ন্যায় সঙ্গত বিধি নয়।

বিষ্ণু। (ক্ষণেক চিন্তার পর) তাইতো—আর অন্য উপায় কিছুই নাই। পিতামহ, তবে আপনিই নারদকে মার্কণ্ডের পুনর্ব্বার দীক্ষা দানে অনুমতি করুন্।

নারদ। উনি কিসের অনুমতি ক'র্‌বেন? অনুমতি তোমাকেই ক'র্‌তে হবে। তুমি স্বয়ং নিজ মুখে অনুমতি না ক'র্‌লে আমি অন্যের অনুমতিতে কখনই মার্কণ্ডেয়কে দীক্ষাদান ক'র্‌বোনা।

বিষ্ণু। নারদ! তোমার প্রতিজ্ঞাই র'ক্ষা হ'লো, এক্ষণে দীক্ষা দান কর।

নারদ। যে আজ্ঞা—এখন সরল পথে পদার্পণ হোক্!

ব্রহ্মা। ধন্য! ধন্য! আমার জ্ঞান হয়, ত্রিভুবনে নারদের তুল্য হরিভক্ত আর দ্বিতীয় নাই। নারদ হরিভক্তিতে সমস্ত বৈষ্ণবকেই পরাজিত ক'রেছে। (উদ্দেশে) এক্ষণে ত্রিলোকবাসী-গণ! তোমরা সকলেই দেখ, ভগবানের প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হলো, আর ভগবানের ভক্তের প্রতিজ্ঞাই র'ক্ষা হলো। এমনি দয়াময় হরি ভক্তাধীন, এমনি ভক্তের প্রতি তাঁর সমধিক প্রীতি। তিনি নিজের মান অতল জলে ভাসিয়ে দিয়ে ভক্তের মান র'ক্ষা কর্‌বার জন্য নিয়ত যত্নপর। ভক্ত সুখী হোক্, ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হোক্ এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তাই বলি জীবগণ! এমন পরম দয়াল পরমেশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি স্তুতি না রেখে কেন কুপথে মতি গতি চালিত কর? দিশেহারা জীব! নারায়ণ নিজে নিজ শ্রীমুখে ব'লেছেন, প্রাণীকুল যদি ভক্তি ও প্রীতির সহিত একটিবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণ—কেশব ব্রজ-বিহারী রাঘব, এই ব'লে ডাকে, তাহলেই তাদের অন্তের ভাবনা এককালে অন্তর্হিত হবে, আর তাদিকে ভব-সিন্ধুর কুলে ব'সে কাঁদ্‌তে হবেনা। তাদের পারের জন্য স্বয়ং আমি কর্ণধার হ'য়ে তরণী ল'য়ে উপস্থিত হবো। আহা মরি-মরিরে ভ্রান্ত জীব! এমন সুযোগ কি হেলায় ছাড়তে আছে? ছাড়িস্‌নে, ছাড়লে কাঁদ্‌তে হবে। বল্ বল্ রে পাপি, তাপি, সন্তাপী, বিলাপি, যে যেখানে যত আছিস্, একতানে তান মিলিয়ে ভক্তিভ'রে মধুর স্বরে বল্ পাপ যাবে, তাপ যাবে, সন্তাপ যাবে, বিলাপ যাবে—বল্, মৃত্যু যাবে, জরা যাবে, অন্তে অনন্ত ধামে সুখের স্থানে স্থান পাবে—বল,

জয় কৃষ্ণ, কর দৃষ্ট অভাজন জনে,
বিপত্তেতে কর দয়া তুমি নিজ গুণে।
ব্যথাহারী বংশীধারী নাশ দর্পী-দাপ,
হর-হর দামোদর জীবন-তাপ।
বিশ্বগতি বিশ্বপতি বিপিন-বিহারি,
বিনোদ অধরে বাজে বিনোদ বাঁশরি।
পীত ধটি কটিতটে নয়ন ভুলানো,
গলে বন্য ফুলমালা বিশ্ব বিমোহন।
চাঁচর চিকুর, গঞ্জিত ভ্রমর-রূপ,
মণি কুণ্ডল দল-দল মরি কি অপরূপ।
ডাক জীব, ডাকে শিব যাঁরে পঞ্চাননে,
শ্রীগোবিন্দ, প্রাণানন্দ বসি ধ্যানাসনে।
মজ পায়, পূজ পায়, মোক্ষ পায় পায়-রে,
পায়ে গঙ্গা সুরধুনী কুলুকুল ধায়-রে।
পায় হলো কাষ্ঠ-তরী স্বর্ণকান্তিময়-রে,
পায়েতে কামিনী হ'লো পাষাণের কায়-রে।
পায়ে প্রাণ সঁপি ইন্দ্র স্বর্গ-রাজ্য পায়-রে,
সেই পায়ে বলী পুন সর্ব্বস্বান্ত হয়-রে।
পায়ে পদ্মগন্ধ পেয়ে ভক্ত অলিকুল-রে,
রাঙ্গা পায় হৃদে ধরি আনন্দে ধেয়ায়-রে।
পায়ে স্বর্গ, পায়ে শান্তি মিথ্যা কথা নয়-রে,
শিব উক্তি, দিতে মুক্তি, পায়ই বলী হয়-রে।
পায়ে মন, প্রায়ে প্রাণ, রাখ পায়ে কায়া-রে,
ক্লান্ত হ'লে, পাবি পায়ে সুশীতল ছায়া-রে।

এস জীব, ডাকে বিধি, যুগল বাহু তুলে-রে,
মিশি পায়ে সবে মিলে, হরি হরি ব'লে-রে।

গীত।

বলরে বদন ভ'রে হরি হরি হরিবোল।
অন্তে পাবি সুখ শান্তি, ব'লে একবার হরিবোল॥
মায়াময় অন্ধকারে, পতিত মৃত আকারে,
হরেকৃষ্ণ হরে হরে, ব'লে পরে যাবেরে গোল॥
তরিতে ভবসিন্ধু-বারি, কেহ নাইরে আর কাণ্ডারী,
তরী ল'য়ে হবেন কাণ্ডারী, আপনি হরি নীল-কমল।

ব্রহ্মা। (বিষ্ণুর প্রতি) দীনবন্ধু! এক্ষণে আমি বিদায় হ'লেম, আপনি ভক্ত-বাঞ্ছা পুর্ণ ক'রে পশ্চাতে আসুন্।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। বৎস নারদ! অকারণ আর কেন বিলম্ব ক'র্‌ছো, মার্কণ্ডের দীক্ষা দান ক'রে প্রাণাধিকের চৈতন্য দান কর। আহা বৎসকে মৃত ভাবে পতিত দেখে যে আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।

নারদ। যে আজ্ঞা জননি, আমি দীক্ষা দানে প্রবর্ত্ত হই। (মার্কণ্ডের কর্ণমূলে দীক্ষা প্রদান।)

মার্কণ্ড। (চেতন প্রাপ্তে) হরি—হরিবোল, হরি—হরিবোল। (উত্থান)

বিষ্ণু। আশ্চর্য্য হ'লেম। বস্তু বিশেষের ব্যবহার্য্য হওয়ার অতি চমৎকার গুণ। যার নাম সেই হরি স্বয়ং দীক্ষা দান ক'র্‌লে, কিছুই হ'লোনা, আর সেই নাম নারদ একবার মাত্র কর্ণমূলে উচ্চারণ করাতেই মার্কণ্ড জ্ঞানলাভ ক'র্‌লে, বড়ই বিচিত্র ব্যাপার!

মার্কণ্ড। কেবা আমি, কোথা আছি,
কোন কার্য্যে ব্রতী।
কোথা মম, প্রাণ সম,
লক্ষ্মী—লক্ষ্মী-পতি?
হরি! হরি! দেখা দাও
কাঙ্গাল বালকে।
কেঁদে কেঁদে, গেল দিন
বুক—ফাটে দুঃখে॥
মরি মরি, তাহে কৃষ্ণ
কষ্ট কিছু নাই।
শেষ কথা, ম'লে যেন,
পদে স্থান পাই॥

লক্ষ্মী। বালাই—বালাই, শক্র ম'রুক্, তুমি কেন ম'র্বে বাবা।

মার্কণ্ড। আহা—কেগো তুমি,—তুমি যে আমার সেই দুখিনী মায়ের পুত্র-স্নেহকে কেড়ে নিয়ে এসেছ দেখ্ছি।

লক্ষ্মী। কেন বাপ—এমন কথা ব'ল্ছো কেন?

মার্কণ্ড। আহা—তোমার কথা শুনে আমার এমনি মনে হ'চ্ছে, আমার দুঃখিনী মা যেমন আমাকে স্নেহভাবে মধুর স্বরে ডাক্তেন, তেমনি মা তুমিও ডাক্ছো। বরং সে মার চেয়ে তোমার কথাগুলি যেন বেশী বেশী স্নেহ মাখা। হাঁ মা! এমন শক্রর কারাগারে তুমি কে মা?

লক্ষ্মী। মার্কণ্ডেয়রে! আমি তোর মা এবং তোর মায়ের মা।

মার্কণ্ড। তাহলে মা তুমি সেই জগতের মা নারায়ণী?

লক্ষ্মী। হাঁ বাপ্।

মার্কণ্ড। তবে কই গো জগজ্জননি, জগৎ-পূজিত জগৎ-পিতা কই?

লক্ষ্মী। ঐ যে বাপ তোমার চাঁদমুখটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন।

মার্কণ্ড। হরি! হরি! দিনবন্ধু! দীন বালককে দয়া ক'রে দেখা দিতে এসেছ? কাঙ্গালনাথ, আমার কেউ নাই, আমাকে রাঙ্গা পায় স্থান দাও।

গীত।

স্থান দাও রাঙ্গা চরণে ওহে হরি বংশীধারী।
আমি পেয়েছি বহু যন্ত্রনা সে যন্ত্রণা পদে নিবারি॥
সুশীতল পদ-কমল, জানি ভাল নীল-কমল,
শীতলাশয় ভাগীরথী ঐ পদেতে জনমিল,—
মম প্রাণ মীন সচঞ্চল, পদহ্রদে রাখ কৃপা বিতরি॥
(হরি) জানতো সকলি মনে, যে ব্যথা পেয়েছি প্রাণে,
সে ব্যথা আজ দূরে যাক্ হে ঐ চরণ পরশনে,—
মম দুঃখভার দামোদর ধর ধর মিনতি করি॥

বিষ্ণু। বৎস মার্কণ্ডেয়! তোমাকে চরণে স্থান দেব কি বাপ, তুমি এই লক্ষ্মী নারায়ণের বুকের ধন—বুকে এস। বৎস! কৌস্তুভ-মণিকে ব'ক্ষে ধারণ ক'রে যেমন ত্রিলোক মাঝে কৌস্তুভধারী নামে সুবিখ্যাত হ'য়েছি, তেমনি তোমা হেন অমূল্য মণিকে আজ হ'তে ব'ক্ষে ধ'রে একটি স্বতন্ত্র নামে এই বিশ্ব ভবনে পরিচিত হই। প্রাণাধিক, তুই ভক্তি উপহার দিয়ে আমাকে যেরূপ তুষ্ট ক'রেছিস্, তাতে আমি যে তোকে কি উপহার প্রদান ক'রে পরি-তুষ্ট ক'র্‌বো এই ভাবনায় অত্যন্ত আকুল হ'য়ে প'ড়েছি। ওরে ভক্ত-নিধি! তুই কি চাস্ বল, শিবলোক, ব্রহ্মলোক অথবা যদি

আমার গোলক কিম্বা বৈকুণ্ঠ-রাজ্য প্রার্থনা করিস্, তাহলে এই-ক্ষণে সহাস্যবদনে তোকে ত্রিলোকের কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়ে আমরা উভয় পতি পত্নীতে ও আমার অনুগত ভক্তোত্তম বিধি ভবকে সঙ্গে ল'য়ে সকলে মিলে তোর আজ্ঞাকারী হ'য়ে অবস্থান করি—বল প্রাণাধিক? তোর কি অভিলাষ পূর্ণ ক'র্‌বো?

মার্কণ্ডেয়। হরিহে! আমার আর অন্য অভিলাষ কিছুই নাই, যা অভিলাষ—তোমাদের যুগল চরণ যেন অহর্নিশি দর্শন করি।

বিষ্ণু। বাপ—আমাদের দর্শন পাওয়া তোমার মত ভক্তের পক্ষে আর কিছুই সুকঠিন নয়, যখন ইচ্ছা তখনি দর্শন ক'র্‌বে।

মার্কণ্ডেয়। তবে আর আমার অভাব কি, হরিহে! তবে আর আমাকে অদেয় কি থাক্‌লো? আমি ব্রহ্মাণ্ডের সার ঐ শ্রীচরণ ভাণ্ডারের যখন অধিকার পেলেম।

বিষ্ণু। বৎস! তত্রাচ তোমাকে একটি স্বতন্ত্র বর গ্রহণ ক'র্‌তে হবে।

মার্কণ্ডেয়। হরিহে! আর কি বর গ্রহণ ক'র্‌বো, আমি তো কিছুই জানিনা, আমার গুরুদেব যদি এ সময় এখানে উপস্থিত থাক্‌তেন, তাহলে তাঁকে শুধাতেম, তোমার নিকট হ'তে কি বর গ্রহণ ক'র্‌বো।

নারদ। (মার্কণ্ডের প্রতি) চিন্তা ক'রোনা বাপ, আমি তোমার নিকটেই আছি।

মার্কণ্ডেয়। গুরুদেব! প্রভু! আসুন—আসুন, এই দীন হীন বালককে আপনার দীক্ষা দানের এত দিনে সুফল ফলেছে। ঐ দেখুন,—ঐ দেখুন, আপনার শিক্ষিত কৌশলে আমি অগাধ জলনিধি তপস্যা-সাগর সিঞ্চন ক'রে আজ ত্রিভুবন দুর্লভ নীল নীরদ নিন্দিত নীলকান্ত মণিকে ও নীলাম্বু প্রসূত হেমময়—হেমকান্তি-

বিশিষ্ট ভুবন শ্রেষ্ঠ হেমকান্ত মণিকে একত্রে একস্থানে লাভ ক'রেছি।

নারদ। তাতো জানি বাপ্, তুমি যে রত্নাকর সিঞ্চনে পারদর্শী হ'য়ে—ও যুগল রত্ন লাভে সমর্থ হবে—এ আনন্দের ধারণা অগ্রেই হ'য়েছিলো। যাহা হোক্ বাপ্, এক্ষণে তোমায় দয়াময় হরি ও দয়াময়ী দেবী কিশোরী যে বর গ্রহণের জন্য অনুরোধ ক'চ্ছেন তা—ওঁদের নিকট কি বর গ্রহণ ক'র্‌বে কর।

মার্কণ্ডেয়। গুরুদেব! আমার যা বাসনা ছিলো তাতো হরি পূর্ণ ক'রেছেন, আমার ঐ যুগল পাদপদ্মে আশা, তাতো আমি পেয়েছি, আর কি প্রভু, আর আমার অভাব কি যে, পুনর্ব্বার হরির নিকট বর প্রার্থনা ক'র্‌বো।

নারদ। বৎস! অভাব আছে। আমি যা যা ব'লে দিই, তুমি সেই সেই বিষয় বরদাতা হরির নিকট গ্রহণ কর।

মার্কণ্ডেয়। যে আজ্ঞা, গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

নারদ। তুমি প্রথমে প্রার্থনা কর, যেন সপ্তকল্প তোমার পরমায়ূ লাভ হয়।

মার্কণ্ডেয়। যে আজ্ঞা। (বিষ্ণুর প্রতি) হরি হে! তুমি আমাকে বর দিতে একান্ত ইচ্ছুক হ'য়েছ, আমিও তাই গুরুর আজ্ঞাতে তোমার নিকট বর কামনা ক'র্‌ছি। কৃপাময় কৃপা ক'রে এই দীন হীন অভক্তের কামনা পূর্ণ কর।

বিষ্ণু। বল বৎস,—

মার্কণ্ডেয়। গুরুর আদেশ মত তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা ক'র্‌ছি, দয়াময় দামোদর! তোমার বরে আমি যেন সপ্ত কল্প—পরমায়ূ লাভ করি।

বিষ্ণু। তথাস্তু।

নারদ। বৎস মার্কণ্ডেয়! আমার আজ্ঞায় দেব দম্পতির কাছে তুমি পুনর্ব্বার একটি বর প্রার্থনা কর।

মার্কণ্ডেয়। গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। বলুন্ প্রভু কি প্রার্থনা ক'র্‌বো?

নারদ। প্রার্থনা কর, তোমার দ্বারায় যেন জগতের মহৎ মহৎ কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হয় এবং শত্রুভাবে যে দুরাচার তোমাকে দর্শন ক'র্‌বে, তার যেন বল বীর্য্য—বৃষ্টিপাতে দাবানলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হ'য়ে যায়।

মার্কণ্ডেয়। যে আজ্ঞা। (বিষ্ণুর প্রতি) হরিহে! দীক্ষাগুরুর আদেশ ক্রমে আমি পুনর্ব্বার তোমার নিকট একটি বর ভিক্ষা ক'র্‌ছি, দয়া ক'রে এ দীন ভিখারীর বাসনা পূর্ণ কর।

বিষ্ণু। ওরে পাগল! আমার কাছে তুই ভিক্ষা ক'র্‌ছিস্ কি? ভক্তরত্ন, তুই যে আমাকে অমূল্য ভক্তিরত্ন দান ক'রে অপার আনন্দ প্রদান ক'রেছিস্, আমি তোকে তারি কথঞ্চিৎ মাত্র প্রতি দান দিয়ে তোর চিত্ত সন্তোষ ক'র্‌বো মাত্র। বৎস আমি তোকে বর ভিক্ষা দেবনা, আমার যা দেওয়া—তার নাম হ'চ্ছে প্রতিদান করা। এক্ষণে কি বর নেবে বল আমি অবিলম্বে তাই প্রদান ক'র্‌বো।

মার্কণ্ডেয়। করুণাময়! করুণা ক'রে আমাকে এই বর দাও, যেন আমার দ্বারায় জগতের বহুবিধ হিতকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এবং শত্রুভাবে যে জন আমাকে দর্শন ক'র্‌বে, তৎক্ষণাৎ যেন তার বল বীর্য্য বিনষ্ট হয়।

বিষ্ণু। মার্কণ্ডেয়! তোমার দ্বারায় যে জগতের বহুবিধ উপকার সাধিত হবে, এ কথা আমি সন্তুষ্ট হ'য়েই স্বীকার ক'র্‌লেম। তা ছাড়া বৎস, আত্ম র'ক্ষার জন্য তোমাকে এই সুবর্ণ অঙ্গুরী দান

ক'রছি, এই অঙ্গুরীটি অতি যত্নে র'ক্ষা ক'রবে। এর গুণ অতি চমৎকার! যতক্ষণ তোমার অঙ্গে থাকবে, ততক্ষণ অরি-চক্ষে তুমি কালান্তক কৃতান্ত সদৃশ। কেহ তোমার ছায়া স্পর্শও ক'রতে সমর্থ হবেনা, নাও—ধর। (প্রদান)

মার্কণ্ডেয়। (অঙ্গুরী গ্রহণান্তে প্রণাম করণ)

বিষ্ণু। বৎস মার্কণ্ডেয়! এক্ষণে তবে আমরা নিজ লোকে গমন ক'রতে পারি।

মার্কণ্ডেয়। হরিহে! আমার আরও যে একটি প্রার্থনা আছে।

বিষ্ণু। বল, কি প্রার্থনা?

মার্কণ্ড। বংশীধারী হে! আমি যুগল রূপ উপাসনা ক'রেছিলাম, এক্ষণে একবার সেই ভুবনমোহন যুগল রূপে দাঁড়াও—আমি সেই অপরূপ যুগল রূপ দেখে মন প্রাণকে শীতল করি।

বিষ্ণু। ভক্তের বাসনা পূর্ণ হোক্।

(লক্ষ্মী নারায়ণ যুগলে দণ্ডায়মান।)

(মার্কণ্ডের গীত।

এই কি সেই কালোশশী—মৃদু হাসি দাঁড়ালোরে।
বামে নবীণা রাইকিশোরী যেন বিজলি খেলিল রে॥
আহা মরি কি মনোহর. প্রেমিক প্রাণ—বিভোর,
রাসবিহারী রসিকবর, গোপ-ললনার মন-চোর,
হাস কিবা বাস করে, কামধনু জিনি অধরে॥
বন-কুসুম বিভূষণ, শ্যাম মুরলী-বদন,
ঈষৎ হাসি ঈষৎ হেলা, সুঠাম সুবঙ্কিম.
রুণু রুণু রুণু মরিরে—মরি মঞ্জির গুঞ্জন,
মানোন্মাদিনী ব্রজগোপিনী মোহন মান ভিখারী রে॥

নারদ। বৎস মার্কণ্ডেয়! এস বৎস, গুরু শিষ্যে মিলে একবার লক্ষী নারায়ণের শ্রীচরণ পূজা করি, আজ প্রাণের অপার আনন্দের দিন, এমন দিন এমন আনন্দ আর হবেনা।

(উভয়ের স্তব।)

জয় লক্ষ্মী নারায়ণ, শ্যাম মুরলীবাদন,
কুঞ্জবন-চারণ শ্রীধর।
বনফুল বিভুষণ, বনমালী নীলাঞ্জন,
দর্পহারী দেব চক্রধর॥
ভক্ত-চিত্ত সন্তোষক, ক্ষীরোদবালা-নায়ক,
অন্তে সুখদায়ক শ্রীহরি।
বরদাতা হৃষীকেশ, শ্যাম নটবর বেশ,
পাপ-তাপ হারক মুরারী॥
জ্ঞানরূপ তুমি ঘটে, ত্বংহি রাজোপটে পটে,
ব্রহ্মময় বেদে রটে কৃষ্ণ।
পূর্ণ ব্রহ্ম চক্রপাণি, পাদপদ্মে প্রণমামি,
কৃপাময় কৃপাচক্ষে—দৃষ্ট।

(উভয়ের প্রণাম)

বিষ্ণু। বৎস মার্কণ্ডেয়! আর যদি তোমার কোন অভাব থাকে—তাহলে বল আমি সে অভাব পূর্ণ ক'র্‌ছি।

মার্কণ্ড। হরিহে! তুমি যখন পূর্ণ রূপ, তুমি যখন পূর্ণ রূপে আমার নয়ন-পথে শ্রীপাদপদ্ম দিয়ে যুগলে বিরাজ ক'চ্ছো, তখন অভাব পূর্ণ হতে কি আর বাকি আছে। হরি! যখন তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি, তখন আমার মনে কত শত যে অভাব ছিল তা ব'লে শেষ করা যায়না, সর্ব্বদা মনে হ'তো একবার হরির দেখা পেলে এই সব অভাবের কথা তাঁকে ব'ল্‌বো। তিনি আমার

এই সব অভাব পূর্ণ ক'র্‌বেন। কিন্তু হরি—যেমন তোমার, ও ঐ বিশ্ব-জননীর শ্রীচরণ দেখ্‌লাম—আর যেন আমার কিছুই অভাব রইলনা,—মন আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে সবই যেন ভুলে গেলাম, হৃদয়ের মধ্যে অন্বেষণ ক'রে দেখ্‌ছি, কিন্তু একটিও অভাবকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, সবই পরিপূর্ণ—এমন কি পরিপূর্ণ হ'য়ে ছাপিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

বিষ্ণু। তবে বৎস আমরা এখন স্বস্থানে গমন ক'র্‌তে পারি।

মার্কণ্ডেয়। (চমকিত হইয়া) অহো, একটি অভাব পূর্ণ হ'তে যে এখনও বাকি, হরিহে! এতক্ষণে আমার মনে হ'লো আমার আর একটি অভাব আছে।

বিষ্ণু। কি অভাব বল, এখনি পূর্ণ ক'র্‌ছি।

মার্কণ্ডেয়। কৃপাময়! নিজগুণে কৃপা ক'রে যেমন এই দীন হীন বালকের সকল সাধ পূর্ণ ক'র্‌লেন তেমনি আমার এই পরমারাধ্য গুরুদেবের মনের সাধ পূর্ণ কর,—তাহলেই আমার সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়।

নারদ। অহো—শুধু যে গুরু হ'তেই শিষ্য সেবকের উদ্ধারোপায় হয় এমন নয়, শিষ্য হ'তেও গুরু উদ্ধারের উপায় হয়। মার্কণ্ডেয়রে! বাপ্, তোকে শিষ্য ব'ল্‌বো কি রূপে? তুই যে আজ ভবার্ণবের নাবিকের শ্রীচরণ তরী দেখিয়ে দিয়ে আমার গুরুর কাজ ক'ল্লি। ওরে প্রাণাধিক! আজ আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হলো, এক্ষণে ব'লে দে—ব'লে দে, বাপ্, শেষের দিনে এই দীন হীন গুরু যেন তোর নদীর কুলে পারের চিন্তায় আকুল হ'য়ে হা কাণ্ডারি—হা কাণ্ডারি—ব'লে না কাঁদে। ব'লে দেরে,—ব'লে দেরে, এই অতি নিঃস্ব গুরুর তোর সম্বল বল কিছুই নাই, পারের কড়ি তাও হারিয়েছি—দেখিস্—দেখিস্ বাপ্, ভব-কর্ণধার পার

ক'র্‌তে এসে, পারের কড়ি না দেখে যেন তরণী ল'য়ে স'রে না যায়। ব'লে দে দাপ্—ব'লে দে বাপ্, সেইকালে যেন ঐ কালীয়-দমন, কালভয় বারণ কৃষ্ণ বিনোদবেশে তরণী কর্ণধারণ ক'রে ভবসিন্ধুর কূলে এসে দাঁড়ায়।

গীত।

ব'লে দেরে ও প্রাণাধিক ভব-কর্ণধারে।
পারের চিন্তায় হই নিশ্চিন্ত যেন ভবসিন্ধু'নীরে॥
যেন আমি অবহেলে, আতঙ্কময় ভব-জলে,
পার হ'য়ে যাই কৃপাবলে, নাবিকের সে দুস্তারে॥
ব'লে রাখ এখন হ'তে ওরে বাছাধন,—
গুরু আমার অতি কাঙ্গাল নাহি কিছু ধন,—
পারের কড়ির তরে তখন, গুরুদেবে নীরদ-বরণ,
ক'রোনা যেন হে পীড়ন, এই অঙ্গীকার নে বাপ ক'রে॥

মার্কণ্ড। হরিহে! আমার গুরুদেব যা—যা ব'ল্লেন সব শুন্‌লেতো।

বিষ্ণু। হাঁ বৎস সমস্তই শুনেছি।

মার্কণ্ড। দিনবন্ধু! তবে এই দীন হীন বালকের দীন হীন গুরুকে ভবার্ণবে পার ক'রে দেবে এই অঙ্গীকার কর।

বিষ্ণু। বৎস! অঙ্গীকার ক'র্‌তে হবে কেন, তোমার গুরু-দেব আপন সাধন-জোরে ভব-নদীর বিষম বারি অনেক দিন পার হ'য়ে সে চিন্তায় নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এখন তোমার গুরুদেব ও আমি পৃথক্ নই, আমিও যেমন উনিই তেমনি। বৎস! এক্ষণে তবে আমরা আসি! (স্বগতঃ) অহো ভাল কথা মনে হ'লো, মার্কণ্ডের শনি-শাপ পূর্ণ হ'তে আরতো অধিক দিন বাকি নাই, সে দিন আগত প্রায়। এক্ষণে শিবপূজা শিব

আরাধনা ব্যতিত মার্কণ্ড কৃতান্তজয়ী হ'তে পারবেনা। সঙ্গোপনে নারদকে সে কথা ব'লে দিই। (জানান্তিকে নারদের প্রতি) নারদ! এদিকে স্মরণ আছে, মার্কণ্ডের যে শনি-শাপের নির্ণীত দিন উপস্থিত—প্রায়।

নারদ। কি হবে তবে দয়াময়?

বিষ্ণু। বৎস! আমি মার্কণ্ডেয়কে সপ্তকল্প জীবি করলেম সত্য, কিন্তু শনির শাপবাক্যকে তো নিস্ফল করতে সমর্থ নই, সে বিষয়ে মহাকাল শম্ভুই সমর্থ। অতএব তুমি তৎপর হয়ে মার্কণ্ডেয়কে ল'য়ে বদরিকাশ্রমে গমন কর। তথায় গিয়ে শিবার্চ্চনায় প্রবর্ত্ত করগে। কিন্তু সাবধান—মার্কণ্ড যেন এর বিন্দু বিসর্গও না জানতে পারে।

নারদ। যে আজ্ঞা।

বিষ্ণু। (প্রকাশ্যে মার্কণ্ড প্রতি) প্রাণাধিক ভক্ত! এখন আমরা চল্লেম, আবার আস্‌বো, আবার তোমাকে দেখে যাব। এস লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। চল হৃষীকেশ। (মার্কণ্ডের প্রতি) বাবা মার্কণ্ড! তবে আসি। (চুম্বন)

[লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রস্থান।

নারদ। বৎস মার্কণ্ডেয়, তুমিই ধন্য! তোমার তুল্য হরিভক্ত আর দ্বিতীয় নাই। এই অত্যল্প বয়সে কার সাধ্য যে দারুণ তপে মনোনিবেশ করতঃ জগৎপ্রাণ নারায়ণকে আয়ত্তাধীন ক'রতে সমর্থ হয়। বাপ্ তাতেই বলি তুমি ধন্য! তোমার পিতা মাতা তাঁরাও ধন্য! এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁরাও ধন্য! এক্ষণে বাপ্ আরও একটি মহৎ কার্য্যে ব্রতী হ'তে হবে।

মার্কণ্ড। আজ্ঞা করুন, কোন কার্য্যে ব্রতী হবো।

নারদ। বৎস! যেমন লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপাবারি লাভ ক'র্‌লে, তেমনি হর-গৌরীর প্রসন্নতা লাভ ক'র্‌তে হবে। যেহেতু সেই ভব ভবানীর যথেষ্ট তোমার প্রতি কৃপা আছে, তাঁরা তোমাকে বড় ভালবাসেন।

মার্কণ্ড। গুরুদেব আপনি তা কিরূপে জান্‌লেন?

নারদ। বৎস! তাঁরা তোমার তপোবৈরী শনির অত্যাচারে মহারুষ্ট হ'য়ে তার প্রাণ সংহারের জন্য যে এ স্থানে এসেছিলেন।

মার্কণ্ড। হায়—হায়, আমার কি দুরাদৃষ্ট! আমি হর-গৌরীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত হ'য়েছি।

নারদ। পরিতাপের আবশ্যক কি? তাঁদের আরাধনায় প্রবর্ত্ত হবে চল, তাহলেই ক্ষোভ শান্তি হবে।

মার্কণ্ড। চলুন—চলুন, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে, আমি হর-পার্ব্বতীকে নয়ন-ভরে দর্শন করে তবে সুস্থ হবো।

নারদ। ভাল কথা, তবে চল।

মার্কণ্ড। কোথায় যাবেন।

নারদ। বদরিকাশ্রমে।

মার্কণ্ড। সে তো মর্ত্ত্যলোকে।

নারদ। হাঁ বৎস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শনিপত্নী মরীচিকা দেবীর বেগে প্রবেশ।)

মরীচিকা। কই?

কই সে পুণ্ডরীকাখ্য?

কোথা গেল নির্দ্দয়—নিঠুর?

পতিরে বধিয়া বুঝি কৈল পলায়ন?

পলায়ন ?
কোথায় পলায়ন করিবে মুরারি ?
কোথায় লুকায়ে রাখিবে জীবন ?
জরাসিন্ধু নহি আমি,
নহি কংসাসুর,
অথবা নহি, ডিম্ভক হংস,
যে লুকাইলে, লভিবে ত্রাণ,—
সতী আমি—পতিপদ পূজি,
মতি গতি বাঁধা পতি-পদে,
আমার রোষে,
নিস্তার নাহি হে কেশব,
সুনিশ্চয় শব করিব তোমারে।
জ্বলরে—সিমন্ত সিন্দুর !
জ্বল—জ্বল বহ্নি সম তেজে,
সতী কোপানল উঠরে গর্জ্জিয়া,
পতি-শোকানল—তুমিও—প্রবল হও,—
তিন অনল,—
তিন অনল—হইয়ে একত্র,
ভস্মীভুত কর হৃষীকেশে।
পতি-হন্তা—পতি-হন্তা হরি,
কর তারে নাশ।
(ইত্যবসরে দৈববাণী।)

দৈববাণী। অকারণে কেন রোষ শ্রীহরির প্রতি ?
পতি তব আছয়ে জীবিত,
দয়া করি বিশ্বপতি দিয়াছেন প্রাণ।

মরীচিকা। কি—কি ?
পতি মম আছয়ে জীবিত !
কই,
কোথা তবে মম শিরোমণি ?

দৈববাণী। শুন দেবি দৈববাণী মুখে,
পাতাল প্রদেশে,
প্রেতিনী-কূপেতে নিবসে তোমার পতি।

মরীচিকা। কেন এ দুর্গতি পতির মম ?

দৈববাণী। হরিভক্তে দিয়ে তাপ।

মরীচিকা! কেবা হেন হরিভক্ত ?

দৈববাণী। মার্কণ্ড তাহার নাম বিষ্ণু-পরায়ণ।

মরীচিকা। ও—
বুঝিয়াছি মনে,
যাও—দৈববাণী,
প্রাণে—প্রাণে কর পলায়ন।
হরিভক্ত,—
হরিভক্ত মার্কণ্ডের তরে
পতি মম পতিত বিপাকে।
ওহে—হরি! ওহে—কৃষ্ণ!
ওহে—নারায়ণ!
গ্রহপতি শনি কি নয় তব ভক্ত জন ?
গঙ্গাজলে,
বিল্বদলে—
নিত্য সেকি পূজিতনা তোমার চরণ ?
বল হরি, বংশীধারী,

শুনিবারে চাই,—
কৃষ্ণভক্ত কেবা আছে শনির সমান,
শুনি নিরঞ্জন,
তুমি স্বয়ং শনি রূপে অবতার,
হরিতে ভূভার,
কে জানে তোমার লীলা ?
লীলাময় তুমি হে মুরারি,
বল মোরে ত্বরা করি
কোন্ লীলা প্রকাশিতে পতির দুর্গতি ?
ভাল—কেশব,
পতি-শত্রু মম সেই কৌণ্ডিল্য-নন্দন,
দেখিব তারে,
দেখিব হরি কেমনে রাখ নিজ ভক্তধনে,
মাংসখণ্ড তরে এই চলিল—বাঘিনী।

[বেগে প্রস্থান।

তৃতীয়-অঙ্ক।

প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

বদরিকাশ্রম।

(মার্কণ্ড আসীন।)

মার্কণ্ড। হে শম্ভু! হে আশুতোষ! হে দয়াময় মৃত্যুঞ্জয়! আরও কত দিন নিদয় হ'য়ে থাক্‌বে প্রভু? ইষ্টদেবের পবিত্র-মুখে শুনেছি, তোমার মত দয়াবান দেবকুলে আর কেহই নাই। যদি কেহ একবার ভক্তির সহিত আশুতোষ ব'লে ডাকে, তাহলে তুমি পরম সন্তোষ লাভ ক'রে থাক? দ্বিতীয়তঃ শ্রীফলদলে ও গঙ্গাজলে যদি কেহ ভক্তিতেই হোক্ আর অভক্তিতেই হোক্ হরয়েই নমঃ ব'লে উদ্দেশে তোমার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহলে তুমি তখনি কৈলাস-বাস ত্যাগ ক'রে সেই ভক্ত-পাশে উপনীত হওতঃ তার মনোবাসনা পূর্ণ কর। হে গৌরী-নাথ গৌরীপতি! আমি শুনেছি, তুমি যখন পাণ্ডব-শিবির-দ্বার রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলে, সেইকালে অশ্বত্থামা পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ জন্য তোমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত করেন। পরে মহারথী অশ্বত্থামা রণে পরাভব হ'য়ে অতি ক্রোধভরে কণ্টকাকীর্ণ বিল্ববৃক্ষ উত্তোলন করতঃ তোমার শ্বেত—শুভ্র বরাঙ্গে সকোপে

প্রহার করেন, তুমি সেই নিদারুণ প্রহার-যাতনার রুষ্ট না হ'য়ে বরং অতি পরিতুষ্ট হ'য়ে ব'লেছিলে যে, কে—রে আমার প্রাণ সম প্রিয় ভক্ত, কে—আমাকে আজ বিল্বদলে পূজা ক'র্লি—কে তুই ? যেই হোস্, শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে বর গ্রহণ কর। দেবদেব বাঘাম্বর, তুমি বিল্বপত্রে এত সন্তোষ যে, অভক্ত শক্রু-কেও সদয় হ'য়েছিলে। হে কৃত্তিবাস, তবে কেন এ দীন সন্তা-নের আশা মিটাচ্ছোনা, আমিতো নিত্য পবিত্র বিল্বদলে তোমার শ্রীচরণ-কমল পূজা ক'র্ছি—হায়—হায়, তবে বুঝলেম আমি অতি অধম, ঘোর নারকী, আমার তুল্য মহাপাপী আর কেউ নাই, তাই আশুতোষ কৃপা বিতরণে কৃপণ হচ্ছেন। না—না, তাই বা কি রূপে সম্ভব, তিনি যখন গুরুপত্নী- হরণকারী মহাপাপী, অতি অধম ঘোর নারকী চন্দ্রকে কৃপা ক'রে ললাটদেশে রক্ষা ক'রে তাঁকে নিষ্পাপ ক'রেছেন, তখন আমি যে পাপী ব'লে তাঁর পদাশ্রয় লাভে বঞ্চিত হবো, এমন তো জ্ঞান হয়না। হে শিব ! আমার মনের অশিব নাশ কর প্রভু, আমি তোমার স্তুতি স্তবন কিছুই জানিনা, নিজ গুণে এ গুণ-বিহীন সন্তানে সদয় হও।

গীত।

কর করুণা নিজ গুণে হে দেব শম্ভু।
আমি হে কুমতি অতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
নিজ গুণে দীন প্রতি, বিতর কৃপা-বিন্দু।
পরম ঈশ্বর হর, অজর অমর-বর,
দিগাম্বর দীন গতি স্মরহর—তাপ—হর,
আরাধ্য ত্রিলোকারাধ্য পরম কারণ,—
মঙ্গল আলয় জয়—জয় কৃপাসিন্ধু।

বৃথা কাল কাটাই কেন, কাল ব'য়ে যায়, মহাকালের চরণ-পূজায় নিযুক্ত হইগে। না—না, আর কোথায় যাব, এই স্থানটি তো বেশ, এই স্থানেই পরমেশ্বর মহেশ্বরের শ্রীপদ পূজায় নিযুক্ত হই। (বিস্ময়ে) এঁ্যা—সচন্দন বিল্বদল কই, গঙ্গাজলই বা কই? আমি কি দিয়ে তবে মহেশ্বরের অর্চ্চনা ক'র্‌তে মনোনিবেশ ক'র্‌ছিলেম।

(ইত্যবসরে মরীচিকার ছদ্মবেশে গঙ্গাজল ও
বিল্বদল লইয়া প্রবেশ।)

মরীচিকা। ভাবনা কিরে ভাই,
আমি তোরে চাই।
দেখ্ দেখ্ কেমন বিল্বদল,
দেখ্ ভাই শীতল গঙ্গাজল।

মার্কণ্ড। (সবিস্ময়ে) তুমি কে?

মরীচিকা। চিন্‌তে পারনা? ব'ল্‌বো আমি কে,—এই—ভাই,— তুমিও যে আমিও সে—

মার্কণ্ড। তুমি কোথা হ'তে এলে?

মরীচিকা। আমি? আমি—এনু যেথা থেকে তুমি এলে।

মার্কণ্ড। আমিতো শনি কারাগারে শ্রীপতির কাছ হ'তে এসেছি।

মরীচিকা। আমিওতো সেই পতির কাছ হ'তে আস্‌ছি?

মার্কণ্ড। কই আমিতো তোমাকে সেখানে দেখি নাই।

মরীচিকা। দেখ্‌বে কি ভাই, তুমি কি আমার পতিকে কি আমাকে দেখ্‌তে পার? সদাই আমাদের ছেড়ে ছেড়ে পালিয়ে আস্‌তে চাও, আমরা কিন্তু ভাই তোমাকে ছাড়তে চাইনা, এই দেখনা কত পথ ছুটোছুটি ক'রে তোমার কাছে এনু।

মার্কণ্ড। তুমি কি জন্য এখানে এলে?

মরীচিকা। পতি পাঠিয়ে দিলে।

মার্কণ্ড। কেন পাঠিয়ে দিলেন?

মরীচিকা। তার মনের ব্যথা ঘুচবে ব'লে।

মার্কণ্ড। তাঁর মনের ব্যথা কিসে যাবে?

মরীচিকা। যে দিন তুমি মহাকালকে পাবে।

মার্কণ্ড। (স্বগতঃ) আহা—বিশ্বপতি শ্রীপতির কি দয়া! তিনি আমার জন্য এক লহমাও সুস্থ নন্, আমি মহাকাল—বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ দর্শন পেলে তবে তাঁর মনের কষ্ট নষ্ট হবে। হে বৈকুণ্ঠ-বিহারি! হে ভক্তবৎসল হরি! আমি যদি প্রভু যথার্থ তোমার ভক্ত হই, তাহলে অবশ্যই হর-গৌরী রূপ নয়ন ভ'রে দর্শন ক'র্‌বোই ক'র্‌বো।

মরীচিকা। হেঁ—ভাই, তুমি আপনা মনে কি ভাবছো ভাই?

মার্কণ্ড। কিছু ভাবি নাই।

মরীচিকা। ভাবছিলে—তবু ব'ল্‌ছো ভাবিনাই।

মার্কণ্ড। ভাবছিনু বটে—কি যে তা কিছু মনে হয়না., ভাল জিজ্ঞাসা করি তোমার নাম কি?

মরীচিকা। আমার—নাম, আমার নাম শুন্‌লে হয় তো ভাই তুমি কত হাস্‌বে?

মার্কণ্ড। না—না, হাস্‌বো কেন, হাসি কান্না দুইতো সমান জিনিষ, বল তোমার নাম কি?

মরীচিকা। আমার নাম কি জান, এই—আমার শেষ।

মার্কণ্ড। কি ব'ল্লে আমার শেষ?

মরীচিকা। হেঁ—ভাই।

মার্কণ্ড। তার মানে কি?

মরীচিকা। তা আমি জানিনে ভাই, হরি করুন্, যেন ওর মানে তিনি তোমাকে শীগ্‌গীর জানিয়ে দিন। এখন তোমার গঙ্গাজল নাও, বিল্বদল নাও, মহাকালের পূজা কর। আমি আসি ভাই—

মার্কণ্ড। তুমি কোথা যাবে, আমি তোমাকে আর যেতে দেবনা। আমার কাছে থাক, দুজনে মনের সাধে আশা মিটিয়ে হর—হরি গুণ গানে প্রাণ মাতাবো, বনের পশু—বনের পাখী তাদের প্রাণে প্রেম বিলাবো, যেওনা—

মরীচিকা। ভাল—যাবনা, তুমি সংসারে থাক্‌তে তোমাকে ছেড়ে যাবনা।

মার্কণ্ড। বল তবে, আজ হ'তে তুমি আমার শেষ।

মরীচিকা। হাঁ ভাই, আজ হ'তে আমি তোমারি শেষ।

মার্কণ্ড। বেশ কথা। ভাই আমার শেষ!

মরীচিকা। কেন ভাই?

মার্কণ্ড। বিল্বদল কই, গঙ্গাজল কই?

মরীচিকা। এই যে ভাই।

মার্কণ্ড। দাও—দাও ভাই, আমি একবার হর-পার্ব্বতীর শ্রীপদ পূজা করি।

মরীচিকা। নাও নাই।

মার্কণ্ড। (গ্রহণান্তর) ভাই! আমার শেষ।

মরীচিকা। কেন ভাই,

মার্কণ্ড। তুমি যথার্থই আমাকে বড় ভালবাস। তোর পরিচয় এই জাহ্নবী-বারি ও পবিত্র বিল্বপত্র। আজ আমি তোমার কৃপায় সুসময়ে হর-গৌরীপদ পূজা ক'রতে পেলাম। ভাই! তুমি তবে কোথাও যেওনা, হরির শপথ তোমাকে।

মরীচিকা। আমি কি ভাই তোমাকে ছেড়ে যাব, তা যাবনা, তুমি স্বচ্ছন্দে মহাকালের শরণ গ্রহণ কর—ভাই।

মার্কণ্ড। (করযোড়ে জানু পাতিয়া উপবেশন করতঃ)

হে হর—বাঘাম্বর,
গৌরীপতি মহেশ্বর,
গণপতি-জনক বিঘ্ন বিনাশন,
নমঃ নমঃ শ্রীপাদপদ্মে বিল্ব সচন্দন। (অর্পণ)
হেমকান্তি বর্ণ-যুতা,
মহেশ্বরী শৈলসুতা,
মহামায়া মায়া ঘোর বিনাশিনী,
নমঃ নমঃ শ্রীপাদপদ্মে নমঃ শিবে সর্ব্বাণি। (অর্পণ)
শ্বেত—শুভ্র ধবল কান্তি,
রজত উষা পাওয়ে ভ্রান্তি,
চন্দ্রচূড়—গঙ্গাধর জয় পঞ্চ-বদন,
নমঃ নমঃ বিল্বদল সহ গঙ্গা-জীবন। (অর্পণ)
বিরূপাক্ষ-বক্ষ স্থিতা,
ভীমরূপা বিশ্বমাতা,
বিপক্ষকাল-রূপা কালী অন্তে সুখদায়িনী,
নমঃ নমঃ শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাপদ-বারিণী। (অর্পণ)
মৃড় রুদ্র—করাল কাল,
জটা জুট লম্বিত ভয়াল,
ভব-ভয় হারক তমোগুণ ধারণ,
নমঃ নমঃ হে হর নমঃ মম জীবন। (প্রণাম করণ)
ভাই আমার শেষ!

মরীচিকা। কেন ভাই?

মার্কণ্ড। একি ভাই আমার মনের ভাব এমন হলো কেন? হর-গৌরীর পদ পূজা ক'র্‌লাম সত্য, কিন্তু মনতো বেশ পরিতৃপ্ত হলোনা।

মরীচিকা। কেন ভাই তার কারণ কি?

মার্কণ্ড। ভাই, কারণ যে কি তা সেই অনাদি কারণ আশুতোষই জানেন। এক্ষণে তুমি আমার একটি উপকার কর, পুনর্ব্বার গঙ্গাজল ও বিল্বদল সংগ্রহ ক'রে আন। আমি পুনর্ব্বার হর-গৌরীর অর্চ্চনায় মনোনিবেশ ক'র্‌বো।

মরীচিকা। না ভাই তা আর আমাকে ব'লোনা, পথে শনির পত্নী বিভীষণা মরীচিকা হয়তো ব'সে আছে, সে আস্‌বার সময় আমাকে কত ভয় দেখিয়েছিলো।

মার্কণ্ড। কি ব'ল্লে ভাই, শনির পত্নী তোমাকে ভয় দেখিয়েছিলো?

মরীচিকা। হেঁ ভাই, পথে আস্‌তে আস্‌তে তার সঙ্গে দেখা হলো, সে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে কি, তুমি কোথা যাচ্ছ? আমি ভাই বল্লেম, হরিভক্ত মার্কণ্ডের হর-পার্ব্বতী পূজার জন্য বিল্বদল ও গঙ্গাজল নিয়ে যাচ্ছি। ব'ল্‌বো কি ভাই ঐ কথা না শুনে ঢাল খাঁড়া নিয়ে আমাকে তাড়া ক'র্‌লে, মাগী কেবল ব'ল্‌তে লাগ্‌লো, তোকেও কাট্‌বো আর সেই মুনিপুত্র মার্কণ্ডেয়কেও কাট্‌বো। আমিতো ভাই প্রাণপণে ছুট্‌নু—মাগী আমাকে ধ'র্‌তে পাল্লেনা। তাই ব'ল্‌ছি ভাই আবার সেই পথে গঙ্গাজল—বিল্বদল আন্‌তে গিয়ে কি প্রাণে মারা যাবো।

মার্কণ্ড। ভাই আমার শেষ! তুমি হরিভক্ত হ'য়ে প্রাণের ভয়ে ভীত? ছি-ছি ভাই তোমার এ কথা শুনে আমি বড় দুঃখিত হ'লাম।

মরীচিকা। বেশ কথা ভাই, প্রাণের ভয় না ক'র্‌লে চল্লে?

মার্কণ্ড। ভাই, যে হরিভক্ত তার আবার প্রাণের ভয় কি?

মরীচিকা। প্রাণের ভয় যদি নয় তবে হরিভক্তরা কি মরেনা?

মার্কণ্ড। মরে সত্য—মৃত্যুপতি যম কি তাদিকে বিনাশ ক'র্‌তে সক্ষম হয়, তাদের ইচ্ছামৃত্যু। যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তারা তনু ত্যাগ ক'রে হরিপদে লিপ্ত হয়।

মরীচিকা। ও কথাই নয়, আমি ভাই কত শত হরিভক্তকে যমপুরে যেতে দেখেছি।

মার্কণ্ড। তাই যদি দেখেছ, তবে আমি কেন মরি নাই ভাই, বোধ হয় শুনে থাক্‌বে, শনি আমাকে বিনাশ কর্‌বার জন্য কত মত চেষ্টা পেয়েছিলো, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'তে না পেরে শেষে দুষ্ট-দণ্ডকারী হরি কর্ত্তৃক নিজে অপার যন্ত্রণা-সাগরে পতিত হ'য়েছে।

মরীচিকা। আচ্ছা ভাই হরিভক্তের বিনাশ আছে কিনা তা আমি তোমাকে শিগ্‌গীর দেখিয়ে দেবো।

মার্কণ্ড। ভাল—তাই দেখিয়ে দিও। এখন একটু ত্বরা ক'রে যাওনা ভাই?

মরীচিকা। যা বল তা বল ভাই, আমি আর সেথা যেতে পার্‌বোনা।

মার্কণ্ড। আচ্ছা ভাই আমার শেষ! তোমার যদি ভয় নিবারণের কোন উপায় করি, তাহলে যাবে কিনা?

মরীচিকা। আগে—ভাই বল—তার পর ব'ল্‌বো যাবো কিনা।

মার্কণ্ড। দেখ ভাই, দিনবন্ধু হরি এই দীন হীনকে দয়া ক'রে একটি অঙ্গুরী দিয়েছেন, এই দেখ ভাই যেটি আমার অঙ্গুলিতে

শোভা পাচ্ছে। এই অঙ্গুরীর গুণ অতি চমৎকার! এতে কাল-ভয়, শক্রভয় প্রভৃতি যাবতীয় আশঙ্কা, সমস্তই ক্ষয় হয়, এই অঙ্গুরী অঙ্গে থাকলে যেমন শক্র হোক না কেন ভয়ে কাছে আস্‌তে পারেনা।

মরীচিকা। বটে ভাই—এমন গুণ? না—না, ও—বিশ্বাস হয়না।

মার্কণ্ড। আজ তুমিই তার পরীক্ষা করনা কেন ভাই, এই লও অঙ্গুরীটি তোমায় দিচ্ছি, তুমি গঙ্গাজল বিল্‌দল ল'য়ে এসগে। (অঙ্গুরী প্রদান)

মরীচিকা। (অঙ্গুরী প্রাপ্তে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া) কোথায় দস্যুগণ!

দস্যুগণ। (নেপথ্য হইতে সমস্বরে) রে-রে-রে-রে-রে-রে—যাই মা—যাই।

মার্কণ্ড। (স্তম্ভিত হইয়া) একি! কি সর্ব্বনাশ! ইনি কে—সে সুন্দর বালক মূর্ত্তি কোথা গেল।

মরীচিকা। ওরে অপগণ্ড শিশু! এইবার আমায় চিন্‌তে পারিস্?

মার্কণ্ড। কিরূপে চিন্‌বো, তুমিতো এখন আমার সে আমার শেষ নও।

মরীচিকা। ওরে শিশু! এইবার যথার্থই আমি তোর শেষ। (উচ্চ-স্বরে) দস্যুগণ! শীঘ্র এস।

দস্যুগণ। (সমস্বরে) রে-রে-রে-রে—মার্‌-মার্‌-মার, ছুটে চল—ছুটে চল।

(সকলের বেগে প্রবেশ।)

মার্কণ্ড। একি! এরা সব কে?

মরীচিকা। এরা কে জানিস্‌নে, ওরে—এরা প্রকাণ্ড যম-খণ্ড। একটা যম বহু খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে তোর জীবন দণ্ড ক'র্‌তে উপস্থিত।

মার্কণ্ড। বেশ কথা, জন্ম হ'লেই মৃত্যু আছে। কিন্তু তোমাকে শুধাই, তুমি কে আর কেনই বা কৌশল ক'রে শ্রীহরির প্রদত্ত অঙ্গুরীটি গ্রহণ ক'র্‌লে?

মরীচিকা। ওরে—আমি তোর প্রাণের শত্রু শনি রাজের পত্নী, আমার নাম মরীচিকা। তুই দুর্ম্মতি আমাকে স্বামী-সেবায়, স্বামী-পদ দর্শনে বঞ্চিত ক'রেছিস্‌, তোর জন্যই আমার প্রাণপতি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছেন। তাই—তাইরে পামর! ছদ্মবেশে তোর অঙ্গুরী অপহরণ ক'রেছি। এইবার প্রাণরত্ন অপহরণ ক'র্‌বো।

মার্কণ্ডেয়। কর, তাতে ক্ষতি নাই, মরণ জীবন একই কথা, জীবিত থাক্‌লেও আমি যাঁর, মৃত্যু হ'লেও আমি তাঁর হবো, তবে বিনয় ক'রে তোমার কাছে এই মাত্র ভিক্ষা ক'র্‌ছি, তুমি দয়া ক'রে আমাকে একটু সময় দাও, আমি একবার হর-গৌরীর শ্রীপাদপদ্ম পুজা ক'র্‌বো।

মরীচিকা। ওরে পাপ শিশু! তোকে আমি হর-গৌরী পুজা ক'র্‌তে সময় দেব? তুই জানিস্‌, আমার প্রদত্ত গঙ্গাজলে ও বিল্বদলে হর-গৌরী পূজা ক'রে সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্‌। আমি ছদ্ম-বেশে যে তোকে গঙ্গাজল ও বিল্বদল এনে দিয়েছিলাম, সে শুধু হর-গৌরীকে অসন্তোষ করবার জন্য।

মার্কণ্ডেয়। তা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম।

মরীচিকা। (দস্যুগণের প্রতি) দেখ দস্যুগণ! এই বালককে যদ্যপি তোমরা কালিকার কাছে বলী দিয়ে দেশ লুণ্ঠনে বহির্গত

হও, তাহলে কেহই তোমাদের সে প্রবল গতিতে বাধা দিতে পারবেনা, অন্যের কথা কি ব'লবো, চামুণ্ডার নিকট এই শিশুকে দ্বিখণ্ড ক'রে এর উষ্ণ শোণিত মাকে পান করিয়ে বহির্গত হ'লে স্বয়ং শম্ভু যদ্যপি প্রতিকুলাচরণে প্রবর্ত্ত হন্, তাহলে তিনিও পর্য্যন্ত হত-দর্প হবেন। আমি বিশেষ জানি, এর রক্তে কৈবল্য-দায়িনী কালিকা বড় তুষ্ট, অতএব সত্বর হও। কই তোমাদের সে কালিকা মূর্ত্তি কই ?

প্রথম ডা। ঐ যে মাকে ল'য়ে আস্‌ছে।

মরীচিকা। বলী-কাষ্ঠ কোথা ?

প্রথম ডা। তাও আনছে ?

মরীচিকা। বেশ, আমি তবে চল্লেম, দেখো তোমরা যেন কদাচ ওর মিষ্ট কথায় ভুলোনা, ও বড় মায়াবী।

প্রথম ডা। হা-হা-হা, আমরা মিষ্ট কথায় ভুলবো, পাষাণের বুকে কি মা বীজ অঙ্কুরিত হয় ?

মরীচিকা। ভাল—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

প্রথম ডা। (অনুচরগণের প্রতি) ওরে অনুচরগণ! শুভ কার্য্যে তবে আর বিলম্ব কি জন্য, পূজোপকরণ সমস্তই এনেছিস্ তো ?

দ্বিতীয় ডা। আজ্ঞে হেঁ—সমস্তই আনা হ'য়েছে, আপনি মায়ের পূজায় মনোনিবেশ ক'র্‌লেই হয়।

প্রথম ডা। ভাল—ভাল। আমি পূজায় ব'স্‌ছি, তোরা এই বালককে ফুল মালায় ও চন্দনে সুসজ্জিত কর।

দ্বিতীয় ডা। যে আজ্ঞে। (মার্কণ্ডেয়কে সকলের সুসজ্জিত করণ)

(সম্মুখে বৃহৎ কালীমূর্ত্তি স্থাপিত ও পার্শ্বে পূজোপ-
করণাদি সুসজ্জিত।)

প্রথম ডা। (সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে উপবিষ্ট হইয়া)
তারা-তারা-তারা, শিবে—শিবসুন্দরি সর্ব্বমঙ্গলে শুভঙ্করি—মা—
এ অধম তনয়গণের সর্ব্বাপদ শান্তি কর।

স্তব।

(ওমা) আনন্দ রূপিণী, তস্কর-জননী,
কালিকে কালভয় হারিণী।
শিবে শুভঙ্করী, ত্রিপুরা সুন্দরী,
তারিণী মহাকালমোহিনী॥
লোহিত লোচনা, বিকট দশনা,
অম্বিকে সরাসর বন্দিনী।
বাসব বৃষভ, বিধাতা কেশব,
সর্ব্ব-দেবগণ প্রসবিনী॥
কটাক্ষ ভীষণ, শ্যামাঙ্গী বিষম,
দুরন্ত দৈত্যকুল মর্দ্দিনী।
প্রখরা চামুণ্ডে, ঘোর রণে চণ্ডে,
মহাদম্ভী মুণ্ড নিপাতিনী॥
অট্ট-অট্ট হাসি, অধরেতে বসি,
খেলে যেন শত সৌদামিনী।
রণ—রণ—রণ, ঘন—ঘন—ঘন,
বদনেতে সদা এই বাণী॥
ভকত-বৎসলা, সত্য—নিশ্চলা,
মিনতি গো এই পদাম্বুজে।

যেন গো অভয়ে, তোর কৃপা পেয়ে,
জয়ী হই স্ববাঞ্ছিত কাজে ॥

কালিকে ! গিরীন্দ্র-বালিকে ! দেখিস্—দেখিস্ মা তোর অকৃতি মূঢ় সন্তানগণকে যেন বিপদে ফেলিস্‌না। শরণাগত পুত্র-গণের মনোষ্কামনা পূর্ণ করিস্। (প্রণাম করণ)

গীত।

কালী ক'রোনা বঞ্চন।
একান্ত শরণাগত চরণে তনয়গণ ॥
তোরি কৃপাবলে তারা, পূর্ণকাম সবে মোরা,
আঁটিতে কেহ না পারে কোন প্রকারে,—
রাজার রাজ-ভাণ্ডার, সেতো হয় মোদের ভাণ্ডার,
না হ'লে তোর কৃপা সাধ্য কার করিতে ধন লুণ্ঠন ॥

দ্বিতীয় ডা। (প্রথম ডাকাতের প্রতি) প্রভু—বলী প্রস্তুত।

প্রথম ডা। ভাল—ভাল, আন—আন, স্বয়ং বলিদান ক'র্‌বো।

দ্বিতীয় ডা। যে আজ্ঞা। (মার্কণ্ডের প্রতি) ওরে—শিশু, আজ তোর পরম সৌভাগ্য, আজ তুই নর জন্মের নরক-যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার হ'য়ে যাবি। ঐ দেখ মহিষ-মর্দ্দিনী জননী কালিকা। ওঁর পরিতোষ জন্য আজ এখনি তোকে ঐ মার কাছে বলিদান করা হবে।

মার্কণ্ডেয়। ভাই তস্কর! বল ভাই বল, ঐ মহিষ-মর্দ্দিনী শিব-সিমন্তিনী মা কালিকা কি এই নরাধমের বলী গ্রহণ ক'রে যথার্থই সন্তোষ লাভ ক'র্‌বেন ?

দ্বিতীয় ডা। হাঁ সন্তোষ লাভ ক'র্‌বেন বই কি? হর-হৃদি-বিলাসিনী সন্তোষ লাভ ক'র্‌বেন ব'লেই তো বলিদান—

মার্কণ্ড। বড় সুখের কথা। (কালিকামূর্ত্তির প্রতি) ওমা নরশির মালিকে—কালিকে! এত দিনের পরে কি মা দয়াময়ী মায়ের মত কাজ ক'র্‌তে মনোযোগী হলি? ইচ্ছাময়ী ঈশ্বরীগো, কার যে মা কি ভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করিস্ তা কেউ ব'ল্‌তে পারেনা। শুম্ভ—নিশুম্ভ তোর পরম ভক্ত ছিল, তারা অন্তরে অন্তরে তোর রাঙ্গা পা দুখানিকে ভিন্ন অন্য আর কোন চিন্তাই চিন্তা ক'র্‌তোনা। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে সদা সর্ব্বক্ষণই যারা দুর্গা নামে উন্মত্ত থাক্‌তো, এমন কি যাদের দুর্গানাম ধ্যান ও দুর্গানাম জ্ঞান ছিল, জ্ঞানময়ি দুর্গে! এমন যে মহাভক্ত, তা তুই তাদের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌লি কি রূপে, না শত্রুরূপে মহারণে বিনষ্ট ক'রে। ভবানীগো, এ ভাবের ভাব কে বোঝে মা যে শত্রু হ'য়ে রণ ছলে তোর দয়া প্রকাশ। সাধারণে সকলেই বলে, শুম্ভ—নিশুম্ভ তোর পরম শত্রু ছিল। যাই হোক্ জননি নগনন্দিনী, তুমি যেমন শুম্ভ—নিশুম্ভকে কৃপা ক'রেছিলে, তেমনি আজ আমাকেও কৃপা কর, তাদের রক্তে যেমন পরম সন্তোষ লাভ ক'রেছিলে, তেমনি মা আজ এই অকৃতি পামর পাপীষ্ঠ সন্তানের পাপ দেহের পাপ শোণিতে পরিতুষ্টা হ'য়ো। আমি তোমার উদ্দেশে প্রসন্ন চিত্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'চ্ছি। দেখো মা সন্তান-শোণিতে যেন তোমার বিশাল খর্পর পূর্ণ হয়। অপর্ণে অন্নপূর্ণে—অভয়ে! আমি এ প্রাণ চাইনা মা, আমি এ প্রাণের বিনিময়ে যদি ত্রিলোকারাধ্য বিশ্ব-পিতা শম্ভুকে ও বিশ্ব-মাতা তোমাকে নয়ন ভ'রে দেখ্‌তে পাই, তোমাদের পদতলে স্থান লাভ করি, তবে আর কেন বৃথা প্রাণের ভার বহন করি। আমারপ্রাণ যাক্, আমার পাপ দেহ ধূলার সনে মিশিয়ে যাক্।

গীত।

যাক্ প্রাণ যাক্, যাক্ আমার প্রাণের তরে নাহি যাতনা।
করি নিবেদন চরণে, (তারাগো) বধিলে জীবনে,
পুর্ণ ক'র মম মনের বাসনা॥
পাপ প্রাণ দিলে যদি পাই মা পরম পদ,
বিধি বিষ্ণু ধেয়ায় যারে অতুল সম্পদ,
(প্রাণে কাজকি কাজকি) (আমার এ ছার পাপ প্রাণে)
আমি অকাতরে দিব মা তোরে, (পদে রাখিস্ মা তুই কৃপা ক'রে)
যেন পাষাণ-নন্দিনী, হইয়ে পাষাণী, সন্তানে করিস্না মা বঞ্চনা॥
হর-গৌরী পাদপদ্ম হেরিব নয়নে,
তাইতে প্রাণ দিব সঁপি আজ ব'লিদানে,
(আশা মিটিবে মিটিবে) (প্রাণের পিয়াসা যাবে)
আহা মরি মরি আজ কি আনন্দ, (দেখগো গৌরী সদানন্দ)
আমায় নাও মাগো বলী, আনন্দেতে বলি,
ওমা কালী দীনে ভুলোনা—ভুলোনা॥

প্রথম ডা। ওরে শিশু এখন নে—এই বলিকাষ্ঠে মস্তক রক্ষা কর, বলীর সময় ব'য়ে যাচ্ছে।

মার্কণ্ডেয়। তস্করপতি! বলীর সময় ব'য়ে যাচ্ছে, এদিকে আমারও যে চরমকাল নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আস্ছে, তাই—তাই ভাই দস্যুগণ, এই অল্প সময়ের মধ্যে একবার সেই চরমপদ-বারি ও চরমাপদ বারিণী হর—হর-ঘরণীকে ডেকে নিই। কেননা, এইকালে মহাকাল মহাকালীকে ডাক্‌বার সময়, এ সময় না ডাক্‌লে আর ডাক্‌তে সময় পাবনা। ভাই, তোমরা বলীদান ক'র্‌লেই প্রাণ দেহান্তর হ'য়ে আশ্রয় লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে বেড়াবে। কোথা তখন কে আশ্রয় দেবে? এখন হ'তে স্তুতি

মিনতি ক'রে আশ্রয়দাতার মনকে স্নেহরসে পূর্ণ না ক'র্‌লে তখন কৃতান্ত অধীনে পতিত হ'তে হবে। তাই বলি তোমরা আমাকে একটু অবসর দাও, আমি প্রাণ-মন ভ'রে একবার হর-গৌরীকে ডাকি।

প্রথম ডা। রাখ্—রাখ্, ধূর্ত্ততা রাখ্, স্বইচ্ছায় বলী-কাষ্ঠে মাথা—দে।

মার্কণ্ডেয়। দস্যুপতি! তোমার কি বিবেচনা হ'চ্ছে যে, আমি মহামায়া কালিকার কাছে এই দেহ বলী দিতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছি? তা নয়—ভাই তা নয়, বরং জননী কালিকা আমার বলীতে সন্তোষ হবেন এই ভেবে আমার মন আনন্দে নৃত্য ক'র্‌ছে, এমন কি তোমরা যদ্যপি আমাকে অভয়ার কাছে বলীদান না কর, তাহলে আমিই স্বয়ং নিজের মুণ্ড নিজে ছেদন ক'রে রক্তবীজ-মর্দ্দিনী মা রণ-চণ্ডীকে রুধির দানে পরিতুষ্ট ক'র্‌বো।

প্রথম ডা। ও সব কথা এখন ছাড়্—বলী-কাষ্ঠে মাথা দিবি কি না তাই বল, আমার আর বিলম্ব সহ্য হবেনা!

মার্কণ্ডেয়। দস্যুদল-পতি! আমি যোড়-হস্তে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ছি, আমাকে হর-পার্ব্বতী-পদ চিন্তা ক'র্‌তে একটু সময় ভিক্ষা দাও।

প্রথম ডা। খুব ব'লেছিস্, ওরে অনুচরগণ!

দ্বিতীয় ডা। আজ্ঞে করুন্।

প্রথম। ওরে, এ ছোঁড়া বড় চতুর দেখ্‌ছি, কেবল এ কথায় সে কথায় সময় নষ্ট কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে। কিন্তু বিলম্ব করাতো বিধি নয়, কারণ বিলম্বে সঙ্কল্পে অনিষ্ট ঘট্‌বার সম্পূর্ণ সম্ভব। এক্ষণে তোরা বল-পূর্ব্বক চতুর শিরোমণি এই দুষ্ট বালকের গ্রীবা বলী-কাষ্ঠে সংলগ্ন কর্।

দ্বিতীয় ডা। যে আজ্ঞে। (সকলের মার্কণ্ডেয়কে ধারণ)

মার্কণ্ড। কি আশ্চর্য্য! স্বইচ্ছায় প্রাণ দিতে স্বীকৃত হ'চ্ছি তবুও এত অত্যাচার! দস্যু হ'লেই কি নির্দ্দয়তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাতে হয়। (উদ্দেশে) ও—ভাই জীবগণ! এই সময় তোমরা বুঝে নাও, আমার এই ভবের লীলা সাঙ্গ হবার সময় তোমরা সকলে ভাল রূপে জেনে নাও। দেখ—এরা অতি সামান্য দস্যু, এদের বল বুদ্ধি অতিশয় কম. এরা অমর নয় এদের মৃত্যু আছে, কিন্তু এতেই যখন এদের মন এত কঠিন, এত পাষাণ, তখন যম ব'লে যে এক জন অজর—অমর প্রবল পরাক্রান্ত দস্যু আছে তার মন যে লৌহ দিয়ে বাঁধান তাতে আর সন্দেহ কি? ভাই জীবগণ! তাতেই বলি যাতে সেই যম দস্যুর করাল কর হ'তে নিস্তার পাও তার চেষ্টা ক'রো। (দস্যুগণ প্রতি) ভাই তস্কর-অনুচরগণ! কেন তোমরা আমাকে বৃথা সন্দেহ ক'র্‌ছো ভাই? আমি অসুরনাশিনী মা অম্বিকার সম্মুখে স্বইচ্ছায় এ প্রাণ বলী-মুখে অর্পণ ক'র্‌বোই ক'র্‌বো।

দ্বিতীয় ডা। ও সব কথা আমরা শুন্‌ছিনা, আমাদের প্রভুর যা আজ্ঞা হ'য়েছে—তাই ক'র্‌বো। চল হাড়্‌কাঠে গলা রেখে খিলকাঠি আঁটি। (টান দেওন)

মার্কণ্ডেয়। দেখ তস্করপতি, বিধি মত তোমাদের সঙ্গে আমার ভাই—ভাই সুবাদ, প্রকৃত পক্ষে ভেবে দেখ্‌লে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ দাদা, কেননা তুমি ও আমি এক মায়ের ছেলে। এক-পক্ষে মহাশক্তির সৃজিত এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও এই অসংখ্য জীব-কুল, তজ্জন্য পরস্পর ভ্রাতৃ সম্বন্ধ, তা ছাড়া তুমি আজ যে মায়ের পূজা অর্চ্চনা ক'রে স্ববাঞ্ছিত কাজে প্রবর্ত্ত হ'তে ইচ্ছুক হ'য়েছ আমিও সেই মায়েরি পূজা ক'রে মনের কষ্ট নষ্ট ক'র্‌বো ভেবেছি,

তাই ব'লছি, ঐ কৈবল্যদায়িনী কালিকা যেমন তোমাদের জননী, তেমনি ভাই উনি আমারও জননী হন্। দস্যুশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠ দাদা! আহা কথাটি কি মিষ্ট, আজ রসনা পবিত্র হলো, আমার দাদা বলবার কেউ নাই, আজ বিশ্বমাতা পার্ব্বতীর কৃপায় দাদা ব'লতে পেয়েছি। প্রাণ ভ'রে মনের সাধ মিটিয়ে একবার দাদা, দাদা ব'লে ডাকি। দাদা, দাদা, আহা—মরি রে মরি দাদা বুলীর ভিতর এত সুধা তাতো জানিনে, যতবার এই সুধাময় দাদা নামের সুধা পান ক'র্‌ছি, ততই যে ক্ষুধা বাড়ছে। দাদা, দাদা, তস্কর দাদা, কি চমৎকার, কি মধুর! দাদা বলার পিয়াসা যে গেলনা, রসনা আপনা হ'তে আনন্দেতে নেচে উঠছে—আর দাদা দাদা ব'লে ডাকৃতে ব্যাকুল হ'চ্ছে। ভাল—রসনারে সাধ মিটা, দাদা—দাদা ব'লে প্রাণ পিয়াসা ঘুচা। দাদা—দাদা, তস্কর দাদা, না—না, হবেনা, ওরে রসনা! তুই যতবার দাদা ব'লে ডাকৃবি, আশার তুফাণ ততই বাড়বে। দাদা বলার আশাও মিটবেনা, পিপাসাও যাবেনা। কিন্তু দাদা কথাটি যেমনি মধুর, ভাই কথাটিও বোধ হয় ততোধিক স্নেহমাখা, হায়—হায়, আমি এমনি হতভাগ্য যে দাদা বলবারও খেদ মিটাতে পাল্লেমনা, আর ভাই ব'লেও প্রাণ জুড়াতে পেলামনা। ভাই—ভাই, প্রাণের ভাই, ওরে—ওরে একিরে একি, এ যে আবার সুধা হ'তে সুধা, মধু হ'তেও মধুর, গঙ্গাবারি হ'তে পবিত্র ও সুশীতল। রসনারে! আশা নিবৃত্তি কর। ভাই, ভাই, ভাই, মরি—মরি, এমন পদার্থ জগতে আর নাই। (উদ্দেশে) ওরে জ্ঞানান্ধ ভ্রাতৃদ্বেষীগণ! তোদিকে ধিক্ রে ধিক্, তোরা কোন প্রাণে ভা'য়ে ভা'য়ে শত্রুতা-বিষে জর্জ্জরিত হোস্, কোন প্রাণে পূজনীয় দাদাকে, কোন প্রাণে স্নেহের পুতলী প্রাণের ভাইকে,

পর ব'লে মনে করিস্? ওরে পাপীষ্ঠগণ! ভাই ভাই মধুর ভাব, মধুর লীলা, মধুর খেলা ভুলে ঘোরতর ঈর্ষার অবতারণা ক'রে কেন নরক-দ্বারোদ্ঘাটন করিস্? যারা ঘোর ভ্রাতৃদ্বেষী, তারা আমার কথা শোন, একবার স্নেহের চ'খে আপন ভা'য়ের মুখখানি পানে চা, তবেই সাম্‌নে, সাক্ষাতে, হাতে স্বর্গ লাভ ক'র্‌বি।

গীত।

শোনরে কথা আমার এখন ওরে ও ভ্রাতৃদ্বেষীগণ।
ভাই ভাই কি মধুর ভাব, এ ভাব কেন দাও বিসর্জ্জন॥
প্রাণের ভাই অমূল্য রতন, জ্যেষ্ঠ দাদা তিনি পরম কারণ॥
ভাই ডাকো দাদা ব'লে, দাদা ডাকো ভাইরে ব'লে,
প্রাণের ভাইকে কর কোলে,—
ভাই যে কোল জুড়ান ধন, (জ্বালা দূরে যায় দূরে যায়)
(ভাই ডাকলে দাদা দাদা ব'লে) (দাদা দাদা ব'লে কোলে এলে)
কায়া ছায়া যেমনি স্ববাদ ভা'য়ে ভা'য়ে সেই স্ববাদ রে,
(এতো নয় পাতান স্ববাদ) (এক বৃন্তে ফোটে কুসুম)
এক উদরে জন্মে বল প্রভেদ ভাব কি কারণ॥

প্রথম ডা। (স্বগতঃ) সেই—দেবী গমনকালে যা ব'লে গিয়েছিলেন তা বড় মিথ্যা নয়, এ বালক দেখ্‌ছি ঘোর মায়াবী, এমনি মিষ্ট কথার সৃজন ক'র্‌ছে যে, ক্রমশঃ আমার পাষাণ হৃদয়কে যেন গলিয়ে নিয়ে আস্‌ছে। না—না, আর—একে অবসর দেওয়া নয়, তৎপর শক্তি উদ্দেশে বলী প্রদান করি—নতুবা বোধ হয় খড়্গ ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বোনা। (অনুচরগণের প্রতি) ওরে তোরা যে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছিস্, নে—শীঘ্র দুষ্ট বালককে বলী-কাষ্ঠে নীত কর।

দ্বিতীয়-ডা। যে আজ্ঞা। (মার্কণ্ডেয়কে আকর্ষণ)

মার্কণ্ডেয়। দাদা—দাদা, দস্যুদাদা, ভাই হ'য়ে ভাইয়ের প্রতি এত নিষ্ঠুর হওয়া কি সাজে? দাদাগো, তুমি যে আমার মোক্ষ-পথ প্রদর্শক। মোক্ষদায়িনী মা মোক্ষদার শোণিত-পিপাসা শান্তির জন্য আমি যে বলী-মুখে প্রাণ স্থাপন ক'র্‌তে পাব সে যে দাদা কেবল মাত্র তোমারই অনুগ্রহে। তাই বলি দাদা দস্যুদল-পতি, ছোট ভা'য়ের যেমন উচ্চগতি কামনা ক'রেছ, তেমনি কৃপা ক'রে সেই উচ্চগতি লাভের সরল পথটি চিনে নিতে একটু অবসর দাও। আমি সেই পরিষ্কৃত পথটি অন্বেষণ ক'রে নিই।

স্তব।

হর-হর শশীশেখর রজত বরণ ধূর্জ্জটি।

দেহি দেহি চরণে স্থান শঙ্কর দেবেশ পিণাকী॥

হে বাঘাম্বর, হে পার্ব্বতীনাথ, হে আশুতোষ! তোমার অনন্ত গুণ, অনন্ত মহিমা, অসীম শক্তি, কান্তির তুলনা নাই। তুমি দেব-কুলে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, তুমি ধ্যান রূপ, তুমি যোগ এবং তুমিই পরম যোগী। যোগ মাহাত্ম্য তুমি ব্যতিত আর কে জানে, যোগ-রূপ তুমি ব্রহ্ম। হে যোগেশ! হে পঞ্চানন! আমি যোগ জানিনে, আমি তোমার অতি অজ্ঞান পুত্র। পরমেশ! নিজ গুণে করুণা ভিন্ন এ অধম পাতকীর পরম গতি লাভের অন্য উপায় শূন্য। হে মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল! এ পামরের আসন্নকাল নিকটে দেখা দিচ্ছে, তাই শ্বেতাম্বুজ নিন্দিত ভক্ত-চিত্ত সন্তোষক, শ্রীপদ-যুগলে এই নিবেদন ক'রে রাখ্‌ছি, হে ধূর্জ্জটি! হে ব্যোমকেশ! হে সর্ব্বশেষ! আমার জীবন শেষ কালে যেন যমকেশ আমার প্রাণ রত্ন গ্রহণ না করে, সেই সময়ে আমার ভয়ার্ত্ত প্রাণকে পদে স্থান দান ক'রো।

গীত।

ক'রো হে বাসনা সংপূরণ।
হে যোগেশ যোগী নিরঞ্জন॥
দেখো হর শুভঙ্কর শ্মশানচারী,
ক'রো কৃপা দীনে, নিজ গুণে মিনতি করি,
দস্যু-করেতে যখন, যাবে এ পাপ জীবন,
নিজ দাসে তখন দিও তব শীতল চরণ॥
রবি-সুত বলে যেন না করে গ্রহণ.
তব শ্রীপাদপদ্মে স্থান এই আকিঞ্চন,
যেন ভুলোনা দীনে, রেখো রেখো চরণে,
যেন কাল-রণে জয়ী হই রজত-বরণ॥

প্রথম ডা। ওরে শিশু, তোরতো পরিষ্কৃত পথ চিনে লওয়া হলো, এইবার মা কালিকার নিকট তোকে বলী প্রদান ক'রতে পারি ?

মার্কণ্ডেয়। দস্যু দাদা, এইবার তুমি স্বচ্ছন্দেই বলী প্রদান ক'রতে পার।

প্রথম ডা। তবে স্বইচ্ছায় বলী-কাষ্ঠে মস্তক স্থাপন কর।

মার্কণ্ডেয়। তোমার কথা শিরোধার্য্য! (কালিকা মূর্ত্তির প্রতি) ওমা কালিকে! তবে দীন সন্তানের বলী গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্টা হোস্ মা। হরি, হরি—হরি, হরিবোল হরি, কৃষ্ণ কেশব হরে মুরারে মুকুন্দ মাধব। হরি-হর, হর-গৌরী। শুভকার্য্যে ব্রতী হতে যাচ্ছি, সুতরাং শ্রীহরির সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধব অতি পবিত্র নামটি স্মরণ করি। শ্রীমাধব, শ্রীমাধব, শ্রীমাধব। দাদা, দস্যু দাদা! এইবার তুমি ঐ শবাসনা শ্যামা মায়ের সম্মুখে আমাকে

বলীদান ক'রে তোমার নিজের ও আমার নিজের মনোবাসনা পূর্ণ কর, দাদা, আর আমার কোন আপত্তি নাই।

প্রথম ডা। অনুচরগণ! তবে আর বিলম্ব কেন?

দ্বিতীয় ডা। আজ্ঞে, আর বিলম্ব কি, এই আমরা হাড়কাটে দিয়ে খিলকাঠি আঁটি।

(মার্কণ্ডেয়কে লইয়া বলী-কাষ্ঠে নীত করণোদ্যোগ।)

(ইত্যবসরে বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণ ও সন্ন্যাসীবেশে মহাদেবের প্রবেশ।)

সন্ন্যাসীবেশী মহাদেব। আমি ম'র্‌বো—আমি ম'র্‌বো।

বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ। না বৃদ্ধ না, আমি ম'র্‌বো।

স, বে, মহাদেব। না বালক না, আমিই বলী-কাষ্ঠে প্রাণ দেব।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। আরে বৃদ্ধ তুমি বোঝনা, আমার বলীতে মহাকালী বড় তুষ্ট হবেন—আমিই ম'র্‌বো!

স, বে, মহাদেব। আরে অবুঝ অবোধ, তোমাকে কি এ বয়সে জীবন বিসর্জ্জন ক'র্‌তে আছে, এমন সোণার সংসার ছেড়ে কোথা যাবে? দশ দিন সংসার-সুখ উপভোগ কর। আমার বরং অনেকটা সাধ মিটেছে, আমি সংসার-সুখের তবু কতকটা আস্বাদ বুঝেছি, সুতরাং আমার মরণ ততটা দুঃখের হবেনা, বুঝেছ?

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। আমি বুঝেছি, তুমি বুঝতে পার্‌ছোনা। দেখ তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, তুমি সংসার-সুখাস্বাদ বুঝেছ, সুতরাং ভালরূপেই খেদ মিটিয়ে বুঝে নাও, আমি বরং যেমন এসেছি, তেমনি চ'লে যাই।

স, বে, মহাদেব। না—না, তা হবেনা, আমি ম'র্‌বোই ম'র্‌বো।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। তবে আমিও ম'র্‌বো!

প্রথম ডা। (সবিস্ময়ে) এ আবার কি!

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। (প্রথম ডাকাতের প্রতি) হাঁ ভাই? তুমিই কি দস্যুপতি?

প্রথম ডা। হাঁ।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই কালী মার কাছে এই বালকটিকে বলী দিতে প্রস্তুত হয়েছ?

প্রথম ডা। হাঁ।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। না ভাই না, ও ইচ্ছাটি ভূলে যাও, বলী দিওনা ভাই দিওনা, আহা ওকে কি ভাই বলী দিতে আছে?

প্রথম ডা। বেশ তো ওকে কেন বলী দেব, ওর হ'য়ে তুই বলী হবি?

স, বে, মহাদেব। ভাবনা কি ভাই—আমি হবো।

প্রথম ডা। আরে ম'লো, বলি, তোদের এত বলী হ'তে সাধ কেন?

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। ভাই—অনেক খেদে বলী হতে সাধ হয়েছে, বলী না হলে যে প্রাণ বাঁচেনা ভাই।

প্রথম ডা। কি আশ্চর্য্য! বলী না হ'লে প্রাণ বাঁচেনা, সে আবার কেমন কথা, হাঁরে বালক, তোকে যদি বলীদান করি, তাহলে তোর প্রাণ বাঁচবে না তুই প্রাণে মারা যাবি?

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। ভাই প্রাণে মারা যাবো সত্য কথা, কিন্তু ভাই ম'লে পরে ঠিক প্রাণে বেঁচে যাবো।

প্রথম ডা। তার মানে কি?

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। তার যে ভাই মানে কি ভাই তা জানিনে ভাই, তবে এই মাত্র বুঝে যাও। দেখ তুমি যে বালকটিকে কাট্‌তে উদ্যত হয়েছ, ওটি আমাদের প্রাণ, ওর মৃত্যু হ'লে আমরা ম'রে যাব, আর ওকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের বলী দিলে আমরা প্রাণে বেঁচে যাব। অর্থাৎ আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি ওর প্রাণ বাঁচে তাহ'লে আমরা ম'লেও তাতে খেদ থাক্‌বেনা, বুঝেছ ভাই কথা বুঝেছ।

প্রথম ডা। হেঁ—হেঁ বুঝেছি, এখন কে প্রাণ দিবি শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর আয়, বলীকাষ্ঠে মস্তক রাখ্, আমি জয় কালী ব'লে বলীদান ক'রে ফেলি।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। এই যে ভাই আমি প্রস্তুত।

স, বে, মহাদেব। এই যে ভাই আমিও প্রস্তুত।

প্রথম ডা। কিঁ মজা, এমনতর অদ্ভুত ঘটনা কেউ কি কখনও দেখেছে না শুনেছে! একটা নর-বলীর টানে দুটো নর-বলী হ'তে আপনা হ'তে ছুটে এসে উপস্থিত। হা-হা-হা, সবই মায়ের ইচ্ছা, সবই মায়ের ইচ্ছা, অসুর-নাশিনীর শোণিত পানের আগ্রহ বড়ই প্রবল হ'য়েছে দেখ্‌ছি। (কালী-মূর্ত্তির প্রতি) ওমা রুধিরাধরে! আজ মা তোমাররুধির পিপাসার শান্তি হবে, আজ এই নরত্রয়কে বলীদানে তোমার বিশাল খর্পর পরিপূর্ণ ক'র্‌বো মা। হা-হা-হা, আমি কি পাগল হ'য়েছি নাকি, শুম্ভ নিশুম্ভ দানবের রণে শোণিতের সিন্ধু পান ক'রেও যার আশা পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি কি না এই তিনটে মাত্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নরকে বলী দিয়ে সেই শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী রক্তবীজ বিমর্দ্দিনী মহাকালীর বিশাল খর্পর পূর্ণ ক'র্‌বো ব'ল্‌ছি, দুরাশা—দুরাশা।

দ্বিতীয় ডা। (প্রথম ডাকাতের প্রতি) প্রভু! কালী মার

পূজা ক্রিয়া অনেকক্ষণ হলো শেষ হয়েছে, এখন কেবল মাত্র বলী প্রদান বাকি। বলীও প্রস্তুত আপনিও প্রস্তুত, অতএব বাজে কাজে বাজে কথায় সময় যে চ'লে যায়। নিন্—নিন্ শীঘ্র বলী-দান করুন্। একটা দুটো তিনটে, য-টা আপনার ইচ্ছা, তটাই বলীদান ক'র্‌তে পারেন।

প্রথম ডা। আমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী কালিকার কাছে তিনটে-কেই উৎসর্গ ক'র্‌বো। এখন একটা একটা ক'রে বলী-কাষ্ঠে সংলগ্ন কর।

দ্বিতীয় ডা। কাকে অগ্রে—

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। ভাই—ভাই, আমাকে অগ্রে, আমাকে অগ্রে।

স, বে, মহাদেব। না—না, তাকি হ'তে পারে, আমি এদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি অগ্রে—আমি অগ্রে।

মার্কণ্ডেয়। কি আশ্চর্য্য—এমনতো কখনও শুনি নাই যে, অন্যের জন্য অন্য লোকে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, কি জানি কার এ লীলা, কি জানি কার এ বিচিত্র খেলা, হরির খেলা কি হরির লীলা, হরের খেলা কি হরের লীলা—তা জানিনে, কিন্তু জ্ঞান হ'চ্ছে, এ দুজন সামান্য ব্যক্তি নন্।

প্রফুল্লিত কায়,
পদ্মগন্ধ গায়,
ভুবনমোহন কান্তি দোঁহার নেহারি।
কেবা এলো,
কেবা এ দুজন,
বুঝিতে না পারি,
কিন্তু মন যেন কয়,

কেনরে সংশয়,
কেন চিন্তা ভয়,
ভবভয়-হারী হরি ভবের কাণ্ডারী,
হরিতে প্রাণের ভয়
উদয় আপনি এসে বালক রূপেতে।
সত্য কিরে ইহা ?
শ্বেত শুভ্র রজত কান্তি,
গঙ্গাধর দিগাম্বর ঐ—সে সন্ন্যাসী ?
জানিনা,
মূঢ় আমি।
আরেরে অবোধ মন !
এও কি সম্ভব,
একাধারে হরি হরে পাব দরশন।
গঙ্গা পিতা,
গঙ্গা পতি,
সুরপতি যাঁদের ধেয়ায়,
বিশ্বপতি বিধি যাঁদের কৃপার ভিখারী,
সেই হর, সেই হরি
নিজ গুণে কৃপা করি
অকৃতি এ মূঢ় সুতে
ছলে এলো দেখা দিতে ?
ইহা কি বিশ্বাস !
ভাল—পরিচয় জানি।

মহাশয় ! আপনারা কে ? কি জন্যই বা আমার সঙ্গে মৃত্যু-কামনা ক'রছেন ?

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। মৃত্যুকামনা কেন যে ক'র্‌ছি, তা আমরা জানিনে, তবে তুমি ম'র্‌তে যাচ্ছ—তাই দেখে আমাদের আর বেঁচে থাকৃতে সাধ নাই—ম'র্‌তেই মন যাচ্ছে, আর তোমার জন্য আমরা ম'রেছি—আর ম'র্‌বোও সত্য।

মার্কণ্ডেয়। (স্বগতঃ) কথার তো কিছুই অর্থ বুঝতে পার্‌লেমনা। কথাগুলি সব ছলনা-পূর্ণ। তবে কি ইনিই সেই ছলীর চূড়ামণি বংশীধারী হরি—না—না, অসম্ভব ব'লে বিশ্বাস হয়না। যাই হোক্ দেখি—আরও দু একটি বাক্যকৌশলে চোর চূড়ামণিকে চিন্‌তে পারি কিনা। (প্রকাশ্যে) তুমি কি ব'ল্লে, তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পার্‌লেমনা।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। মর্ম্ম বুঝবে কি বালক, আমরা কে জান।

মার্কণ্ডেয়। কেমন ক'রে জান্‌বো। দয়া ক'রে বল তোমরা কে?

স, বে, মহাদেব। দেখ মুনিকুমার! এই যে নবীন কিশোর বয়েস মহাপুরুষকে দেখ্‌ছো, উনি এবং আমি এই উভয়ে, তুমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রেছ, সেই বংশের আদি পুরুষ। বৎস, আমরা তোমার মত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পরম বৈষ্ণব বংশধরকেই কামনা ক'রে থাকি, এমন কি তোমার গুণে আমরা যে কত গৌরবে গৌরবান্বিত তা ব'ল্‌তে পারিনা। তোমার মত বংশধর বংশে আবির্ভূত হওয়াতে আমরা উজ্জ্বল, আমাদের মন, প্রাণ, দেহ ও বদন-মণ্ডলের উজ্জ্বল প্রভায় দশ দিক জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। তাই—তাইরে বাছাধন আজ এ ছার জীবন আমরা বিসর্জ্জন দিতে বাসনা ক'রেছি, কেন তাকি জান প্রাণাধিক? ওরে—কার ইচ্ছা যে অন্ধকার গৃহে বাস করি। বৎস! অমূল্য চক্ষু রত্ন হীন অন্ধ হ'য়ে জীবিত থাকা আর তোমা সম গুণধর বংশ-

ধর্ম্মকে হারা হ'য়ে প্রাণ রাখা এ উভয়ই সমান। আমরা ম'র্‌বো, তোমার সঙ্গে বলী-মুখে প্রাণ দেব—তাই পুণ্যলোক পরিত্যাগ ক'রে তস্করের শাণিত অসিধারে প্রাণ স্থাপন ক'র্‌বো মনন ক'রেছি।

মার্কণ্ডেয়। কি ব'ল্লেন, আপনারা এই হতভাগ্যের বংশের আদি পুরুষ।

স, বে, মহাদেব। হাঁ বৎস।

মার্কণ্ডেয়। আমি আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম করি। (প্রণাম করণান্তে) লোকে যে বলে আসন্নকাল বড় ভয়ঙ্কর, কিন্তু তাতো নয়, আমার আসন্নকাল তো ভয়ঙ্কর ব'লে বোধ হয়না, আমার আসন্নকাল বড়ই আনন্দের, বড়ই সুখের। আমি আসন্নকালে আজ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ্‌লাম! বংশের আদি-পুরুষগণকে দর্শন করা আর পুরুষোত্তম নারায়ণকে দর্শন করা এ দুই সমান কথা, আজ ধন্য হলেম, ধন্য হলেম।

প্রথম ডা। ওরে দুষ্ট বালক, তুই তো ধন্য হলি, এখন বলী-মুখে প্রাণ দিয়ে আমাদিকে ধন্য ক'র্‌বি কিনা তাই বল।

মার্কণ্ডেয়। এখনি প্রাণ দিচ্ছি। এখনি মা কালীর কৃপায় তোমরাও ধন্য হবে—দাদা, দস্যু দাদা, আজকের দিন আমার পক্ষে অতিশয় আনন্দের দিন, এমন দিন আর হবেনা, এমন দিন আর পাবনা। দীন-তারিণী দুর্গা মায়ের স্বতন্ত্র কালীরূপ নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ছি, পরম পূজনীয় আদিপুরুষগণের আপাদ মস্তক নির্নিমেষ-লোচনে অবলোকন ক'র্‌ছি, এই সুসময়। দস্যু দাদাগো, আহা, এই সময় হরি হরি ব'লে, শিব শিব ব'লে, দুর্গা দুর্গা ব'লে, তোমার মনের অভিলাষ ও আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ

করি। (ছদ্মবেশী হরি ও মহাদেব প্রতি) প্রভুগণ! বিদায় দিন্।

স, বে, মহাদেব! বৎস, বিদায় দিব সত্য, কিন্তু আমিওতো বিদায় হবো।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। আর্ আমি বুঝি গৃহে যাবো।

প্রথম ডা। আরে তোমরা অত গোলযোগ কেন ক'চ্ছো, ওর সঙ্গে তোমরা যদি প্রাণ দেবে তবে চ'লে এস। এক বলী-কাষ্ঠে তিন জনে একবারেই মস্তক রাখ্, আমি কালী ব'লে এক-কোপে বলী দিয়ে ফেলি।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। উত্তম কথা। (প্রথম ডাকাতের প্রতি) দস্যুপতি, তুমি আমাদের তিন জনকেই কালিকার নিকট বলি-দান কর।

প্রথম ডা। আমারতো ইচ্ছা তাই, এখন তোমরা প্রস্তুত হলেই হয়।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। এস বৃদ্ধ, মার্কণ্ডের সঙ্গে আমরা উভয়েই প্রাণ বিসজ্জন করি।

স, বে, মহাদেব। বেশ কথা, এরূপ হ'লে কারু কোন খেদ থাক্‌বেনা।

মার্কণ্ডেয়। পরমারাধ্য হে আদিপুরুষগণ! আমি আপনা-দের শ্রীচরণ ধারণ ক'রে মিনতি ক'র্‌ছি—আপনারা এ কিঙ্করের সনে প্রাণ ত্যাগ ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন্। আপনারা পুণ্যলোকে গমন করুন্, এবং এই হতভাগ্যকে গমনকালীন আশীর্ব্বাদ ক'রে যান্, যেন অসিরাঘাতে অসিতার কাছ হ'তে আপনাদের পদ-পার্শ্বে গিয়ে উপনীত হ'তে পারি। আপনাদের আশীর্ব্বাদ লাভ ক'র্‌লে আমার উচ্চ গতি লাভ হবেই হবে।

গীত।

কর আশীর্ব্বাদ করগো দয়া ক'রে দাসের প্রতি,
আশীর্ব্বাদ মাত্র ভরসা।
তোমরা সদয় হও যদি সন্তানে,
কি চিন্তা কি ভয় মরণে গো রণে,
(কোন ভয় নাই ভয় নাই) (পরকালে কি হবে তার)
কর আশীর্ব্বাদ কৃপা বিতরণে,
সন্তানের মনে জাগে সে আশা॥
(ওগো) পদধূলি দাও মম শিরোপরে,
যার বলে জিনি যমের সমরে,
কৈলাস-নগরে কি গোলকপুরে,
হরষ অন্তরে যাব চ'লে সেথা॥

স, বে, মহাদেব। বৎস! তোমার উচ্চ গতি লাভের জন্য চিন্তা কি, যখন চিন্তামণি-চরণ নয়ন ভ'রে দর্শন ক'রেছ তখন উচ্চ গতি তো অতি তুচ্ছ কথা, সর্ব্বোচ্চ গোলক-ধামে স্থান লাভ ক'র্‌বে তাতে আর সন্দেহ নাই। বাপ্ মার্কণ্ডেয় আর যে তুমি আমাদের ফিরে যেতে ব'ল্‌ছো, তা বাপ্ আমরা আর কোথা ফিরে যাব, ওরে তুই সুখ, তুই শান্তি, তুই আনন্দ, তুই স্ফূর্ত্তি। তোকে হারালে আমরা যখন সকল সুখে বঞ্চিত হবো, তখন তোকে হারাতে দেব কেন, চল বাপ্ তুই যেখানে যাবি আমরাও তোর অনুগমন করি।

বা, বে, শ্রীকৃষ্ণ। বৃদ্ধ, এই আমি অগ্রে বলী-কাষ্ঠে মস্তক দিলাম। (বলীকাষ্ঠে গ্রীবা স্থাপন)

স, বে, মহাদেব। বৎস মার্কণ্ডেয়, এইবার তুমি ঐ বালক-

রূপী আদিপুরুষের গ্রীবার উপর গ্রীবা স্থাপন কর, পরে তোমার গ্রীবার উপরিভাগে আমি গ্রীবা স্থাপন ক'র্‌বো।

মার্কণ্ডেয়। যে আজ্ঞা। হরি—হরিবোল, হর-হরিবোল, কালী-কৃষ্ণ—কালী-কৃষ্ণ—কালী-কৃষ্ণ। (বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের গ্রীবার উপর গ্রাবা স্থাপন)

স, বে, মহাদেব। শ্রীহরি—শ্রীহরি—শ্রীহরি। (মার্কণ্ডের গ্রীবার উপর গ্রীবা স্থাপন)

প্রথম ডা। ওরে! নে, খিলকাঠি আঁট্।

দ্বিতীয় ডা। যে আজ্ঞে। (বলীকাষ্ঠে খিলকাঠি সংলগ্ন করণ ও বলীকাষ্ঠ বস্ত্রাবৃত করণ)

প্রথম ডা। অনুচরগণ! সকলে—সকলে মিলে, দুবাহু তুলে একবার—একবার উচ্চস্বরে জয় কালী—জয় কালী ব'লে ডাক।

দস্যুগণ। (সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে) জয় কালী, জয় কালী—

প্রথম ডা। গললগ্নী-কৃতবাসে ভক্তিভরে আবার বল, জয় কালী মার জয়, জয় কালী মার জয়।

দস্যুগণ। (সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে) জয় কালী মার জয়, জয় কালী মার জয়।

প্রথম ডা। (করযোড়ে) ওমা কৈবল্যদায়িনী, কালিকে, সিদ্ধিদায়িকে শুভে শুভঙ্করী, মাগো তবে নরবলীত্রয় গ্রহণ কর মা। (খড়্গ-ঘাতনোদ্যোগ)

(ইত্যবসরে বেগে ভগবতীর প্রবেশ ও খড়্গ ধারণ।)

ভগবতী। আরে—আরে, দুরন্ত সন্তান,
কারে বাপ দিস্ বলিদান।
দেখরে দেখরে চেয়ে অবোধ অজ্ঞান,
কেবা এঁরা বলীকাষ্ঠস্থিত।

(বস্ত্র উত্তোলন, ছদ্মবেশ শূন্য ও স্ব স্ব বেশে মহাদেব, ও শ্রীকৃষ্ণ, মধ্যে মার্কণ্ডেয় বলী-কাষ্ঠে শোভমান।)

প্রথম ডা। (দেখিয়া সবিস্ময়ে)

একি—একিগো, জননি!
কেবা ঐ দুই জন?
এক জন বংশী ধরা,
চারু চূড়া—বনমালা গলে,
পীতাম্বর শ্যাম তনু ভুবন উজ্জ্বল,
নবীন কিশোর বয়েস!
আহা মরি মরি
কেগো—কেগো ও পুরুষ পরেশ?
আর এক জন,
কেবা ও পুরুষ সিংহ?
ধবল তুষার জিনি,
সিত শুভ্র দেহ,
বিরাট আকৃতি,
ভৈরব মূরতি,
শিরে জটাভার,
তাহে উঠে কুলকুল ধ্বনি,
কেমা—কেমা উনি, কহ সত্য বাণী।

ভগবতী। শুভ্র হ'তে শুভ্র অতি যাঁর বপুখানি,
উনিই ভবানীপতি দেব শূলপাণি।
আর ঐ বাছাধন নেহার যাঁহারে
অগ্রে যিনি বলীকাষ্ঠে স'পেছে জীবন,

ভগবান উনি সেই ভক্ত-প্রিয় ধন

প্রথম ডা। মাগো,

কি গতি হবে মা তারা আমা সবাকার,
একে দস্যু মহাপাপী পাপে পূর্ণ দেহ,
তাতে হেন অন্যায়াচরণ,
জনার্দ্দন,—
অহো—বলিতে কাঁপে মা হিয়া,
সৃষ্টি স্থিতি যাঁহার ইচ্ছায়,
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর শ্রীপদে লোটায়,
বিশ্বরূপ যিনি ভগবান,
তাঁহারে করিনু ইচ্ছা দিতে বলিদান ?
হায় মাগো,
অনন্ত নরক মাঝে নাহি হবে স্থান।
আদিদেব শূলপাণি দেব শিরোমণি,
কৃপাময় কৃপাসিন্ধু বিশ্বেশ্বর হর,
তাঁরে দিনু বলীকাষ্ঠ মাঝে ?
হায় মাতঃ—
কে আর করিবে পার ভবসিন্ধু-নীরে।

ভগবতী। কি ভয়,—

কি ভয় রে বাছা তোদের অন্তরে।
আমি তোদের কর্ণধার ভবের সাগরে।

প্রথম ডা। এত কৃপা কৃপাময়ী কেন পাপীগণে।

ভগবতী। এত কৃপা শুধু বাছা ভক্তির কারণে।

প্রথম ডা। ভক্তি নাহি জানি তারা মোরা দুরাচার।

ভগবতী। ভক্তি জান ভালমতে ভক্ত রত্ন সার।

প্রথম ডা। দস্যু যে গো দুষ্টমতি কহে সর্ব্বজন।

ভগবতী। তুমি কিরে সেই দস্যু প্রাণাধিক ধন?

প্রথম ডা। মার্কণ্ড যে তোর পুত্র তারে দিছি ব্যথা।

ভগবতী। ছেলে—ছেলে হয় রে অমন মার কি তাতে ব্যথা।

প্রথম ডা। হর হরি ক্ষমা করি রাখবে কি মা পদে।

ভগবতী। ক্ষমিয়াছে তোমা সবে যাওরে নিরাপদে॥

প্রথম ডা। কোথা যাব আর যাবনা পদে দে মা স্থান।

ভগবতী। কাল পূর্ণ হ'লে বাছা পাবে মোক্ষধাম॥

প্রথম ডা। দেখিস্ মাগো ভুলিস্‌নাগো প্রাণবিয়োগের কালে।

ভগবতী। ভুল্‌বো কিরে যাদুমণি ধ'র্‌বো তখন কোলে॥

প্রথম ডা। হই মা বিদায়, রাঙ্গাপায়, করি সবে নতি।

(প্রণাম করণ)

ভগবতী। আশীষ করি, ধর্ম্মে সবার রহুক মতি গতি॥

[দস্যুগণের প্রস্থান।

ভগবতী। এক্ষণে প্রাণাধিক মার্কণ্ডেয় সহ ভগবান হরি হরকে বলীকাষ্ঠ হ'তে উদ্ধার করি। (উদ্ধার করণ)

মহাদেব। কে—পার্ব্বতি?

ভগবতী। হাঁ প্রভু—এ অধিনী সেই শঙ্কর কিঙ্করী।

মহাদেব। ভাল দুর্গে—জিজ্ঞাসা করি, কই তোমার প্রাণেও তো দয়ার লেশ নাই, আগে জান্‌তেম, এই দয়াময় হরিই বুঝি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর কঠিন পাষাণ, কিন্তু তা নয় তুমিও ঐ দয়াময়ের মতাবলম্বিনী দয়াহীনা দয়াময়ী,—

শ্রীকৃষ্ণ। না পশুপতি, ও কথাটি আপনার ভ্রমজনক কথা বলা হ'লো।

মহাদেব। কিরূপ বিশ্বরূপ?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখুন্ প্রভু, দয়াহীন ব'লে আমার উপর দোষারোপ করা এইটি আপনার সম্পূর্ণ অন্যায়; যেহেতু বিষবৃক্ষ হ'তেই বিষময় ফল উৎপন্ন হ'য়ে থাকে। হে যোগীরাজ পঞ্চানন, আমার যিনি জননী, তিনি যে পাষাণ পাষাণীর নন্দিনী, এবং স্বয়ং তিনি পাষাণী। জগজ্জনে মুক্তকণ্ঠে তাঁকে পাষাণসুতা পাষাণী ব'লে ডাকে, কাজেই পাষাণীর পুত্র পাষাণময় হবে এ কি বিচিত্র কথা? ভুবনপাবন হে মহাকাল! তাতেই বলি, আমি যে নির্ম্মম-নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর-পাষাণ, সে কি আমার নিজের দোষে, না এ পাষাণী মা পার্ব্বতীর দোষে?

মহাদেব। বটে কৃষ্ণ, তোমাকে ধর্‌বার যো নাই, যে দিকে হোক্ এক দিক না এক দিক কেটে বার হবেই হবে। এক্ষণে বংশীধারী ও সব কথা যাক্, বৎস মার্কণ্ডের যাতে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয় তাই কর।

শ্রীকৃষ্ণ। দেব ভূতনাথ, মার্কণ্ডেয় এখন আর হরির কৃপা ভিখারী নয়, ও এখন হর-গৌরীর কৃপা ভিখারী, দিন্ আপনারা উভয়ে ওর মস্তকে পদধূলি দিন্, ওর মনের অভিলাষ পূর্ণ করুন্। (মার্কণ্ডের প্রতি) বৎস মার্কণ্ডেয়! ভক্তিপূর্ব্বক হর-গৌরীর পদে প্রণাম কর।

মার্কণ্ডেয়। করুণানিদান! আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হ'লো, এক স্থানে আজ আমি হরি ও হর-গৌরী রূপ দর্শন ক'র্‌লেম। জয় জয় হরি, জয় জয় হর-গৌরী। (সকলকে প্রণাম করণ)

ভগবতী। বাপ মার্কণ্ডেয়, এস বাপ্ কোলে এস, আজ তোমার মত অমূল্য বৈষ্ণব রত্নকে বক্ষে ক'রে হর-পার্ব্বতীর জীবন পবিত্র হোক্। (ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ) প্রাণাধিক! বলীকাষ্ঠে

তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, আজ সেই কষ্ট দূর করবার জন্য তোমার দুর্গা মা তোমাকে কোলে ক'রেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কই মা দুর্গে আমাকে তবে কোলে নিলে না যে? মুনিকুমার মার্কণ্ডেয় যেমনি তোমার সন্তান, আমিও তো মা তোমার তেমনি সন্তান, উমেগো, আমি যে মা তোমাকেই মা ব'লে জানি, তুমিই যে মা আমার স্নেহময়ী জননী। তবে এ কি এ কি মা, এ তোর কেমন পুত্রস্নেহ? একটি পুত্রে শীতল কোলে তুলে ভুলালি, আর একটি পুত্রে কাঁদালি। ছি—ছি মা এ তো মায়ের ধর্ম্ম নয়। মা অম্বিকে! তোর সকল পুত্রে সমান স্নেহ থাকেনা ব'লে সেই দুঃখেই বুঝি ঈশান শ্মশান-বিহারী হ'য়েছেন, মাতুল মৈনাক দেব তিনিও সাগর-জীবনে জীবন বিসর্জ্জন ক'রে-ছেন। হাঁ—সেই জন্যই ঐ দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে আমিও যাই, জীবন বিসর্জ্জনের উপায় করিগে, মা কিনা পুত্রকে এত অনাদর ক'র্‌লে—ছি—ছি, এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ ম'লেও যাবেনা। ওগো পাষাণী মা ঈশানী তুই তোর আদরের ছেলেকে ল'য়ে সুখী হ মা, আমি চ'ল্লেম।

গীত।

যাই যাই মা দুর্গে—প্রাণ ত্যজিতে যাইগো স্থানান্তরে।
প্রাণ রাখবোনা আর, (মা হ'য়ে তোর এমন ব্যভার)
তুই নামে মহামায়া, নাহি দয়া মায়া,
কায়া গঠিত গো তোর ও পাষাণী কঠিন প্রস্তরে॥
আগেতে মনে জানিনি,
তুই মা এমন পাষাণী,
জান্‌লে পরে মা ব'লে কি ডাক্‌তাম তোরে,
(ঘৃণা জন্মেছে গো) (স্নেহের ধারা দেখে তারা)
তুই কারে কোলে নিস্ গো দুর্গে, কারে ভাসাস্ নয়ননীরে॥

ছি ছি ছি পাষাণী মা,
আর তোরে গো ব'ল্‌বোনা মা,
মা বলা সাধ মিট্‌লো আমার জন্মের তরে,
(কেন কাঁদ্‌বো মিছে) (মা ব'লে তোয় ডেকে শেষে)
তোরে আর যেন কেউ মা বলেনা বিশ্ব চরাচরে॥

ভগবতী। ও বাপ মধুসূদন! আজ আবার কি খেলা খেল্‌বে বাপ্?

মহাদেব। অম্বিকে, তাও কি তোমার জান্‌তে বাকি আছে?

ভগবতী। হাঁ নাথ, দাসীর জান্‌তে সম্পূর্ণই বাকি আছে।

মহাদেব। কি আশ্চর্য্য—আমার কাছেও চক্রী হরির এত চক্র—এত ছল। অভয়ে! গুণধাম হরির গুণ বর্ণনাটা শুন্‌বে—শোন—শোন, উনি মনে মনে স্থির ক'রেছেন কি জান, প্রতিশোধ গ্রহণ ক'র্‌বেন্, প্রতিশোধ গ্রহণ ক'র্‌বেন। আমি যে ওঁকে দয়াহীন ব'লেছিলাম তারি শোধ লওয়া হবে, এই জন্যই ওর মিষ্ট কথায় তোমাকে মা মা ব'লে ডাকা, আর তাইতেই অত অভিমান প্রকাশ করা।

ভগবতী। মহেশ্বর, হরি আমায় মা ব'লে ডাক্‌লে বা আমার কাছে অভিমান প্রকাশ ক'র্‌লে, তোমার কথার প্রতিশোধ লওয়া কিরূপে হবে।

মহাদেব। শঙ্করি, কোন একটি দ্রব্য প্রস্তুত ক'র্‌তে হ'লেই তার নানা রকম উপকরণের প্রয়োজন করে, উনি অকস্মাৎ তোমাকে মাতৃ সম্বোধন ক'রেই যে অভিমান ভরে স্থানান্তরে গমনোদ্যত হ'তে চান্—তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই, কৃষ্ণচন্দ্র অভিমান ভরে চ'লে যান্, তাই দেখে তুমি কখনই নিরস্ত থাক্‌তে পার্‌বেনা, ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে মাতৃভাবে ওঁকে ক্রোড়ে ধারণ ক'র্‌বে, আর

উনিও তাই চান্, তোমার কোলে উঠ্‌লেই নিজের খেলা সমাধা ক'রে নেবেন্।

ভগবতী। কিরূপে?

মহাদেব। মায়াময়ি, তোমার যে মায়া অংশ আমার হৃদয়ে অবস্থান ক'র্‌ছে, সেই মায়াকে আমার হৃদয় হ'তে আকর্ষণ ক'রে ল'য়ে আমাকে কঠিন পাষাণরূপে পরিণত ক'র্‌বেন, এইটিই ইচ্ছাময়ের নিতান্ত ইচ্ছা।

ভগবতী। ভাল যোগীরাজ, হরি আমার কোলে অবস্থান ক'রে তোমার হৃদয়-স্থিত মায়াকে কিরূপে হরণ ক'র্‌বেন?

মহাদেব। ত্রিলোচনি, তোমার যে পতিভক্তিরূপ রজ্জু আমার হৃদয়ে সংলগ্ন আছে, চোর চূড়ামণি সেই রজ্জু অবলম্বন ক'রে আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রবিষ্ট হ'য়ে এই সর্ব্বনাশ সাধিত ক'র্‌তে ইচ্ছুক।

ভগবতী! তবে কি মাধবকে আমি ক্রোড়ে গ্রহণ ক'র্‌বোনা।

মহাদেব। কদাচ না।

শ্রীকৃষ্ণ। ওমা বিশ্বজননী দুর্গে! তুমি মা আপন পতির ছল-কথায় ভুলে পুত্রস্নেহ ভুল্‌লে, ভাল—ভাল,আমিও চ'ল্লেম। (গমন)

ভগবতী। কৃত্তিবাস, পীতবাস যে চ'লে যায়, ফিরাও ফিরাও।

মহাদেব। না—না, চ'লে যাক্, ফিরাবার আবশ্যক নাই—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) বলি ওহে কৃষ্ণ, এখন ক্রোধভরে চ'লে যাচ্ছ যাও—কিন্তু আপনা হ'তে আবার কৈলাসেতে গিয়ে দেখা দিতে হবে এটি যেন মনে থাকে।

মার্কণ্ডেয়। পিতঃ! দীনবন্ধু হরি রুষ্ট হ'য়ে গমন ক'র্‌লেন, উনি কি তবে আর আস্‌বেননা?

মহাদেব। চিন্তা কি বৎস, কায়া বাঁধা থাক্‌লে ছায়া আর

কোথা যাবে। পুনর্ব্বার এই শঙ্কর শঙ্করীর নিকট আস্‌তে হবেই হবে।

মার্কণ্ডেয়। (সহসা সকম্পনে) একিগো, একিগো, একি-গো, মেলে—মেলে—মেলে, ঐ-ঐ-ঐ শনি, বিরাটাকৃতি পুরুষ সঙ্গে ঐ শনি! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, উঃ—উঃ—কে কোথা—কে কোথা আছ, আমাকে রক্ষা কর, শনি—শনি—শনি,সঙ্গে ভীষণ দর্শন একজন পুরুষ, ভ্রুকুটি ক'রে অগ্রসর হ'য়ে এলো—মেলে—মেলে।

মহাদেব। সর্ব্বনাশ! দুর্গে, শীঘ্র মার্কণ্ডেয়কে আমায় দাও, আজ বৎস মার্কণ্ডের শনি-শাপ পূর্ণ হবার দিন উপস্থিত, ঐ বৎসকে আমার ক্রোড়ে দাও,—দুরন্ত কৃতান্ত বুঝি মার্কণ্ডের জীবন গ্রহণার্থে অগ্রসর হবে, দাও—দাও শঙ্করি, প্রাণাধিক ভক্তকে শীঘ্র দাও।

ভগবতী। কেন পার্ব্বতীনাথ, পার্ব্বতী কি ছার কৃতান্ত দস্যুর কর হ'তে মার্কণ্ডেয়রত্নকে রক্ষা ক'রতে অসমর্থ?

মহাদেব। না দুর্গে—সে জন্য নয়, তুমি আদ্যাশক্তি, যে যতদূর শক্তির কাজ ক'রুক্‌না কেন, সে কেবল তোমার শক্তির জোরে। তবে এই মাত্র কথা যে, যার যা কার্য্য সে তাই করে, আমি মহাকাল, কাল কৃতান্ত আমার অধীনে, সুতরাং তাকে অনুশাসন কর্‌বার ভার আমার উপর নির্ভর ক'চ্ছে, বুঝেছ গৌরী—দাও—আর বিলম্ব ক'রোনা!

মার্কণ্ডেয়। মেলেগো—মেলেগো, উঃ—উঃ, প্রাণ গেল—প্রাণ গেল, যাই—যাই।

মহাদেব। ভয় কি—ভয় কি বৎস, কার সাধ্য কে তোমার প্রাণ গ্রহণ ক'র্‌তে সাহসী হবে, এস মহাকাল বক্ষে এস। (বক্ষে

গ্রহণ) পার্ব্বতি, এক্ষণে তুমি একটি কার্য্য কর, বৎস মার্কণ্ডের প্রাণ-রত্নটিকে অতি যত্নে ওর হৃদয় হ'তে গ্রহণ কর। কেননা, শনির শাপ পূরণার্থে বিন্দু মুহূর্ত্ত পরিমিত সময়ের জন্য মার্কণ্ডের জীবন দেহান্তর মাত্র হবে!

ভগবতী। পতিবাক্য শিরোধার্য্য। (মার্কণ্ডের বক্ষে হস্ত দান করিয়া) জয় জয় মহাকাল। (প্রাণ গ্রহণ)

মহাদেব। শঙ্করি, কৃতকার্য্য হ'য়েছ?

ভগবতী। হাঁ প্রভু।

মহাদেব। ভাল—এক্ষণে তুমি মার্কণ্ডের শবদেহ কোলে ল'য়ে উপবিষ্ট হও, আমি অতি সতর্কে বৎসের প্রাণ রক্ষার্থে শূল হস্তে প্রস্তুত থাক্‌লেম, দেখি দুরাচার কৃতান্তের কতদূর সাহস। (ভয়ঙ্করভাবে অবস্থান)

(দুইজন যমদূতের প্রবেশ।)

প্রথম দূত। ওরে এইটেই বদরিকাশ্রম নয়?

দ্বিতীর দূত। হেঁরে এইটেই সেইটে বটে।

প্র, দূত। এইটেই যদি সেইটে হলো, তবে এইটেয় সেইটে কোথা আছেরে।

দ্বি, দূত। খোঁজ রে—খোঁজ, এইখানে কোনখানে ছোড়াটা প'ড়ে প'ড়ে হয়তো খাবি খাচ্ছে।

প্র, দূত। খোঁজ তো খোজ, নিকি বাছা ক'রে খোঁজ।

উভয় দূত। (সমস্বরে) আয় চ'লে আয় ধীরি ধীরি, আয়রে প্রাণ গুড়ি গুড়ি। কত ক্ষীর, কত ছানা, রেখেছি রে দুধের পানা। খাবি খাওয়া ভুলে যা, দেহটা ছেড়ে চ'লে যা। আয়-আয়-আয়, সময় ব'য়ে যায়। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ করণ)

প্র, দূত। (মহাদেবকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) ওরে-ওরে-ওরে!

কোথা যাবে। পুনর্ব্বার এই শঙ্কর শঙ্করীর নিকট আস্‌তে হবেই হবে।

মার্কণ্ডেয়। (সহসা সকম্পনে) একিগো, একিগো, একি-গো, মেলে—মেলে—মেলে, ঐ-ঐ-ঐ শনি, বিরাটাকৃতি পুরুষ সঙ্গে ঐ শনি! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, উঃ—উঃ—কে কোথা—কে কোথা আছ, আমাকে রক্ষা কর, শনি—শনি—শনি,সঙ্গে ভীষণ দর্শন একজন পুরুষ, ভ্রুকুটি ক'রে অগ্রসর হ'য়ে এলো—মেলে—মেলে।

মহাদেব। সর্ব্বনাশ! দুর্গে, শীঘ্র মার্কণ্ডেয়কে আমায় দাও, আজ বৎস মার্কণ্ডের শনি-শাপ পূর্ণ হবার দিন উপস্থিত, শীঘ্র বৎসকে আমার ক্রোড়ে দাও,—দুষ্কৃত্ত কৃতান্ত বুঝি মার্কণ্ডের জীবন গ্রহণার্থে অগ্রসর হবে, দাও—দাও শঙ্করি, প্রাণাধিক ভক্তকে শীঘ্র দাও।

ভগবতী। কেন পার্ব্বতীনাথ, পার্ব্বতী কি ছার কৃতান্ত দস্যুর কর হ'তে মার্কণ্ডেয়রত্নকে রক্ষা ক'র্‌তে অসমর্থ?

মহাদেব। না দুর্গে—সে জন্য নয়, তুমি আদ্যাশক্তি, যে যতদূর শক্তির কাজ ক'রুক্‌না কেন, সে কেবল তোমার শক্তির জোরে। তবে এই মাত্র কথা যে, যার যা কার্য্য সে তাই করে, আমি মহাকাল, কাল কৃতান্ত আমার অধীনে, সুতরাং তাকে অনুশাসন করবার ভার আমার উপর নির্ভর ক'চ্ছে, বুঝেছ গৌরী—দাও—আর বিলম্ব ক'রোনা!

মার্কণ্ডেয়। মেলেগো—মেলেগো, উঃ—উঃ, প্রাণ গেল—প্রাণ গেল, যাই—যাই।

মহাদেব। ভয় কি—ভয় কি বৎস, কার সাধ্য কে তোমার প্রাণ গ্রহণ ক'র্‌তে সাহসী হবে, এস মহাকাল বক্ষে এস। (বক্ষে

গ্রহণ) পার্ব্বতি, এক্ষণে তুমি একটি কার্য্য কর, বৎস মার্কণ্ডের প্রাণ-রত্নটিকে অতি যত্নে ওর হৃদয় হ'তে গ্রহণ কর। কেননা, শনির শাপ পূরণার্থে বিন্দু মুহূর্ত্ত পরিমিত সময়ের জন্য মার্কণ্ডের জীবন দেহান্তর মাত্র হবে!

ভগবতী। পতিবাক্য শিরোধার্য্য। (মার্কণ্ডের বক্ষে হস্ত দান করিয়া) জয় জয় মহাকাল। (প্রাণ গ্রহণ)

মহাদেব। শঙ্করি, কৃতকার্য্য হ'য়েছ?

ভগবতী। হাঁ প্রভু।

মহাদেব। ভাল—এক্ষণে তুমি মার্কণ্ডের শবদেহ কোলে ল'য়ে উপবিষ্ট হও, আমি অতি সতর্কে বৎসের প্রাণ রক্ষার্থে শূল হস্তে প্রস্তুত থাকলেম, দেখি দুরাচার কৃতান্তের কতদূর সাহস। (ভয়ঙ্করভাবে অবস্থান)

(দুইজন যমদূতের প্রবেশ।)

প্রথম দূত। ওরে এইটেই বদরিকাশ্রম নয়?

দ্বিতীয় দূত। হেঁরে এইটেই সেইটে বটে।

প্র, দূত। এইটেই যদি সেইটে হলো, তবে এইটেয় সেইটে কোথা আছেরে।

দ্বি, দূত। খোঁজ রে—খোঁজ, এইখানে কোনখানে ছোড়াটা প'ড়ে প'ড়ে হয়তো খাবি খাচ্ছে।

প্র, দূত। খোঁজ তো খোজ, নিকি বাছা ক'রে খোঁজ।

উভয় দূত। (সমস্বরে) আয় চ'লে আয় ধীরি ধীরি, আয়রে প্রাণ গুড়ি গুড়ি। কত ক্ষীর, কত ছানা, রেখেছি রে দুধের পানা। খাবি খাওয়া ভুলে যা, দেহটা ছেড়ে চ'লে যা। আয়-আয়-আয়, সময় ব'য়ে যায়। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ করণ)

প্র, দূত। (মহাদেবকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) ওরে-ওরে-ওরে!

দ্বি, দূত। কিরে—কিরে!

প্র, দূত। ও—বাবা, ও—কেরে?

দ্বি, দুত। কইরে?

প্র, দূত। ঐ যে রে পাহাড়ের মত ছোট খাট দেহটা। ও—বাবা, হাতে একটা তিরশূল নিয়ে রোক্ মেরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌রে।

দ্বি, দূত। তাইতো রে—ও সহজ বাবা নয়, ও আমাদের বাবার বড় বাবা তার আর ভুলটি নেই—ওরে—আমার গাটা যে কেঁপে উঠলোরে,—

প্র, দূত। আমারও যে তাইরে—আর এগোনো হবেনা বাবা, যমের বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসে শেষে আমরাই কি যমের বাড়ী দাখিল হবো, কাজ নেই রে পালাই চ। মহারাজকে খপর দিইগে।

দ্বি, দূত। ঠিক ব'লেছিস্—চ চ সটান্ লম্বা।

[যমদূতদ্বয়ের প্রস্থান।

(কিয়ৎকাল পরে দূতদ্বয় সহ যমের প্রবেশ।)

যম। কেরে—
কার এত বল এ মহীমণ্ডলে?
কার ভয়ে যমদূত ত্রাসিত অন্তর,
কে—কোন্ দুরাচার,
কই কোথা সে পামর।

প্র, দূত। আজ্ঞে—একটু এগিয়ে।

যম। কতদূরে—
দেখিতে না পাই কেন?

দ্বি, দূত। আজ্ঞে—আর একটু এগিয়ে।

যম। ভাল—ভাল।

চল—শীঘ্র দেখিয়ে দিবি চল।

প্র, দূত। আজ্ঞে—হৈ দেখুন।

দ্বি, দূত। আজ্ঞে—হৈ দেখুন।

যম। কই—কই।

প্র, দূত। হৈ—যে, সাদা দুদের মত গাটা লি-লি ক'চ্চে।

দ্বি, দূত। হৈ—যে, একটা তিরশূল কেমন ঝিকৃমিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌চে।

যম। হাঁ— বটে, দেখ্‌তে পেয়েছি। (স্বগতঃ) তাইতো দূর হ'তে যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে দেবাদিদেব মহাকাল মহাদেব ব'লেই তো অনুমান হ'চ্ছে—যদি বাস্তবিক তাই হয় তাহ'লে তো বড় অন্যায় ক'ল্লেম, না জেনে না শুনে এরূপ বল দর্পিত কথা প্রয়োগ নিতান্তই অনুচিত হ'য়েছে। কি করি—কি উপায়। (চিন্তা)

প্র, দূত। (দ্বিতীয় দূতের প্রতি) দেখেচো বাবা—মজা-খানা—এ আমাদিগকে পাওনি যে চোক্ রাঙিয়ে সার্‌বে—দেখে শুনেই যাদুধন থ—

দ্বি, দূত। শুধু থ—হাড়গোড় ভাঙ্গা দ।

যম। কি আশ্চর্য্য—আমি কিসের চিন্তা ক'র্‌ছি—হলেনই বা মহাদেব, নিজের কার্য্য নিজে ক'র্‌বো তাতে যদি মহাদেব বাদী হন্—হ'লেনই বা, কেন—আমি কি দুর্ব্বল—না শাল-বৃক্ষ সম এই বিশাল বাহুদ্বয় বলহীন;—কি জন্য আমি শঙ্করকে ভয় ক'র্‌বো,

কি ভয়, কি ভয়,
নাহি ভয় মৃত্যুঞ্জয়ে
সদর্পে কহিব কথা।

(মহাদেব সকাশে গমন ও তৎপ্রতি)

ভুতনাথ !
আসিয়াছে যমরাজ,
কালব্যাজ নাহি করি,
দেহ ত্বরা দ্বিজ-শিশু-প্রাণ ।

মহাদেব । (নিরুত্তরে দণ্ডায়মান ও ক্রোধে কম্পন)

যম । কি আশ্চর্য্য !
বাক্য নাহি স্ফুরে,
অন্যথা কৃতান্ত-বাণী ?
শূলপাণি,
একি তব অন্যায়াচরণ ?
ভাল—কথা নাহি কও,
তাহে কিবা ক্ষতি—
দেহ শীঘ্র মার্কণ্ডেয় প্রাণ ।

মহাদেব ! (নিরুত্তরে দণ্ডায়মান ও ক্রোধে কম্পন)

যম । (বিরক্তে ও রোষে)
কি জ্বালা—
কি জঞ্জাল !
ওহে ত্রিলোচন !
ওহে মৃত্যুঞ্জয় !
যম নহে বলহীন,
কি দেখাও ভয় ;
ও—ভয়ে কম্পিত নয় যমের হৃদয় ।
শুন শম্ভু,
নিজের মঙ্গল যদি করহ বাসনা,
থাকে যদি নির্ব্বিবাদে যাপিতে জীবন,

দেহ ত্বরে বিনা বাক্যে শিশুর জীবন,
নতুবা অনর্থ বড় ঘটিবে বিষম।

মহাদেব। (মহারোষে সগর্জ্জনে)
অহো—হো—
মাতঙ্গ কাতর আজি রে পতঙ্গ-পীড়নে।
কেরে—
কেবা কোথা ভূত, প্রেত, দানা, দক্ষগণ,
আয়রে—
আয়রে তাণ্ডব নাচ করিয়া নর্ত্তন
কাঁপুক—
কাঁপুক্ বাসুকী শীর ভূকম্পনে যেন।
জ্বলে-যায় রুদ্র-হিয়া
কে নিভাবে জ্বালা ?
শক্তি ! মহাশক্তি !
দেহ শক্তি বাহুমূলে—
যম—যম—
নাশিব—নাশিব—
শান্তি—শান্তি—
ত্রিলোকে—স্থাপিব—স্থাপিব—
মার্-মার্-মার্-মার্।
(মহাতেজে যম-বক্ষে ত্রিশূলাঘাত)

যম। (ত্রিশূল বিদ্ধ হইয়া সকম্পনে ও সকাতরে)
পরমেশ্ ! পরমেশ্ !
ঘুচেছে অজ্ঞান আঁধার,
জ্ঞানযোগ দেছে যোগ হৃদয়-মাঝারে,

চিনেছি হে বিশ্বরূপ
তুমি ভীষ্ম রূপ।
মহারুদ্র, রুদ্রেশ্বর,
ক্ষুদ্র কীটে ব'ধোনা ব'ধোনা,
অপকীর্ত্তি রবে ভবে,
কবে সবে,
স্মরহর ক্ষীণ-প্রাণ কৃতান্তে নাশিল।

মহাদেব। রোষানল! রোষানল!
জ্বলো—জ্বলো, হু-হু-রবে।
পুনর্ব্বার
পুনর্ব্বার কর দন্তে শূলাঘাত।

যম। অহো—মলেম—মলেম,
কৃতান্তের অন্তদিন আজিরে নিশ্চয়।
কে কোথা এ সময়ে,
কেবা রাখে হায় হায় অভাগা কৃতান্তে—
ঐ যে—ঐ যে মা রক্ষাকালী,
দুর্গে! দুর্গে! মা! মা!
রাখ্ মা পায় অপরাধী যমে,
করগো ত্রাণ শিব-কোপানলে।
তুই না রাখলে তারা,
প্রাণ হারা হব সুনিশ্চয়।
দেখ্ মা— দেখ্ মা চেয়ে,
ভীষণ ঈশান-মুরতি,
সংহারের মূর্ত্তি কিবা বিভীষণ বপু।
ঝলকে ঝলকে অনল উঠে,

ঝলকে ঝলকে রোষাগ্নি ছোটে,
দিগ্ দিগান্তর হৈল অগ্নিময়,
পুড়িল অখিল বিশ্ব,
মরিল কৃতান্ত দুষ্ট—
গেল সৃষ্টি, গেল— গেল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
রসাতল— রসাতল হ'লো পৃথ্বী,
যমও গেল—অহো—কি ভয়ঙ্কর
দুর্গে! দুর্গে—দেমা স্থান শ্রীপদপঙ্কজে।
(ভগবতীর পদতলে পতন)

ভগবতী। নাহি ভয় যমরাজ,
শান্ত কর মন,
রক্ষিব ভীষণ ভৈরব-কোপে।
(মহাদেবের প্রতি)
সৃষ্টি র'ক্ষ মহেশ্বর সম্বর প্রতাপ,
যমে নাশ হেতু হয় বিশ্বের বিনাশ।
শান্ত হও উমাকান্ত শ্রীচরণে ধরি।
কৃতান্ত শরণাগত হ'য়েছে তোমারি।

মহাদেব। নিভিলরে ভীমরোষ—
বৃষ্টিপাতে যেন দাবানল।
শুন সতি,
ক্ষমিলাম মূর্খ যমে
তব অনুরোধে।
কিন্তু কহ এবে উরে
এই দণ্ডে যাক্ দুষ্ট নেত্রপথ হ'তে।

ভগবতী। যথা আজ্ঞা প্রভু।

(যমের প্রতি)

যাও যম নিজ স্থানে,

ক্ষমিলেন ক্ষেমঙ্কর।

দেখো বৎস,

কদাচ এ হেন কার্য্যে ক'রোনা মনন।

যম। যথা আজ্ঞা জগত-জননী।

[প্রণামান্তর যমের প্রস্থান।

ভগবতী। উমাকান্ত! বৎস মার্কণ্ডের মৃতদেহ দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি জীবন-ধনের জীবন দান করি।

মহাদেব। সর্ব্বাণি! শনির শাপ পূর্ণ, এখন তুমি স্বচ্ছন্দেই বৎসের জীবন প্রদান ক'রতে পার, কিন্তু একটু অপেক্ষা কর, দেবগণ উচ্চ-কণ্ঠে হরিনাম গান ক'রতে ক'রতে উপনীত প্রায়— যখন অমরগণ মার্কণ্ডেয়কে বেষ্টন করতঃ উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন থাকবে, সেই সময় তুমি জগজ্জীবন হরির শ্রীমধুসূদন নাম স্মরণ ক'রে মার্কণ্ডের হৃদয়ে জীবন স্থাপন কর।

(দেবগণের উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ।)

সঙ্কীর্ত্তন।

মনের আনন্দে বাহু তুলে বল হরিবোল।

(বল হরিবোল, বল হরিবোল, বল বোল হরিবোল)

ওরে নাম সুধারস পান করিলে দূরে যায় পিয়াসা,

ওরে মজ নামে পোজ নামে নামে কর আশা,

বল বল হরিবোল॥

(ওরে) হরি বল হরি বল যে নাম হরের ধন,

শ্মশানচারী ত্রিপুরারি যে নামের কারণ,

বল বল হরিবোল॥

(ওরে) মৃত-সঞ্জীবনী নামে ম'লে জীবন পায়,
মনের সুখে বল মুখে এড়াবে মরণ-দায়,
বল বল হরিবোল॥

(ভগবতী কর্ত্তৃক মার্কণ্ডের পুনর্জ্জীবন দান।)

[দেবগণের প্রস্থান।

ভগবতী। মার্কণ্ডেয়! প্রাণাধিক! ওঠ বাপ্, কত ঘুমাবে?

মার্কণ্ডেয়। (জীবন প্রাপ্তে উঠিয়া) হরিবোল--হরিবোল--হরিবোল, কই কই, দুর্গা মা কই, পিতা ত্রিলোচন কই?

ভগবতী। এই যে বাপ্, আমরা উভয়েই তোর নয়ন-পথে বিরাজমান।

মার্কণ্ডেয়। মা—মা, অভয়ে! মাগো আজ তোমাদের কৃপায় দিব্য-চক্ষু লাভ হ'য়েছে, আমি জ্ঞান-চক্ষে বেশ দেখ্তে পাচ্ছি, আমি কে। জগজ্জননীগো, এত দিনের পর আমার শনি-শাপ বিমোচন হ'লো।

ভগবতী। হাঁ বাবা, হর হরির কৃপায় তুমি আজ কৃতান্ত-জয়ী হ'লে, তোমার প্রতি যমের অধিকার লোপ হ'লো। এক্ষণে চল বাবা তোমাকে নিয়ে কৈলাসে যাই। অনেক দিন হ'লো অনেক কষ্ট পেয়েছ, এইবার আনন্দময় সদানন্দ-ধামে দশ দিন সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে চল, আমার কার্ত্তিক গণেশ তোমার খেলার সঙ্গী হবে, নন্দী বীরভদ্র তারা তোমাকে আনন্দে স্কন্ধে ল'য়ে নিত্য সপ্ত স্বর্গ দেখিয়ে আন্‌বে। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী তারা তাণ্ডব নাচ নেচে সুখী ক'র্‌বে, আর আমি স্বহস্তে রন্ধন ক'রে তোমার চাঁদ-মুখে অন্ন ব্যঞ্জন তুলে দিয়ে অন্নদা নামের ও ভক্তবৎসলা নামের সার্থকতা সম্পাদন ক'র্‌বো— চল বাবা যাই।

(মার্কণ্ডেয়কে কোলে লইয়া হর-পার্ব্বতীর গমনোদ্যোগ)

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। প্রণাম হই। (উভয়কে প্রণাম করণ)

মহাদেব। বৎস, কি অভিলাষ ক'রে সহসা এ স্থলে উপস্থিত হ'লে ?

নারদ। প্রভো, হরির আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে ও বৎস মার্কণ্ডের পুনর্জ্জীবন লাভ দর্শনার্থে এ স্থলে উপস্থিত হ'লেম।

মহাদেব। ভাল নারদ, শ্রীহরির আজ্ঞা কি বল ?

নারদ। তিনি আজ্ঞা ক'রেছেন, বৎস মার্কণ্ডেয়কে অদ্যই বৈকুণ্ঠে ল'য়ে যেতে।

মহাদেব। কেন—কি জন্য ?

নারদ। ভক্তবৎসল—ভক্ত-মুখ নিরীক্ষণ ক'রে সুখী হবেন, এই জন্য।

মহাদেব। কি আশ্চর্য্য—বলি আমাদের কি সে সাধ নাই ? মার্কণ্ডেয় কি হর-পার্ব্বতীর ভক্ত নয় ? না হর-পার্ব্বতী মার্কণ্ডেয়কে প্রাণ সম ভালবাসেনা ?

নারদ। তার উত্তর আমি আর কি দেব প্রভু—এখন আপনার যা অভিমত হয় করুন্।

মহাদেব। যাও—নারদ, সে বৈকুণ্ঠনাথ অবুঝ অবোধ হরিকে বলগে, হর-পার্ব্বতী মার্কণ্ডেয়কে ল'য়ে কৈলাসে গমন ক'রেছে। আমরা চ'ল্লেম।

[মার্কণ্ডেয়কে লইয়া হর-পার্ব্বতীর প্রস্থান।

নারদ। তাইতো—আমার নাম দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি নয় ? লোকের মনে অটল বিশ্বাস, আমার দোহাই দিলে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, ভাল এই বিশ্বাসই আজ প্রগাঢ় করি—হরি হরে ভক্ত তরে যাতে ঘোর বিবাদ বিসম্বাদে প্রবর্ত্ত হন্ তারই চেষ্টা করি, যেমন

শত ব্যঞ্জন পূর্ণ অন্ন ভক্ষণের পর অম্লরসযুক্ত একটু চাট্নির আবশ্যক হয়, তেমনি আজ এই অপার আনন্দের পর হরি হরের বাদ বিসম্বাদ এ বোধ হয় হর হরি ভক্তগণের পক্ষে তিক্তবোধ না হ'য়ে অম্ল মধুর চাট্নিই কার্য্যই ক'র্‌বে। যাই আর বিলম্ব করা বিধিপুত্রের বিধি নয়, বিবাদের পথ শীঘ্র শীঘ্র সৃজন করিগে।

[প্রস্থান।

দৃশ্য।

কৈলাস।

তোরণ-দ্বার।

(নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রবেশ।)

নন্দী। ওহে ভৃঙ্গি! আশুতোষের আজ এরূপ আদেশ—তার কি কোন কারণ জান?

ভৃঙ্গী। নন্দি, মহাকালের মনের ভাব অনুভব করা কি আমাদের সাধ্য, কি জানি বল কি মনন ক'রেছেন।

নন্দী। ভৃঙ্গি, আমার যেন বেশ হৃদয়ঙ্গম হ'চ্ছে, আজ কোন না কোন একটা দুর্ঘটন ঘ'ট্‌বে।

ভৃঙ্গী। না—না, এমন ভেবনা—শান্তিময় সদানন্দধামে কার সাধ্য কে দুর্ঘটন ঘটাবে?

নন্দী। যাই বল ভৃঙ্গি, আমার মনে দুর্লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

ভৃঙ্গী। বৃথা দুশ্চিন্তা। এক্ষণে প্রভু-আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান হই এস (

নন্দী। ভাল— সাবধানে দ্বার রক্ষা করা যাক্।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(ইত্যবসরে চক্র হস্তে বিষ্ণুর বেগে প্রবেশ।)

বিষ্ণু। এইতো পাপিষ্ঠ শিবের কৈলাসপুরী। কিন্তু কই বল গর্ব্বে গর্ব্বিত দুরাচার শম্ভু কোথায়? আজ দুর্ম্মতি আশু-তোষের সকল দর্প চূর্ণ ক'র্‌বো, যথোচিত শাস্তি প্রদান ক'র্‌বো। (নন্দী ও ভৃঙ্গীর নিকটে গিয়া) কে—রে—তোরা দুজন কে? ও-নন্দী ভৃঙ্গী? ভাল-ভাল, একটা চিন্তা দূরে গেল। ওরে নন্দি! ওরে ভৃঙ্গি! তোরা এখন শীঘ্র আমার আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌বি কি না বল?

নন্দী। কি আদেশ প্রভু!

বিষ্ণু। তোদের উন্মত্ত প্রভু পঞ্চাননকে অতি শীঘ্র রণ-সাজে সুসজ্জিত হ'য়ে এই স্থানে উপস্থিত হ'তে ব'ল্‌গে, আজ বিষ্ণুর আগমন শুদ্ধ শিব-দর্প চূর্ণ ক'র্‌তে।

নন্দী। অহো,

একিরে আজ অত্যাশ্চর্য্য খেলা,
হরি যাচে হর সনে রণ—
অহো,
কেমনে এ ভাব বুঝিব রে মনে
জ্ঞানহীন মূঢ় আমি।
(বিষ্ণুর প্রতি)
সত্য কি হে কমলাক্ষ,—
সমরের সাধ?

বিষ্ণু। একান্ত সমর-সাধ শুন নন্দীশ্বর।
নন্দী। দেহ তবে নারায়ণ রণ।
শিব-দাসে অগ্রে না জিনিলে,
কোথা পাবে কৃত্তিবাসে?
বিষ্ণু! ভাল কথা,
আমিও তাহাই চাই।

(নন্দী ও ভৃঙ্গীর সহিত বিষ্ণুর ঘোরতর যুদ্ধ, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর নন্দী ও ভৃঙ্গী পরাস্ত হওন।)

বিষ্ণু। অবোধ অজ্ঞান তোরা দুইজন,
মম সনে তো সবার সম্ভবে কি রণ!
যা,—শীঘ্র দোঁহে কর্ পলায়ন।
(ইত্যবসরে দূরে মহাদেবের প্রবেশ।)
মহাদেব। ছাড় বিষ্ণু সগর্ব্ব বচন।
বিষ্ণু। (মহাদেবকে দেখিয়া)
পূর্ণ মনস্কাম।
এস—এস মানহারী অরি দুরাচার,
যমাগার আহ্বানে তোমায়।
মহাদেব। সত্য কথা বটে হে শ্রীহরি,
মহাকাল যাবে প্রভু কালের কবলে।
ওহে বিষ্ণু! ওহে কুটবুদ্ধি হরি!
চাতুরীতে তুমি সুনিপুণ,
পটু বটে ছল প্রয়োগেতে,
মিষ্টভাষী কৃষ্ণ!
মিষ্ট কথায়
বিগলিত কর লৌহ হিয়া,

কিন্তু কিবা জান যুদ্ধনীতি?
আছে কি শকতি তব?
কাপুরুষ জনার্দ্দন তুমি চিরদিন।

বিষ্ণু। হা-হা-হা,
বৃদ্ধকালে বুদ্ধিলোপ তব উমাপতি,
বিষ্ণুরে কহিলে কিনা নাহিক শকতি?
আদ্যাশক্তি রাধাশক্তি
আমার গৃহিণী,
আদিদেব বিষ্ণু আমি।
আমার শকতি পেয়ে ওহে পঞ্চানন,
বলবান বলী তুমি খ্যাত ত্রিভুবনে।
আদ্যাশক্তি পত্নী তব কার বলে?
এই— বিষ্ণু-বলে।
বিষ্ণুবল না পাইলে
কার সাধ্য সৃজিতে মেদিনী,
বিশ্বস্রষ্টা বিধি সেও বিষ্ণুবলে বলী।
জাননা মাননা কথা ওহে ত্রিপুরারি
গর্ব্ব তব জন্মিয়াছে অতিশয়,
হেয় জ্ঞান করহ আমারে,
মম বাক্য কর উল্লঙ্ঘন?
উপযুক্ত প্রতিফল করিবে গ্রহণ।

মহাদেব। বালকের বাচালতা আছয়ে স্বভাব।
কহ কৃষ্ণ!
বিষ্ণু বলি খ্যাত তুমি কাহার কৃপায়?
কে দিল তোমার নাম ভক্ত-প্রাণধন?

কার তেজে সর্ব্ব পূজ্য হইলে জগতে,
মম বলে নহে কি শ্রীনাথ ?
হরি হরি বলি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
শ্মশানে মশানে করিয়া ভ্রমণ,
তোমার মাহাত্ম্য করিনু ঘোষণ।
তাই—তাই আজ,
মহাবিষ্ণু সর্ব্ব পূজ্য বিশ্ব চরাচরে,
নহে কে জানিত,
কে পূজিত ?
পূজিত হরের ধন তুমি বংশীধারী
তাই পূজে বিশ্ববাসী।
ওহে হীনবল দুর্ব্বল মুরারি
নহে রহিতে হে পড়ি
কাষ্ঠপুতলী প্রায় গোলকের এককোণে !

বিষ্ণু। ত্যজ ও বচন,
কহ শম্ভু,
শুনিবারে চাই,
কি কারণে ভক্ত ধনে রোধিয়াছ তুমি।

মহাদেব। ভক্ত কি তোমার একা,
শিবভক্ত নহে কি—সে বাঁকা সখা ?
অল্পজ্ঞান তুমি চিন্তামণি,
তাই বলে—চাহ ভক্ত নিধি।

বিষ্ণু। শুন দুষ্ট দুর্ব্বুদ্ধি ঈশান,
রাখিতে মান, রাখিতে প্রাণ,

রাখিতে আশা যদ্যপি কৈলাস,
দেহ তবে বিনা বাক্যে মার্কণ্ডেয় ধনে,
নতুবা,
হতমান, হত দর্প হবে মম ঠাঁই,
প্রাণ নাশ, রাজ্য নাশ করিব নিশ্চয়।
সোণার কৈলাস হবে শ্মশান আলয়।

মহাদেব। কি—দুরাত্মন্,
সোণার কৈলাস হবে শ্মশান আলয়?
মম মান নাশ,
মম প্রাণ নাশ করিবে নিশ্চয়?
এত শক্তি গায়?
অহো—পাইনু রে মর্ম্মান্তিক ব্যথা,
বিষ্ণু! বিষ্ণু!
ক্ষুদ্র কীট রুদ্র পাশে,
নাশ—নাশ তারে,
বধিয়া পামরে বিষ্ণুশূন্য করহ ভুবন।
কইরে শিবের শূল,
কইরে মহেশের মহা অস্ত্র যত?
বলবান হও আজি রুদ্রতেজে,
ছোট—ছোট—শীঘ্র,
করিতে শোণিত পান দম্ভী কেশবের।
হও—হও অগ্রসর।
বিষ্ণু—বিষ্ণু!
যাও—যাও যমালয়।
(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

(ইত্যবসরে ভগবতী ও লক্ষ্মীর বেগে প্রবেশ।)

ভগবতী। (বিষ্ণুর পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া)

একি একি রমানাথ কেন ক্রোধ-মন।
দুহিতারে পতিহীনা করিতে মনন?

লক্ষ্মী। (মহাদেবের পদতলে উপবিষ্ট হইয়া)

মহাকাল রুদ্রমূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
সীমন্ত-সিন্দুর মম করিবে মুঞ্চন?

ভগবতী। (বিষ্ণুর প্রতি) পরমেশ্বর শ্রীধর! শ্রীপদে ধরি, কালরণে ক্ষমা দিন্।

লক্ষ্মী। (মহাদেবের প্রতি) পিতা! পিতা! পুত্রীর কথা রাখুন্, ক্রোধানল সম্বরণ করুন্।

মহাদেব। কেগো আমার লক্ষ্মী—মা আমার পদতলে? কেন—কেন মা এমন দুঃখিনীবেশে এসেছ কেন? যাও—যাও মা—বৈকুণ্ঠবাসে ফিরে যাও। আজ দেখ্‌বো মা—জামাতার কত বল।

ভগবতী। ওহে রণমত্ত দিগাম্বর! জামাতা হরির যে কত বল তাকি তোমার এখনও জান্‌তে বাকি আছে? জাননা কি শম্ভু—শুম্ভ-রণে যখন আমি অসমর্থ হ'য়েছিলাম, দুরাচার শুম্ভ যখন আমার কেশ ধ'রে আকাশদেশে বিঘূর্ণিত ক'রেছিল, সে সময়ে তোমাকেও তো পরিত্রাহি স্বরে ডেকেছিলাম, কিন্তু স্বামিন্—পত্নীকে কি রক্ষা ক'র্‌তে পেরেছিলে? তাতো পার নাই, ঐ শ্রীকান্ত সে সময়ে পদপ্রান্তে স্থান দান ক'রেছিলেন, বিশ্বম্ভর-রূপে আমার দেহে প্রবিষ্ট হওয়াতে শুম্ভ আমার ভার ধারণে অক্ষম হ'য়ে তবে ত্যাগ করে।

মহাদেব। গৌরি—গৌরি! মহাকালের মহাভ্রম গেল, চৈতন্য

পেলাম—হরি—হরি, প্রাণের দেবতা! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। চরণে শরণাগত হ'লেম। (পদতলে পতিতোদ্যোগ)

বিষ্ণু। (বাধা দিয়া) মহাযোগী মহেশ্বর! করেন্ কি, ক্ষান্ত হ'ন্, আমি কি আপনার সনে যুদ্ধাভিলাষ ক'রে কৈলাসে এসেছিলেম? আমি আপনার কথা রক্ষার্থে যুদ্ধ-ছলে এসেছিলাম, আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমি যখন মার্কণ্ডের নিকট হ'তে আপনার উপর রুষ্ট হ'য়ে যাই—তখন আপনি বৎস মার্কণ্ডেয়কে কি ব'লেছিলেন?

মহাদেব। অহো—ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার ভক্ত-মান রক্ষা করা—তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে চ'লে গেলে—মার্কণ্ডেয় আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে বংশীধারী হরির শ্রীচরণ আর কি দর্শন ক'র্‌তে পাবনা—তাতে আমি তাকে ব'লেছিলাম, বৎস, চিন্তা কি—চিন্তামণিকে আপনা হ'তে কৈলাসে আস্‌তে হবে।

বিষ্ণু। হে বৈষ্ণব-চূড়ামণি ভব! সেই জন্যই আমি যুদ্ধ-ছলে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ক'র্‌তে এসেছিলাম।

মহাদেব। আ-মরি মরি, হরি হে! তোমার কার্য্যের কি মধুর ভাব। যারা অজ্ঞ, যারা এই জ্ঞানহীন শিবের মত অহঙ্কারী—তারাই তোমার অন্তরে অনন্ত ব্যথা দিয়ে থাকে। হৃষিকেশ! দেখো, ক্ষমা ক'রো—মন এখনও দিব্যজ্ঞান লাভ ক'র্‌তে পারেনি, নিয়তই ভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়ে, তাইতেই সময়ে সময়ে তোমার প্রাণে কষ্ট দেয়। দেখো রুষ্ট হ'ওনা হরি। তুমি রুষ্ট হ'লে আর রক্ষা ক'র্‌তে কেই নাই—

(ইত্যবসরে গান গাহিতে গাহিতে মার্কণ্ডের প্রবেশ।)

গীত।

নেহার নেহার নয়ন নিরুপম মাধুরি।

আজ একাধারে রাধাকৃষ্ণ—গৌরী আর ত্রিপুরারি॥
কমলা কমলাপতি,
মহেশ্বর—পার্ব্বতী,
পূজ দেবদেব দম্পতি—মনরে মিনতি করি,—
লক্ষ্মী নারায়ণ, হর-গৌরী বল রসনা বদন ভরি॥

মার্কণ্ড। (গীতান্তে) লক্ষ্মী নারায়ণ, গৌরী পঞ্চানন, নাদের শ্রীচরণে প্রণাম করি। (প্রণাম)

বিষ্ণু। বৎস! এইবার তুমি প্রফুল্ল-মনে মর্ত্ত্যধামে গমন কর, তথায় গিয়ে কিছুদিন তোমার জনক জননীর নিকটে অবস্থান করতঃ পরে তপশ্চরণে রত হবে, তোমার তপোতেজে, নাগ, মানব, দেব, দানব কেহই অত্যাচারী হ'তে সমর্থ হবেনা, যে অত্যাচারী ও মহাবলী হ'য়ে উঠ্‌বে, তপোপ্রভাবে তুমি তার সেই মহাবল হরণ ক'রে লবে, এই মহৎ কার্য্য উদ্ধারার্থে হরি ও হর-গৌরী অংশে তোমার জন্ম গ্রহণ।

লক্ষ্মী। বাপ মার্কণ্ডেয়, বংশীধারী হরি তোমাকে যে অঙ্গুরীটি দান ক'রেছিলেন, যেটি শনি-পত্নী মরীচিকা কৌশলে গ্রহণ ক'রেছিল, সেই অঙ্গুরীটি তুমি গ্রহণ কর, আমি তার নিকট হ'তে আনিয়েছি। (প্রদান)

মার্কণ্ড। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ,
জয় জয় হর-গৌরী।

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। (উদ্দেশে) হে জগৎবাসী হর-হরি-ভক্তগণ! এক্ষণে তোমরা সন্তোষ লাভ ক'র্‌লে কিনা? দেখ—যারা আমাকে দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি ব'লে জানে, আমি আজ তাদের বাসনা পরিপূরণ ক'র্‌লেম কিনা? ভাইগণ! বন্ধুগণ! বল ভাই মুক্তকণ্ঠে বল,

কেমন আনন্দ, কেমন শ্রুতি-সুখকর কলহ। এমন কলহ অহর্নিশি দেখতে বা শুনতে কার ইচ্ছা না জন্মে? কার রসনা এমন রসাস্বাদ না বুঝতে ইচ্ছুক? তাই বলি যাদের এরূপ বোধগম্য যে, কলহে কৌতুকী যিনি, বিধিপুত্র নারদ তিনি, এই যে প্রধান 'ণা এ যাদের মাথায় ধ'রেছে, তাদেকেই ব'লছি, তারা হ'তে 'পে জেনে নিগ্, বা বুঝে নিগ্ যে, বিধিপুত্র নারদ এইরূপ কলহেই কৌতুকী, তদ্ভিন্ন শাক মাছ বা খাওয়া পরার জন্যে যে কোন্দল সে কোন্দলে কৌতুকী নয়। নারদ এমন স্থলে এমন কোন্দলের সৃষ্টি করে যে সেই কোন্দলরূপ ঘোর হলাহলের সঙ্ঘর্ষণে অপরিমেয় অমৃত উৎপন্ন হ'য়ে নয়ন, মন ও দেহকে চরিতার্থ করে। এক্ষণে হর-হরি-ভক্তগণ! তোমরা আর পাপ জিহ্বাকে অলসে রেখে দাও কেন, এই সময় রসনাকে স্ববশে আনয়ন কর, হর-গৌরীর প্রীতি প্রদানার্থে একবার সকলে মিলে বল—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। হর হরির জয়, হরি হরের জয়, লক্ষ্মী লক্ষ্মীপতির জয়, গৌরী পঞ্চাননের জয়, জয় জয় হরিভক্তের জয়!

সম্পূর্ণ।